ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

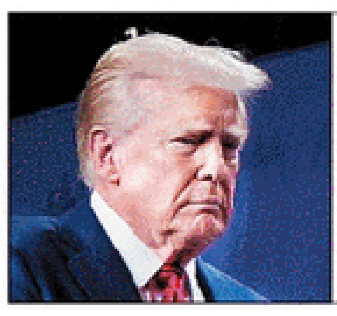
আনন্দবাজার পত্রিকা



ফের সম্পর্কে জড়ালেন কার্তিক? আনন্দ প্লাস



হাসিনার ফাঁসির আগে ভোটই নয়! দাবি ছাত্রদের দলের বিদেশ



সামরিক সাহায্য বন্ধ করে চাপ ইউক্রেনকে ট্রাম্পে ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি বিদেশ

বিরাট তো এ ভাবেই জিতিয়ে আসছে তৃপ্ত অধিনায়ক রোহিত খেলা



epaper.anandabazar.com কলকাতা ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ ৫.০০ টাকা ১২ পাতা XXCL

এক নজরে



■ সুমিত্রা রায়ের শোকার্ত বাবা বিশ্বনাথ ভৌমিক।
ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

বাড়িতে দম্পতি এবং শিশুর দেহ

▸▸ কসবা থানা এলাকার হালতুর পূর্বপল্লির একটি বাড়ি থেকে মঙ্গলবার সকালে মিলল স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের শিশুপুত্রের মৃতদেহ। পুলিশের ধারণা, আড়াই বছরের সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পরে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই দম্পতি। তাঁদের নাম সোমনাথ রায় (৪০) এবং সুমিত্রা রায় (৩৫)। সোমনাথ ছিলেন পেশায় অটোচালক। তাঁদের ছেলের কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল। তার চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সোমনাথ। সেই কারণেই এই আত্মহত্যা কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত্যুর আগে বাড়ির দেওয়ালে বেশ কয়েক জনের নাম লিখে গিয়েছেন ওই দম্পতি। যার ভিত্তিতে প্রদীপ ঘোষাল ও নীলিমা ঘোষাল নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তে। **কলকাতা**

গ্রেফতার রাজদেও

▸▸ পানাগড়ে দুর্ঘটনায় সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁরই গাড়ির চালক রাজদেও শর্মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাড়ি থেকেই তাঁকে ধরা হয়। মঙ্গলবার দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশ হেফাজত হয়। এসিপি (কাঁকসা) সুমনকুমার জয়সওয়াল বলেন, "সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে।" সুতন্দ্রার মা তনুশ্রীর দাবি, "ঘটনার বিবরণ বার বার বদলানো হয়েছে। পুলিশ সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক।"

হুমকি প্রধানের

▸▸ পঞ্চায়েতের সভাঘরে বৈঠক চলাকালীন সরকারি আধিকারিকদের গালিগালাজ করে, হাত-পা কেটে নেওয়ার হুমকির অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি-২ ব্লকের বেড়মজুর-২ পঞ্চায়েতের। মঙ্গলবার স্থানীয় লোকজন ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান। জেলবন্দি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পঞ্চায়েত প্রধান সিদ্দীক মোল্লা। এখনও তিনি শাহজাহানের নাম করে হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
৩২°
সেলসিয়াস

প্রধানত পরিষ্কার আকাশ।

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩২.৪° (+০.১)
সর্বনিম্ন ২২.৪° (+১.৪)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এবং ২৩%
বৃষ্টিপাত: হয়নি

রাজা বিরাটের ব্যাটে ভারত ফাইনালে

ফাইটার



লক্ষ্মীরতন শুক্ল

অবশেষে ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ দেওয়া গেল!

আইসিসি প্রতিযোগিতার নক আউট পর্বে হারানো গেল অস্ট্রেলিয়াকে। তবে গত বিশ্বকাপ ফাইনালের হারের জ্বলুনিটা পুরো গেল না। সেটা অনেকটাই যাবে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাতে দেখতে পেলে।

বড় মঞ্চ যে সব সময় বড় ক্রিকেটারদের তাতিয়ে তুলতে পারে, তা আরও এক বার প্রমাণ হয়ে গেল মঙ্গলবারের ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে। পাকিস্তানের পরে আরও এক বার ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলল বিরাট কোহলি। ভারতীয় বোলাররা যে মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল, তার উপরে দাঁড়িয়ে জয়ের পতাকা ওড়াল বিরাট। দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার ২৬৪ রান তাড়া করে চার উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল ভারত। বিরাটের সংগ্রহ ৯৮ বলে ৮৪। রবিবার ফাইনালে নিউ জ়িল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত।

ভাবতে অবাক লাগে কিছু দিন আগেও এই বিরাটকে নিয়ে কত কথাই হচ্ছিল। দু'এক জন কিংবদন্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার তো চেয়েছিল, বিরাট যেন তাদের কাছে ব্যাটিংয়ের ক্লাস করতে যায়। কিন্তু ওরা সবাই ভুলে গিয়েছিল, বিরাটের কোনও ক্লাসের দরকার পড়ে না। একটা জিনিস বুঝতে হবে, বিরাট-রোহিতের মতো ক্রিকেটারদের কখনও ছোট করা যায় না। তারা অনেক উচ্চতায় নিজেদের নিয়ে গিয়েছে। এই কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে গেলে নিজের গায়েই কিন্তু কাদা লাগে।

চ্যাম্পিয়ন তারাই হয়, যারা পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে পারে। অনেকেই মনে করেন, সাদা বলের ক্রিকেটে বড় শট নেওয়ার ক্ষমতাই এক জন ব্যাটসম্যানের দক্ষতার নির্ণায়ক। তা কিন্তু নয়। আমার কাছে ৫০ ওভার বা ২০ ওভার, যে কোনও ধরনের ক্রিকেটে সেরা অস্ত্র হল এক-দুই রান। এই খুচরো রান নিয়ে কিন্তু খেলা বার করে দেওয়া যায়। যেটা বিরাট দেখিয়ে দিল। কোনও চোখ ধাঁধানো শট নয়, কোনও ঝুঁকি নিয়ে ব্যাটিং নয়। বিরাটের ৯৮ বলের ইনিংসে রয়েছে মাত্র পাঁচটা চার। কোনও ছয় মারেনি। কিন্তু তাও সারা ক্ষণ ম্যাচটার রাশ নিজের হাতে রেখে দিয়েছিল। দলকে ফাইনালে তুলে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও জিতে নিল বিরাট। এ দিন অ্যাডাম জ়াম্পার গুগলিটা ঠিক বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু সামান্য আগে শটটা খেলায় বলটা মিড উইকেট দিয়ে ছয় হওয়ার বদলে লংঅনে ক্যাচ হয়ে যায়।

এই ভারতের ব্যাটিং গভীরতা এত বেশি যে, কয়েকটা উইকেট হারালেও সমস্যা হয় না। এ দিনও পরের দিকে অক্ষর পটেল, কে এল রাহুল, হার্দিক পাণ্ড্যরা জয়ের রানটা তুলতে বেশি সমস্যায় পড়েনি।

ফাইনালে ওঠার পথে বিরাট

এর পর পৃঃ ১১ ▸



■ ৯৮ বলে ৮৪ রান করে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে তুললেন বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। *গেটি ইমেজেস*

'বাঁচতে চান না' প্রসূন, করবেন দোষ স্বীকারও

নিজস্ব সংবাদদাতা

বেঁচে থাকতে চান না ট্যাংরার দে পরিবারের সদস্য প্রসূন। রাখতে চান না কোনও আইনজীবীও। বরং নিজের সব দোষ কবুল করে নেবেন বলেই মঙ্গলবার আদালতে দাবি করেছেন তিনি। ট্যাংরা কাণ্ডে সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার শিয়ালদহ কোর্টে হাজির করানো হয়। লালবাজার সূত্রের খবর, স্ত্রী এবং বৌদিকে খুন করার কথা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। সোমবার রাতে তদন্তকারীদের কাছে নিজের মেয়েকেও বালিশ চাপা দিয়ে খুন করার কথা স্বীকার করেছেন প্রসূন। দেনার দায়েই সপরিবার মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন বলেও ফের জানিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ১৬ কোটি টাকার দেনায় দে পরিবার ডুবে গিয়েছিল বলে লালবাজার এ দিন জানিয়েছে।

সোমবার নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পরেই প্রসূনকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। রাতে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। পুলিশের খবর, স্ত্রী রোমি এবং বৌদি সুদেষ্ণাকে খুন নিয়ে কোনও ধন্দ ছিল না তদন্তকারীদের। তবে প্রসূনের কিশোরী কন্যা প্রিয়ম্বদার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। পুলিশি জেরায় প্রসূন স্বীকার করেছেন যে, ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে পরিবারের সবাই ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। পর দিন সকালে ঘুম ভাঙার পরে ঘুমন্ত মেয়েকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেন তিনি। খুনের সময় মেয়ের পা চেপে ধরেছিলেন রোমি। প্রিয়ম্বদাকে খুনের পরে স্ত্রী এবং বৌদির হাতের শিরা কাটেন প্রণয়, দাবি পুলিশের। প্রসূন দাবি করেছেন, শিরা কাটার সময় তাঁর দাদা এবং ভাইপো অন্য ঘরে ছিলেন। প্রথমে মেয়ে, তার পর স্ত্রী এবং শেষে বৌদিকে মারার পরে প্রসূন আত্মহত্যা করার জন্য ফের এক দফা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন বলেও পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। শিরা কেটে ভাইপোকে খুনের চেষ্টার কথাও তিনি মেনে নিয়েছেন বলে পুলিশের দাবি।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ট্যাংরার বাড়ি থেকেই সুদেষ্ণা, রোমি এবং তাঁর মেয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। রোমির বাবা স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ। ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোরে প্রণয়-প্রসূনের গাড়ি

এর পর পৃঃ ৫ ▸

আজ উপাচার্য দেখা না করলে আন্দোলনে ছাত্ররা

আক্রান্ত নয় শিক্ষাকর্মীর বাড়ি, কবুল

নিজস্ব সংবাদদাতা

যাদবপুরের ছাত্রদের নামে পুলিশ যে কিছু ভুয়ো অভিযোগ দায়ের করেছে, তা প্রকারান্তরে মেনে নিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শনিবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন যাদবপুরের শিক্ষক ও শীর্ষ আধিকারিকেরা। অসুস্থতার জন্য অন্তর্বর্তী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত অনলাইনে বৈঠকে যোগ দেন। সূত্রের খবর, যাদবপুরের আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়-সহ কিছু ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী তথা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা বিনয় সিংহের আনা অভিযোগটি কার্যত অসার বলেও কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন। আজ, বুধবার বিকেল চারটের মধ্যে ভাস্কর তাঁদের সঙ্গে কথা না বললে পড়ুয়ারা একজোট হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান।

সূত্রটি বলছেন, যাদবপুরের রেজিস্ট্রার এ দিন জানান, বিনয় সিংহের বাড়ি বা দশ নম্বর আবাসনে কোনও হামলা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে আহত ইন্দ্রানুজের নামেও ওই হামলার অভিযোগ আনা হয়। সার্বিক ভাবে ছাত্রদের অহেতুক পুলিশি হেনস্থা বন্ধ করা, যাদবপুরের নিরাপত্তা বাড়ানো থেকে সাম্প্রতিক গোলমালের তদন্তে কমিটি গঠন নিয়ে এ দিন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একমত হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা), আবুটা ও তৃণমূল অনুগামী ওয়েবকুপার প্রতিনিধি শিক্ষকেরা।

তবে যাদবপুরের গত শনিবারের গোলমাল ও মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে 'জনৈক ছাত্র' আহত হওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তাবে সব শিক্ষক সংগঠন রাজি হয়নি। সূত্রের খবর, আবুটার তরফে এফআইআরের প্রস্তাবে জুটা সায় দেয়। কিন্তু ওয়েবকুপা রাজি হয়নি। ফলে সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে যাদবপুরে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে শিক্ষকেরা সবাই চান ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা হোক, জানান যাদবপুরের সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত। যদিও এই ঘটনার তদন্তে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গড়ার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজি হলেও সেই কমিটির গঠন নিয়ে এ দিনের বৈঠকে ঐকমত্য হয়নি। তদন্ত কমিটি কি কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে হবে? এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।

সূত্রের দাবি, শনিবারের ঘটনার তদন্তে নানা দিক রয়েছে ও সে ক্ষেত্রে অনেকের ভূমিকাই খতিয়ে দেখা দরকার, মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। স্পর্শকাতর বিষয়টির তদন্তে সাবধানে হাঁটা উচিত বলে মত। ইউনিয়ন নির্বাচন, কোর্ট কাউন্সিল ও কর্মসমিতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি বসানোর জন্যও যাদবপুর কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে ঠিক হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাদবপুরের নিরাপত্তা বাড়াতেও কথা বলা হবে। রাজ্যের আর্থিক সাহায্য ছাড়া নিরাপত্তার হাল ফেরানো সম্ভব নয় বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ আধিকারিকদের অভিমত। পাশাপাশি শিক্ষকেরা এ দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির দফতরটি জ্বালানোর পূর্ণাঙ্গ তদন্তও জরুরি বলে মত জানান।

মঙ্গলবারও যাদবপুরে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরেনি। এ দিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষ ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের পরীক্ষা কার্যত বয়কট করেন ছাত্রেরা। আর্টস বা সায়েন্সে ক্লাস হয়েছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কোথাও ক্লাস হয়েছে শ্রেণিকক্ষের বাইরে। উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়নি। ল্যাবরেটরির কাজও হয় বিক্ষিপ্ত ভাবে। তবে ল্যাবরেটরিতে উপস্থিতির সঙ্গে ছাত্রদের সামগ্রিক ফলাফলের যোগ থাকায় ল্যাবরেটরিকে প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে সব ক্ষেত্রে রাখা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাজপথে পুলিশি পাহারায় মিছিল করেন তৃণমূলের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ওয়েবকুপার সদস্যেরা। ওয়েবকুপার সহ-সভাপতি যাদবপুরের বাংলার শিক্ষক সেলিম বক্স মোল্লা জানান, নানা জেলা থেকে ৬-৭ হাজার জন এসেছেন। ইংরেজির শিক্ষক মনোজিৎ মণ্ডলের দাবি, তিনি ওয়েবকুপা করেন বলে অনেকে তাঁর ক্লাস বয়কট করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের সঙ্গে গত শনিবার পড়ুয়াদের ধাক্কাধাক্কি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ছাত্রদের একাংশ তিনি যাদবপুরে ঢুকলে বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে দাবি করে। ওয়েবকুপার শিক্ষকেরাও এ দিন ব্রাত্যর গাড়িতে ছাত্রদের হামলা নিয়ে স্লোগান দেন।

এক নজরে



■ ইন্দ্রানুজ রায়।

- ■ শিক্ষাকর্মীর বাড়িতে হামলা হয়নি, জানান রেজিস্ট্রার।
- ■ বুধবার অন্তর্বর্তী উপাচার্যের সাক্ষাৎ চান ছাত্রেরা।
- ■ উপাচার্য দেখা না করলে বৃহত্তর আন্দোলন।
- ■ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে ছাত্রদের সঙ্গে কথা চান সবাই।

ফোন ব্রাত্যের, 'পরবর্তী ঘটনাক্রমে' নজর আহত ছাত্রের বাবার

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের আহত হওয়ার বিষয়টি 'আদৌ ঘটেনি' বলে তৃণমূলের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আসরে নামলেও মন্ত্রী ওই ছাত্রের বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাত্য ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন। ইন্দ্রানুজের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রাত্য তাঁদের ফোনে বলেন, ঘটনাটি ঘটার পরে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী 'খুব কষ্ট' পেয়েছেন। 'এক জন শিক্ষক এবং ছাত্রদের অভিভাবক' হিসেবে এমন ঘটনা তাঁর কাছে কাম্য নয়।

তবে আহত ওই ছাত্র এবং আরও ১৭ জন ছাত্রের নামেই যে পুলিশ একাধিক ভুয়ো অভিযোগ লিখেছে সে বিষয়ে ইন্দ্রানুজের বাবা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইন্দ্রানুজ আহত হওয়ার পরে সন্ধ্যার গোলমালের ঘটনাতেও অভিযুক্ত হিসেবে তাঁর নাম আছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, শনিবারের ধস্তাধস্তিতে আহত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি শাখার এক ছাত্রকে অসুস্থ অবস্থায় যাদবপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অভিযোগের বিষয়টি ব্রাত্য 'খতিয়ে দেখা হবে' বলে ইন্দ্রানুজের বাবাকে জানিয়েছেন। তবে আহত ছাত্রের বাবাকে ফোনের বিষয়ে জানতে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সাড়া মেলেনি।

ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সচিব। ইন্দ্রানুজের মা বর্ণালী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ফিজিয়োলজির অধ্যাপিকা। ইন্দ্রানুজের ভাইয়ের এখন সিবিএসই পরীক্ষা চলছে। দাদার দুর্ঘটনায় ছোট ভাইয়ের মনের অবস্থা নিয়েও পরিবারটি চিন্তিত। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইন্দ্রানুজের বাঁ চোখের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবারটি উৎকণ্ঠায়। ওই তরুণ ছাত্রের আঘাত কতটা গুরুতর তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক দলের একাধিক নেতা কটাক্ষ করায় পরিবারটি ব্যথিত।

ইন্দ্রানুজের মা সংবাদমাধ্যমে বলেন, ব্রাত্য আন্তরিক অনুভূতির সঙ্গে ফোন করেছিলেন। তাঁর ছেলের যা হয়েছে, তা দুর্ঘটনা বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কিন্তু ব্রাত্যর কাছ থেকে ফোন এলেও ইন্দ্রানুজকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাক্রম পরিবারটিকে স্বস্তিতে রাখছে না। অমিত মঙ্গলবার বলেন, "শিক্ষামন্ত্রীর ফোন আসায় আমাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু আমরা খুশি হব কি না তা পরবর্তী ঘটনাক্রমের উপরেই নির্ভর করছে।" ফোনে ব্রাত্য তাঁর গাড়িতে হামলার বিষয়টি বলেন বলে জানা গিয়েছে। তা ঠিক হয়নি বলে অমিত মনে করেন। তবে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ঘেরাও হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে। অমিত বলেন, "আমার ছেলের আহত হওয়ার ঘটনা ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু আর একটু ধৈর্যশীল হলে এ ঘটনা এড়ানো যেত। ছোটরা অনেক সময়ে আবেগের বশে ভুল করে। বড়দের বাড়তি দায়িত্ব থাকে।"

এই মুহূর্তে ছেলের নামে অভিযোগের খাঁড়া এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা দুটো নিয়েই চিন্তিত পরিবারটি। অমিত বলেন, "ছেলের চিকিৎসার নথি কোনও অজ্ঞাতকারণে আমরা হাতে পাচ্ছিলাম না। শেষে পেয়েছি। আমার ছেলের বাঁ পায়ের গোড়ালি ও আঙুলে একাধিক হাড়ে চোট। ওকে সম্পূর্ণ শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে। শুনছি চোখ পুরো সারাতে প্লাস্টিক সার্জারি লাগবে।"

এ দিন ইন্দ্রানুজের এমআরআই হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ড ৭২ ঘণ্টা তাঁর ফুলে যাওয়া চোখ পর্যবেক্ষণে রাখতে বলে। এর পরে ফের মেডিক্যাল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তরফে পার্থপ্রতিম রায় এবং পার্থপ্রতিম বিশ্বাস এ দিন ইন্দ্রানুজকে দেখতে যান। গিয়েছিলেন সিপিআই এমএল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্যও।

ইন্দ্রানুজ সুস্থ হলে ব্রাত্যও তাঁকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে জানা গিয়েছে।

এপিক-ব্যাখ্যা কমিশনের নিয়মেরই বিরোধী, দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: সোমবারই তৃণমূল নির্বাচন কমিশনকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল এপিক কার্ড 'দুর্নীতি' নিয়ে তথ্য প্রকাশের। কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। আজ সকালে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে কমিশনের গত রবিবারের দাবি খারিজ করে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন। কমিশনকে নিশানা করতে তাঁর হাতিয়ার, কমিশনেরই 'হ্যান্ডবুক ফর ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার্স'।

তৃণমূল সাংসদ কমিশনের নিয়মবিধি খুলে তা হলুদ রঙে চিহ্নিত করে পোস্ট করে অভিযোগ করেছেন, একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের যে ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছেন, তা খোদ কমিশনেরই নিয়মবহির্ভূত, বেআইনি। তৃণমূলের অভিযোগ, শাসকদলকে তাদের দুর্বল আসনগুলিতে সুবিধা পাইয়ে দিতে 'জালিয়াতি' করা হয়েছে।

সাকেতের বক্তব্য, কমিশন রবিবার জানিয়েছিল, দুই রাজ্যে একই আলফা-নিউমেরিক সিরিজ় ব্যবহারের ফলে একাধিক ভোটারের একই এপিক কার্ড নম্বর হয়ে থাকতে পারে। তা বেআইনি কিছু নয়, ভুয়ো ভোটারের প্রমাণও নয়। অথচ কমিশনের হ্যান্ডবুকে স্পষ্ট লেখা, এপিক নম্বর তিনটি অক্ষর এবং ৭টি সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়। এবং এই তিনটি অক্ষর প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা। তৃণমূলের প্রশ্ন, দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারের এই তিনটি অক্ষর মিলে গেল কী ভাবে?

কমিশনের বক্তব্য, একই এপিক নম্বর একাধিক ব্যক্তির হলেও তাঁরা যে বিধানসভার ভোটার, শুধু সেখানেই ভোট দিতে পারবেন। ফলে ভুয়ো ভোটারের ভোটদানের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাকেতের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি, তাঁর এপিক নম্বরের ভিত্তিতে যুক্ত হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভোটার ভোট দিতে যখন যাবেন, সেখানে তাঁর এপিক নম্বরের পাশে গুজরাতের কোনও ভোটারের (যাঁর এপিক নম্বর ও পশ্চিমবঙ্গের ওই ভোটারের নম্বর একই) ছবি দেখাতে পারে। তখন বাংলার ভোটার বৈধ হলেও ভোট দিতে পারবেন না।

কমিশনের দাবি, আলফা নিউমেরিক কোডের 'ডুপ্লিকেশন' হওয়ার ফলে আলাদা লোককে একই এপিক কার্ড দেওয়া হতে পারে। তৃণমূলের বক্তব্য, কমিশনের আইন বলছে, তাঁদের সফটওয়্যারের সাহায্যে সব ব্যবহৃত এপিক নম্বরের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হয়, যাতে সেটা একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া না হয়। এপিক নম্বরে ভোটারের তথ্য, তাঁর ছবির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তাই ভোটার কার্ডকে 'স্থায়ী ইউনিক আইডি' বলে গ্রাহ্য করা হয়।

তৃণমূলের দাবি, বিজেপি-বিরোধী ভোট আটকাতে এই চক্রান্ত। তাদের দাবি, এমন কত এপিক কার্ডের 'ডুপ্লিকেশন' রয়েছে, তার তথ্য প্রকাশ্যে আনুক কমিশন। অবিলম্বে এই ভুয়ো ভোটার দুর্নীতির তদন্ত হোক। বিরোধীদের বক্তব্য, কমিশন ২০১৯-এর ২৫ জুন জানায়, প্রত্যেক ভোটার কার্ডে পৃথক নম্বর থাকবে। এখন কেন কমিশন বলছে, আলাদা লোকের সচিত্র পরিচয়পত্রে একই এপিক নম্বর থাকতে পারে?

অভিযোগনামা

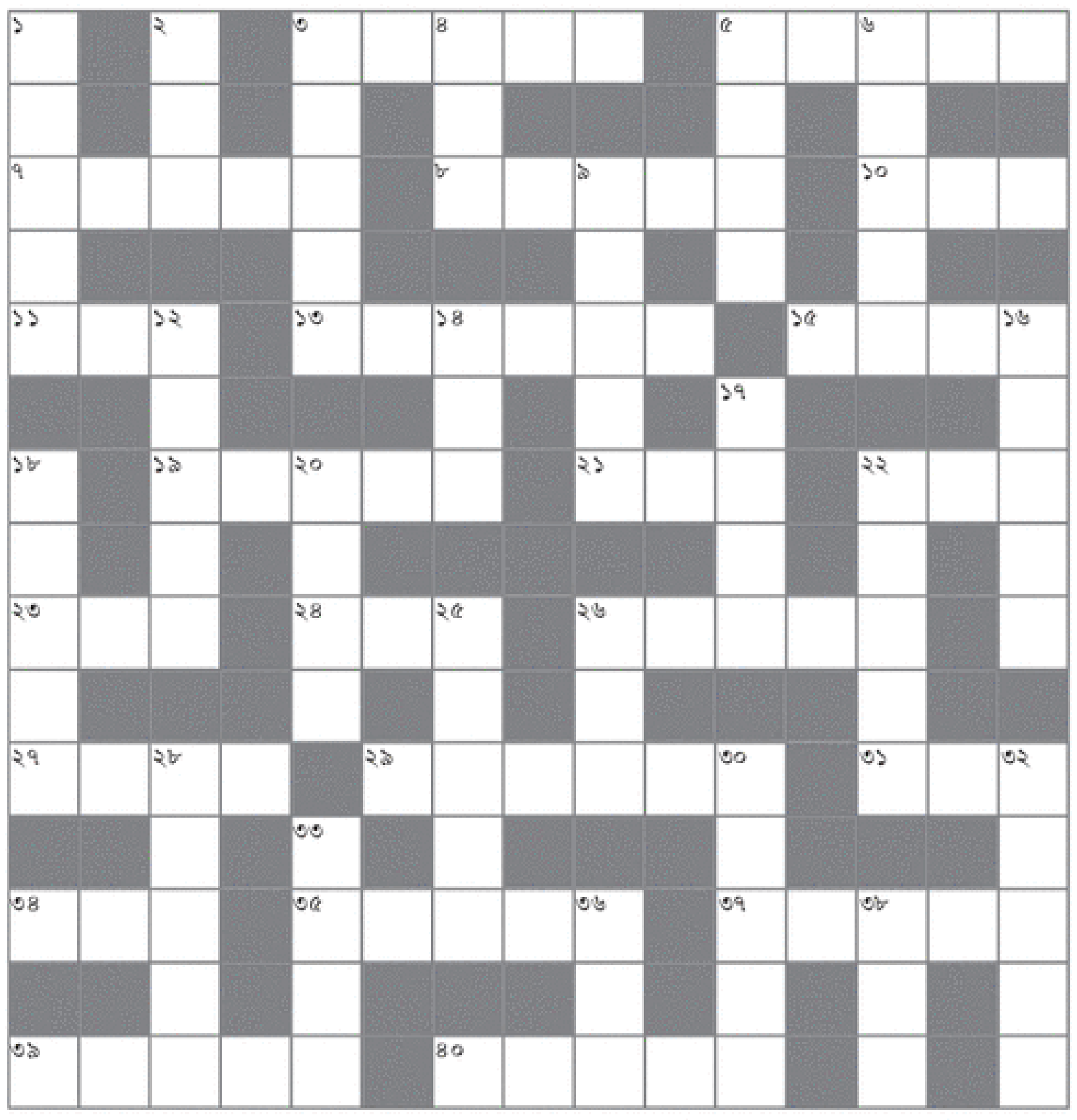
- ■ 'এপিক' নম্বর তিনটি অক্ষর এবং ৭টি সংখ্যায় তৈরি। এই তিনটি অক্ষর প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা। তৃণমূলের প্রশ্ন, দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারের এই তিনটি অক্ষর মিলল কী ভাবে?
- ■ ভোটার তালিকায় এপিক নম্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকে ভোটারের ছবি। পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভোটারের সঙ্গে গুজরাতের কোনও ভোটারের এপিক নম্বর এক হলে এবং সেখানে গুজরাতের ভোটারটির ছবি থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটারটিকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না।
- ■ নির্বাচন কমিশনের সফটওয়্যারের সাহায্যে সব ব্যবহৃত এপিক নম্বরের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা হয়, যাতে সেটা একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া না হয়। এপিক নম্বরে ভোটারের ছবিও যুক্ত থাকে। তা হলে এই গোলমাল হয় কী করে?

ভিতরে

■ আরও খবর পৃঃ ৫

আনন্দবাজার পত্রিকা

শব্দছক ৮৬৪০



পাশাপাশি

৩ বন-রক্ষায় নিয়োজিত সরকারি বিভাগ।
৫ এর বিরুদ্ধেই রবীন্দ্র-নাটক 'মুক্তধারা'।
৭ দেহ ও মনের সম্পূর্ণ গতিরোধ।
৮ জরিপকারী।
১০ মৌচাক বা ফুলের সাজি।
১১ উদ্দাম নৃত্য।
১৩ কপালের অলঙ্কার।
১৫ যিনি যুদ্ধে বীভৎস বা গর্হিত কাজ করেন না, অর্জুন।
১৯ অনধিকার চর্চা।
২১ বসন্ত-দূত।
২২ ফুলের রানি।
২৩ গ্রহাদির গতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্র।
২৪ ইনি গণের অধিপতি।
২৬ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্তী সপ্তাহের ভাটা।
২৭ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব।
২৯ কোনও বৈশিষ্ট্য নেই এমন।
৩১ ভুল, ত্রুটি।
৩৪ পতিহীনা।
৩৫ শহরের মূল প্রবেশপথ।
৩৭ উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট।
৩৯ গদিতে আসীন।
৪০ নীরবতা দ্বারা সম্মতি-জ্ঞাপন।

উপর-নীচে

১ বিরোধী পক্ষ সমান না হলে যা জমে না।
২ আবছা, অস্পষ্ট।
৩ কাপড়ের খুঁট।
৪ লুপ্ত হওয়া।
৫ যন্ত্রের মতো অনুভূতিহীন আচরণ।
৬ হস্তিশাবক।
৯ বাঘ এমন হলেই সর্বনাশ।
১২ মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট বনচর প্রাণী।
১৪ বিচলিত করা, নাড়ানো।
১৬ যার স্পর্শ সুখকর।
১৭ তার ছাড়া বীণাযন্ত্রের কাঠামো।
১৮ মল্লিকা ফুল।
২০ সূত্র ধরে, অনুমানের উপর ভিত্তি করে।
২২ আমের প্রজাতিবিশেষ।
২৫ চাঁদ যার শিরোভূষণ, শিব।
২৬ নিজের বলে মনে করা।
২৮ যাতে চড়ে যাওয়া যায়।
৩০ মঙ্গলগ্রহ।
৩২ অগ্নিপত্নী স্বাহা।
৩৩ টুকরো-টুকরো, খণ্ড খণ্ড।
৩৬ ধনী।
৩৮ চোরাই মাল।

সমাধান ৮৬৩৯



দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ২১ ফাল্গুন, বুধবার, ৫ মার্চ। ষষ্ঠী তিথি দিবা ১২-৫২ পর্যন্ত এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র রাত্রি ১-০৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৭-২৬ গতে ৮-৫৩ মধ্যে পুনঃ ১-১৫ গতে ২-৪৩ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩৩ মধ্যে পুনঃ ৯-৫২ গতে ১১-২৫ মধ্যে ও ৩-১৭ গতে ৪-৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬-২৫ মধ্যে পুনঃ ৮-৫৪ গতে ১১-২৩ মধ্যে ও ১-৫২ গতে ৩-৩১ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ২০ ফাল্গুন, বুধবার, ৫ মার্চ। ষষ্ঠী তিথি দিবা ৫-৩৪ পর্যন্ত। ভরণী নক্ষত্র দিবা ৭-১৩ পর্যন্ত ও পরে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাত্রিশেষ ৫-৪২ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ১১-৪৮ গতে ১-১৫ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৩২ মধ্যে ও ৯-৫১ গতে ১১-২৪ মধ্যে ও ৩-১৬ গতে ৪-৪৯ মধ্যে। রাত্রি ৬-২৫ গতে ৮-৫৪ মধ্যে ও ১-৫১ গতে ৫-৫৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ১-৪৪ গতে ৩-১৬ মধ্যে ও রাত্রি ৮-৫৪ গতে ১০-৩৩ মধ্যে।

বিশিষ্ট খেয়াল গায়িকা গাঙ্গুবাই হাঙ্গলের জন্মদিবস এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠা দিবস। ৪ রমজান।

আজকের দিনটি

মেষ: উদ্যমের অভাবে বা অন্যমনস্কতায় নতুন কাজের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সুন্দর সমন্বয় থাকায় আর্থিক দিক থেকে কোনও অসুবিধা হবে না। **বৃষ:** কুটুম্বিতা নিয়ে মনোমালিন্যের জেরে আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে পারে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাধায় ন্যায্য পাওনা না-ও মিলতে পারে বা দেরি হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। **মিথুন:** হিসেবের কাজে যাতে ভুলচুক না-হয় সেই দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কর্মকৌশল ও দক্ষতার স্বীকৃতি সত্ত্বেও প্রাপ্তি নগণ্যই। **কর্কট:** পৈতৃক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। বহু শ্রম ও দায়িদায়িত্বের চাপে দৈহিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ গ্রাস করতে পারে। নিকটজনের সঙ্গে বিবাদ থেকে দূরে থাকাই ভাল। **সিংহ:** সংস্থা বদলের অভাবিত সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পাহাড় বা সমুদ্রতীরে যাওয়ার ও থাকার চিন্তা। গা ছাড়া ভাব বর্জন করলে সাফল্য পাবেন। **কন্যা:** সৃষ্টিশীল কাজে দক্ষতার সুবাদে অগ্রগতি ও লাভের সম্ভাবনা। কুটুম্বিতা নিয়ে আত্মীয়ের সঙ্গে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করতে পারে। **তুলা:** লাগামছাড়া ভাবাবেগ থেকে কর্মস্থল হোক বা সামাজিক বৃত্তে বিপত্তির আশঙ্কা। পরিস্থিতির উপরে নজর রাখুন। গুরুজনের চিকিৎসা বিভ্রাটে হয়রানি, বহু ব্যয়ে নাজেহাল ও প্রতিকারের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। **বৃশ্চিক:** স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য অর্থ চিন্তা কমানোর সহায়ক হতে পারে। পড়শির অপচেষ্টা বানচাল করে সম্পত্তি সংস্কার পরিকল্পনায় অগ্রগতি অব্যাহত। অসতর্ক হলে সুনাম নষ্ট হতে পারে। **ধনু:** নতুন গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের আবেদন মঞ্জুর হতে পারে। চেনাজানা হলেও আর্থিক লেনদেনের আগে সব দিক যাচাই করে নেওয়া দরকার। **মকর:** কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুবাদে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে পারে। যাকে বিশ্বাস করে কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাবেন সে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। **কুম্ভ:** ঈর্ষাকাতর সহকর্মীদের অপচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক না-হলে মাসুল দিতে হতে পারে। গৃহ লাভের সম্ভাবনা থাকলেও তা মনের মতো না হতে পারে। **মীন:** সময়োচিত সাহস ও সিদ্ধান্তে কর্মস্থলে সমস্যা মিটিয়ে প্রশংসা পেতে পারেন। কোনও আত্মীয়ের কাজকর্মে দাম্পত্য অশান্তি তুঙ্গে উঠতে পারে। সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: দুপুর ১টা ৩৮ মিনিট এবং রাত ২টা ০১ মিনিট। **ভাটা:** বিকেল ৫টে ০৮ মিনিট এবং পরের দিন ভোর ৫টে ২৮ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ৫৬ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪২ মিনিট।

আজ টিভিতে



অভিমন্যু: জি বাংলা সিনেমা, বিকেল ৫-৩০।

জি বাংলা সিনেমা
সকাল ১১-৩০: ভাগ্য দেবতা, বেলা ২-০০: নাগিন কন্যা, বিকেল ৫-৩০: অভিমন্যু, রাত ১০-০০: শত্রু মিত্র।

জলসা মুভিজ
বেলা ১-৩০: বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৪-২০: স্বামীর ঘর, সন্ধ্যা ৭-২৫: গুরু, রাত ১০-৫০: পিয়া রে।

কালার্স বাংলা
বেলা ২-০০: ঘরজামাই।

কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ১০-০০: জন্মদাতা, বেলা ১-০০: ফাইটার, মারব নয় মরব, বিকেল ৪-০০: সূর্য, সন্ধ্যা ৭-৩০: প্রেমের কাহিনী, রাত ১০-৩০: আদরের বোন।

আকাশ আট
বেলা ৩-০৫: সমাধান।

অ্যান্ড পিকচার্স
সকাল ৭-৫৮: হাতি মেরা সাথী, বেলা ১১-০৮: স্পাইডার, ১-৫৪: অ্যায়েতরাজ়, বিকেল ৪-৫৬: মক্ষী, সন্ধ্যা ৭-৩০: পুলিশগিরি, রাত ১০-১২: বিজ়নেসম্যান টু।

চিরসখা
স্টার জলসা
রাত ৯-০০

জি অ্যাকশন
সকাল ৯-১৭: টাইগার ওয়ান ম্যান আর্মি, বেলা ২-০৬: হত্যা, বিকেল ৫-০০: অঙ্গারে, সন্ধ্যা ৭-৩০: সূর্য এসপি।

জি সিনেমা
সকাল ৯-১১: রোডসাইড রাউডি, বেলা ১১-৫২: শূরবীর, ২-২২: ডাঙ্কি, বিকেল ৫-৩৬: বিজ়নেসম্যান টু, রাত ৮-৩০: কল্কি, ১০-৩০: ব্রুস লি: দ্য ফাইটার।

ডিডি বাংলা
সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (শিল্পী-সুজাতা দাস দে), ৯-০০: অপরাজিত, ১০-০০: অন্বেষণ, ১০-৩০: সাত্তারি আখড়া, বেলা ১২-০২: ইয়ুথ আড্ডা, ১-০২: হরি ঘোষের গোয়াল, ১-৩০: নিরুদ্দেশ সংবাদ, ১-৩৫: আজকের রান্না: ফিস নার্গিসি কোফতা, ২-৩০: বাংলা ছায়াছবি-নিম অন্নপূর্ণা, বিকেল ৫-১৫: ক্যামেরা চলছে, ৫-৩০: কৃষিদর্শন, সন্ধ্যা ৬-০২: হ্যালো ডাক্তারবাবু, ৭-৩০: যুক্তি তক্কো, রাত ৮-৩০: ছায়াছবির গান, ৯-০৫: সেরা পরিবার, ১০-০০: সংবাদ প্রবাহ, ১০-৩০: ক্যামেরা চলছে।



ডাঙ্কি: জি সিনেমা, বেলা ২-২২।

ম্যানড্রেক



অরণ্যদেব



সিনেমা হল

বাংলা

ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন
উড স্কোয়্যার ৪-১৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৪-৩৫, বিনোদিনী ১-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৪-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৫-২০, পিভিআর অবনী ৪-১৫, লেকমল ৩-০০, সাউথ সিটি ৫-০৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-৪০।

এই রাত তোমার আমার
উড স্কোয়্যার ৫-৫০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৭-৩০, বিনোদিনী ৪-১০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৩-০০, সাউথ সিটি ২-৫৫।

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই
উড স্কোয়্যার ৭-৫০, সাউথ সিটি ১২-১৫, এসভিএফ সিনেমা ৬-১৫।

বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান
উড স্কোয়্যার ৩-০০, বিনোদিনী ৬-১০, সাউথ সিটি ১২-০৫।

হিন্দি

মেরে হাজ়বেন্ড কী বিবি
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ১-৪০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১-৩৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ১-০০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৮-১৫, স্বভূমি ৪-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ২-৩০, মিরজ ৭-১০, পিভিআর অবনী ১-১৫, কোয়েস্ট ৪-৫০, ১০-৫০, ফোরাম ২-২০, লেকমল ১-২৫, সাউথ সিটি ১০-৫০, হাইল্যান্ড ৮-০০।

ছাওয়া
পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৯-০০, ১০-২০, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, উড স্কোয়্যার ১১-০০, ১২-০০, ১-২০, ২-০০, ৫-০০, ৬-৫৫, ৮-০০, ১০-০০, ১০-৩০, রূপমন্দির ৪-১৫, ৭-০০, সোনালি ৪-৪৫, ৭-৪৫, ফোরাম রঙ্গোলি বেলুড় ৯-৩৫, ১১-০০, ১২-৫৫, ২-২০, ৪-১৫, ৫-৪০, ৭-৩৫, ৯-০০, ১০-৫৫, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৬-০০, ৭-০০, ৮-০০, ৯-২০, ১০-২০, ১১-২০, মিনার ৩-০০, ৬-০০, মিরাজ হাওড়া ৯-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ২-১৫, ৩-৩০, ৬-৪৫, ১০-০০, বিনোদিনী ১১-০০, ৮-৫৫, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-২০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০ ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-০০, ১০-০০, ১২-২০, ১-০, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০০, ৮-০০, ১০-২০, ১১-২০, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৯-৩০, ১১-০০, ১-৫০, ২-২০, ৪-১০, ৫-৪০, ৭-৩০, ৯-০০, ১০-৫০, স্বভূমি ৯-০০, ১১-০০, ১২-২০, ২-২০, ৩-৪০, ৫-৪০, ৭-০০, ৯-০০, ১০-২০, মিরাজ সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ১-৪৫, ৪-০০, ৫-০০, ৭-১৫, ৮-১৫, ১০-৩০, ১১-৩০, হিন্দ ১১-০৫, ১২-২০, ৩-৪০, ৪-৩৫, ৭-০০, ১০-২০, মেট্রো ৯-৩০, ১২-৫০, ৪-১০, ৭-৩০, ১০-৫০, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১১-০০, ১২-০০, ২-১০, ৩-১০, ৫-২০, ৬-২০, ৮-৩০, ৯-৩০, গ্লোব ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৬-০০, ৮-০০, অ্যাক্সিস ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০, বিজলি ৪-৪৫, প্রিয়া ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৯-০০।

এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও ঘুটিয়ারি প্লট ১৩১৬ বড়জোড়া, বাঁকুড়া; ভিস্তা প্রিন্ট প্রাঃ লিঃ, পরিবহণ নগর মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; বানজেটিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ, মৌজা: বড়বেড়িয়া, পোঃ জগন্নাথপুর, থানা: বারাসাত, জেলা: ২৪ পরগনা (উঃ) থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক – ঈশানী দত্ত রায়। Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 and printed at Ghutogaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Banjetia, Berhampur, Murshidabad; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza: Barbaria, P.O.- Jagannathpur, P.S.- Barasat, District: 24 Parganas (N) by Zahra Basrai on behalf of ABP (P) Ltd. Editor: Ishani Datta Ray.
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57.

উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনে উপস্থিতির হার কি কম

নিজস্ব সংবাদদাতা

উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষায় বেশ কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার কম বলে জানাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকদের একাংশ। যেমন নদীয়া জেলার জেলা পরিদর্শক সূত্রে জানা গেছে প্রথম দিনে ওই জেলায় ৬২৬ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার দমদম সুভাষ নগর হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক সইদুল ইসলাম জানান, তাঁদের স্কুলে ১৬৮ জনের মধ্যে ১০৪ জন পরীক্ষা দিচ্ছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি স্কুলে ১২ জন পরীক্ষার্থী আসেননি।

এ বারই শেষ বারের মতো প্রথাগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে। পরের বার থেকে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। এ বার যাঁরা পরীক্ষা দিলেন না, তাঁরা পরের বার পুরনো পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, না কি সিমেস্টারে দিতে হবে, সে নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার কম থাকা স্বাভাবিক নয় বলে মনে করছেন শিক্ষকদের একাংশ। তবু কেন এ বছরও পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি কম? কন্যাশ্রী-সহ সরকারি নানা প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও কেন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছেন অনেকে? এ বার উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দিনের পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার দেখে প্রশ্ন তুলেছে কিছু শিক্ষক সংগঠন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, "বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিসংখ্যানে হয়তো পরীক্ষার্থী কমেছে। তবে আমাদের কাছে যা পরিসংখ্যান এসেছে তাতে এবারে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দিনে উপস্থিতির হার অন্য বারের থেকে অনেক বেশি। অনেক পরীক্ষাকেন্দ্রেই পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ৯৯ শতাংশ।"

মিঠুনকে রক্ষাকবচ

সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (ইজ়েডসিসি) 'বিতর্কিত মন্তব্য' সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নির্দেশ, এই মামলায় আপাতত মিঠুনের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না বিধাননগর পুলিশ। তবে তদন্ত করতে পারবে এবং পুলিশ তলব করলে মিঠুন ভার্চুয়ালি হাজিরা দেবেন। মে মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে বলে খবর। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

রিপোর্ট তলব

কাকদ্বীপে প্রায় সাত বছর আগে সস্ত্রীক সিপিএম নেতার খুনে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, যেহেতু বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) প্রধান বদল হয়েছে তাই তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য দু'মাস সময় দেওয়া হল। ২ মে পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, প্রথমে এই সিট-এর প্রধান হিসেবে দময়ন্তী সেনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। অসুস্থতার জন্য তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে মুরলীধর শর্মাকে সম্প্রতি নিয়োগ করেছে কোর্ট। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

১০৩ বর্ষ ৩৩৮ সংখ্যা বুধবার ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ কলকাতা

নিতান্ত ব্যক্তিগত

বিশ্বের দুই বৃহৎ গণতন্ত্রের দুই শীর্ষ নেতা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন, তখন সেই আলোচনায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ আসে না— ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে কথাটি বলেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের নাম গৌতম শান্তিলাল আদানি। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বিষয়ে প্রশ্ন উঠল, কারণ আমেরিকার সিকিয়োরিটিজ় অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গত নভেম্বরে আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল যে, ভারতে সৌর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বরাত আদায় করতে গৌতম আদানি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাগর ভারতে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে মোট পঁচিশ কোটি ডলারের ঘুষ দিয়েছেন, কিন্তু সে কথাটি আমেরিকার ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারীদের থেকে গোপন রেখেছেন। আমেরিকার বাজার থেকে এই প্রকল্পের জন্য বিপুল বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহ করেছেন আদানিরা, সে কারণেই সে দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি ও ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করেছে। ভারতে আদানিদের কাছে সে নোটিস পেশ করার জন্য আমেরিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদনও করেছে। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী যা-ই বলুন, আদানির প্রশ্নটি নিতান্ত ব্যক্তিবিশেষের নয়— তার সঙ্গে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় জড়িয়ে আছে; এবং তা জড়িয়েছে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারের সুতোয়।

নিন্দক বলতে পারে, বহু ক্ষেত্রেই গৌতম আদানি প্রধানমন্ত্রীর স্নেহধন্য। সে অভিযোগের সবই অবশ্য সমাপতন। যেমন, বিভিন্ন সংবাদসূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সালে গৌতম আদানির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি; ২০২২ সালে সেই সম্পদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১২,১০০ কোটি ডলারে। ২০১৪ সালে তিনি ধনীতম ভারতীয়দের তালিকায় দশম স্থানে ছিলেন, ২০২২-এ স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বিশ্বের দ্বিতীয় ধনীতম ব্যক্তির শিরোপা পেয়েছিলেন। কিন্তু, আদানির উত্থানের সঙ্গে মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কালটি সমাপতিত হলেই যে তা নিয়ে তির্যক প্রশ্ন করতে হবে, এমন তো নয়। মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যে সব দেশে সফরে গিয়েছিলেন, তার প্রতিটিতেই দেখা গিয়েছিল আদানিকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা অথবা ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় জি২০ বৈঠক, বিভিন্ন উপলক্ষে আদানিকে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর পাশেই। নিন্দককে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সরকারি সূত্র অনুসারে, কোনও সফরেই সরকারি প্রতিনিধি তালিকায় আদানি ছিলেন না। স্বাধীন দুনিয়ার স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে কোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার তাঁর ছিল এবং আছে। প্রধানমন্ত্রীর সফর চলাকালীন তাঁকে দেখা গিয়েছে বলেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সবিশেষ প্রীতিভাজন, এমন দাবি করলে সুস্থ মস্তিষ্কে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব।

নিন্দক যতই বলুক যে, বিভিন্ন দেশে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই আদানি সেখানে বড় মাপের বরাত পেয়েছেন; অথবা যতই কেনিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ থেকে তানজ়ানিয়ায় ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের উদাহরণ দিক— সেই নিন্দকের মুখের উপরে বলে দিতে হবে যে, কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি, অতএব এ-হেন জল্পনা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পরে প্রধানমন্ত্রীর মৌন নিয়েও নিন্দক যদি প্রশ্ন তোলে, সে ক্ষেত্রেও বলার যে, অভিযোগ তো প্রমাণ হয়নি। তবে কিনা, শীর্ষ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হলে যাবতীয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা জরুরি। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে ঘুষ দেওয়া থেকে শেয়ার বাজারে জালিয়াতির মতো হরেক অনিয়মের অভিযোগ উঠেই চলেছে, তাঁর সঙ্গে বারে বারেই প্রধানমন্ত্রীর নামটি জড়িয়ে ফেলার সুযোগ নিন্দককে দেওয়াই বা কেন? কী বা এমন বাধ্যবাধকতা আছে যে, নিতান্ত এক ব্যক্তিবিশেষের থেকে প্রধানমন্ত্রী নিজের নামটিকে কিছুতেই বিচ্যুত করতে পারেন না?

আকাঙ্ক্ষার বিপদ

বাজার চলে কোন জ্বালানির জোরে, সেই প্রশ্নের একমেবাদ্বিতীয়ম্ উত্তর হল, চাহিদা। মানুষ যত কিনবেন, ততই উৎপাদন বাড়বে, ততই উজ্জীবিত হবে বাজার। সেই চাহিদা আসবে কোথা থেকে? মানুষের প্রয়োজনই কি চাহিদার উৎস, না কি আকাঙ্ক্ষা— অথবা, মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেছিলেন লোভ? বাজার জানে, শুধু প্রয়োজন মেটানোর চাহিদায় অর্থব্যবস্থার বাণিজ্যিক ক্ষুধা মেটার নয়। তার আরও চাহিদা প্রয়োজন— আকাঙ্ক্ষার গর্ভে যে চাহিদার জন্ম। তাতে আপত্তি করার কোনও কারণ থাকত না, যদি না পরিবেশকে সেই চাহিদার ধকল সইতে হত। সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর যত জামাকাপড়, যত জুতো, যত মোবাইল ফোন-কম্পিউটার, যত খাদ্যপণ্য উৎপাদিত হয়ে চলেছে, তার পরিমাণ প্রকৃত অর্থেই অকল্পনীয়। প্রতি মিনিটে উৎপন্ন হচ্ছে ১,৯০,০০০টি জামা; প্রতি দিন তৈরি হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ জুতো, প্রায় সত্তর হাজার ফোন। বছরে তৈরি হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টন প্লাস্টিক। বিপণনের হাতছানি ক্রেতাকে প্রতি দিন নতুন পণ্যের দিকে ডাকছে, ফলে সামান্য ব্যবহারেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে কিছু দিন আগে কেনা জামাকাপড়, ফোন, এমনকি গাড়িও। কিন্তু, বাতিল হচ্ছে বলেই তো তা উবে যাচ্ছে না পৃথিবী থেকে— সেই বর্জ্য বিভিন্ন হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে পড়ছে প্রকৃতির বুকে। উন্নত দেশগুলি জাহাজ-বোঝাই বর্জ্য পাঠাচ্ছে আফ্রিকায়; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহরে জমে উঠছে ই-বর্জ্যের পাহাড়। জলে মিশছে প্লাস্টিক, ফসলে ঢুকছে ক্ষতিকর রাসায়নিক, বাতাসে মিশছে বিষ। সেই বিষ আবার ফিরে আসছে মানুষের কাছেই— তার জলে, তার খাদ্যে, তার শ্বাসবায়ুতে। এবং, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে গরিব মানুষের জীবনে— ভোগবাদের প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিতে পারেন না, তাঁরা পান করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা গরলের সিংহভাগ।

এর থেকে বাঁচার একটি পথের সন্ধানও পেয়েছেন সচেতন মানুষরা। স্বাভাবিক পথ— চাহিদাকে লাগামছাড়া হতে না দেওয়া। একই জামা বেশি দিন ধরে পরা, একই জিনিস ব্যবহার করা আরও কিছু দিন। দোকানে গিয়ে ‘নতুন’-এর খোঁজে আত্মহারা না হওয়া। এমন কিছু পোশাক বিপণি উঠে এসেছে, যারা ফ্যাশনের সিজ়ন বা ঋতু উত্তীর্ণ হলেই সেই পোশাককে বাতিল করে দেয় না, বরং অন্য ভাবে বিক্রির চেষ্টা করে। এর নাম ‘স্লো ফ্যাশন’। তবে, কয়েক জন সচেতন ব্যবসায়ী এই প্রক্রিয়ার সূচনা করতে পারেন মাত্র, তাঁদের পক্ষে গোটা ছবিটি বদলে দেওয়া অসম্ভব। বরং, পরিবেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে অন্যরা লাভের মাত্রা বাড়িয়েই চললে এই সচেতন ব্যবসায়ীদের সামনে দু’টি পথই খোলা থাকবে— হয় সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, নয় লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজার ছাড়া। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য যেমন সামগ্রিক সচেতনতা চাই, তেমনই চাই সরকারি স্তরে উদ্যোগ। ভোগব্যয় বাড়লে সব দেশের সরকারেরই লাভ, কিন্তু পরিবেশের ক্ষতিও ক্রমে ঘোরতর অর্থনৈতিক বিপদের রূপ পরিগ্রহ করছে। অতএব, ব্যবসার স্বার্থ যাতে পরিবেশের স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। এক দিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবুজ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে, অন্য দিকে মানুষের মধ্যেও সচেতনতার প্রসার করতে হবে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক ন্যায়ের কথাও— উন্নত বিশ্বের বোঝা যাতে দরিদ্র দেশগুলিকে বইতে না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

কতটা শুল্ক ছাড়লে তবে ‘প্রকৃত বন্ধু’ হওয়া যায়?

আলিঙ্গনে চিঁড়ে ভেজে না



■ **সম্পর্ক:** আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ওয়াশিংটন ডিসি। *রয়টার্স*

অগ্নি রায়

নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরে সাংবাদিকদের সহযাত্রা নিষিদ্ধ তাঁর অভিষেকের সময় থেকেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাপর্বে মোদীর মতো এত ঢক্কানিনাদ তো আর দেখিনি। প্রচারে, বিজ্ঞাপনে, কূটনৈতিক উপঢৌকনের জৌলুসে, কেতাদুরস্ত মহার্ঘ পোশাকে, অনাবাসী ভারতীয়-মহাসংযোগে। ইস্তানবুল হয়ে জাপান কাবুল গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা শিখেছি বিরল এক বিপণনের মহার্ঘ রান্না।

ব্যক্তিগত রসায়নে রাষ্ট্রনীতি কিছুটা সহজ হয় কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ আবেগ বা উষ্ণতায় নয়, দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরি হয় দেনা-পাওনায়, পারস্পরিক জাতীয় স্বার্থের তুল্যমূল্যে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুতা প্রদর্শনের একটি বাইরের দিকও রয়েছে— যা ঘরোয়া রাজনীতিতে কখনও ‘বিশ্বমিত্র’ কখনও শক্তিমান ভাবমূর্তি তৈরি করে ভোটব্যাঙ্কে ঢেউ তোলে; অল্পবিত্ত অথচ ভূকৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে চাপে রাখা যায়।

মোদীর বিদেশনীতির চিরপরিচিত এই মডেলটি কিন্তু ধাঁধার থেকেও জটিল হয়ে উঠছে আমেরিকার দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের আসনে বসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া এক শীর্ষ পর্যায়ের ভারতীয় কূটনীতিক এই সাংবাদিককে এক বার বলেছিলেন (তখন ট্রাম্পের প্রথম দফার শেষ বেলা), “আমেরিকার এই প্রেসিডেন্ট যত কম কথা বলেন, ভারতের জন্য ততই মঙ্গল। উনি মুখ খুললেই বুঝতে হবে আমাদের বিপদ।”

কিন্তু এটা আশা করা একটু বেশি যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিধর মানুষটি মৌনীবাবা সেজে, হোয়াইট হাউসের হাওয়া খেয়ে কাটিয়ে দেবেন। তাঁর দ্বিতীয় দফার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্ট, ট্রাম্প রয়েছেন তাঁর পুরনো অবতারেই। তিনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে! এই প্রশংসা করছেন, পরমুহূর্তে তীব্র ব্যঙ্গ করছেন। এই বলছেন ‘মহান বন্ধু’, তার পরই নির্মম পদক্ষেপের হুমকি দিচ্ছেন। বিশেষ করে মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের এই অম্লমাধুর্য যেন একটি স্থায়ী ভাষ্য হয়ে গিয়েছে, যার প্রভাব পড়ছে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে।

শুধু দ্বিপাক্ষিকই তো নয়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ‘ওভাল অফিস বিপর্যয়’ ইউরোপের পাশাপাশি ভারতকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমেরিকার এই প্রেসিডেন্ট বিদেশনীতি গড়েন সতত দেনা-পাওনায়— আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার তোয়াক্কা না করে, এককালীন কেনা-বেচা, দ্রুত লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে। নিজের লাভের জন্য অন্যের নিরাপত্তাকে খাদের ধারে ঠেলে দিতে তাঁর হাত কাঁপে না, তাতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভিতর থেকে ধসে গেলেও (যাতে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই) ট্রাম্পের নীতিতে কিছু যায় আসে না।

গত মাসে ট্রাম্পের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন যাওয়াকে বিদেশ মন্ত্রক উঁচু তারে বাঁধতে চেয়ে জানিয়েছিল, শপথ নেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠক প্রমাণ করে দিচ্ছে, হোয়াইট হাউসের অগ্রাধিকার তালিকায় নয়াদিল্লির আসন কোথায়। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ‘প্রিয় বন্ধু’ মোদীর সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতের শুল্ক নীতির চরম সমালোচনা করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, যা একেবারেই কূটনৈতিক প্রথাবিরুদ্ধ। আলোচনার টেবিলে বসার আগেই অতিথি রাষ্ট্রনায়ককে এ ভাবে আক্রমণ করা সাম্প্রতিক অতীতে কবে ঘটেছে, তা মনে করা যাচ্ছে না। ট্রাম্প যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মুখে বলছেন, মোদী তাঁর চেয়েও ভাল দর-কষাকষি করতে পারেন। কিন্তু সূত্র বলছে, একান্ত আলোচনায় তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা থেকে আরও বেশি সামরিক সরঞ্জাম না কিনলে (রাশিয়ার থেকে কেনাকাটা কমিয়ে), আমেরিকার বিভিন্ন পণ্যকে ভারতের বাজারজাত করার সুবিধা না দেওয়া হলে, সাউথ ব্লকের কপালে দুঃখ আছে!

ইতিমধ্যেই ভারতে ভোটারদের ভোটমুখী করতে (অর্থাৎ, গণতন্ত্রে উৎসাহী করতে) আমেরিকা যে বড় মাপের অর্থ অনুদান দিত, তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। বন্ধ করাটাই নয়, তার ব্যাখ্যা সাংবাদিকদের দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত রুক্ষ ভাবে। বলেছেন, “ওদের অনেক টাকা আছে। আমাদের থেকে ওরা অনেক কর নেয়। ওদের করের পরিমাণ এত বেশি বলে আমরা সে ভাবে বাণিজ্য করতে পারি না।” এর পরেই মোদীর কথা উল্লেখ করেন ট্রাম্প। চিরাচরিত ‘অশ্বত্থামা হত ইতি গজ’ ঢঙে প্রথমে বলেন, “ভারত এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।” আর তার পরেই জুড়ে দেন, “কিন্তু তাই বলে ভারতে ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য ২১ মিলিয়ন ডলার?” অনুদান বাতিলের নথিতে স্বাক্ষরের পর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, মোদীর সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’-এর জন্য একটি নয়াপয়সাও ছাড়বেন না ট্রাম্প। মনে রাখতে হবে, মোদীর সঙ্গে বৈঠকের আগেই ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, “আজ বড় একটা দিন: পারস্পরিক শুল্ক আরোপ! আমেরিকাকে আবার মহান করতে হবে।”

বলিউডের পপ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা হিসাবে, একটি গান কর্ণপোকার মতো গুনগুন করছে এখন। ‘জ়িন্দগী কী ইয়েহী রীত হ্যায়/ হার কে বাদ হী জীত হ্যায়’। যাঁরা আকণ্ঠ মোদীভক্ত, যাঁরা মনে করেন এই বিশ্বের গুরুশ্রেষ্ঠ মোদী তথা ভারত, তাঁদের জন্যও ভারত-আমেরিকার সম্প্রতি প্রকাশিত তিন হাজার শব্দের দীর্ঘ যৌথ বিবৃতিতে অনেক আশার কথা রয়েছে। তাঁদের কাছে বিষয়টি এমন যে, “হ্যাঁ, কিছুটা কর ছাড়ের চাপ গিলতে হচ্ছে আমাদের ঠিকই, কিন্তু তার পরেও জয় করে নেওয়ার জন্য রয়েছে অর্ধেক আকাশ।”

ট্রাম্প কিছুটা বিরল ভাবেই প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় কাটিয়েছেন মোদীর সঙ্গে। একান্ত বৈঠক করেছেন, *জার্নি টুগেদার* নামের একটি বিশেষ ভাবে তৈরি করা বই উপহার দিয়েছেন, তাঁকে ‘বিশেষ বন্ধু’ বলেছেন, ভারত-আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে শুল্ক নিয়ে আলোচনার জন্য অন্তত ছ’মাস সময় দিয়েছেন। সরকারপন্থী কূটনৈতিক শিবিরের যুক্তি— কৃত্রিম মেধা, সেমি-কন্ডাক্টর, মহাকাশ প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে সমন্বয়ে লাভবান হতে চলেছে ভারত। দীর্ঘ বিবৃতির শেষে এই ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার এমন প্রতিশ্রুতি আমেরিকার তরফ থেকে রয়েছে, যা ওয়াশিংটন অন্য কোনও মিত্র দেশের সঙ্গে বড় একটা করে না। তাঁরা তুলে ধরছেন যৌথ বিবৃতির ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি, যেখানে বলা হয়েছে ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দু’দেশের সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারি বাড়ানো হবে সেমি-কন্ডাক্টর, দুর্লভ খনিজপণ্য, ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এর ফলে উভয় দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থা বিস্তৃত হবে, জীবনদায়ী ওষুধ আয়ত্তের মধ্যে আসবে।

ভারত মহাসাগর এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের নিরাপত্তাকে মান্যতা দিয়ে বিপুল বিনিয়োগের কথাও বলা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর। অবৈধ অভিবাসন-সংক্রান্ত ট্রাম্পের হুমকির ‘পাল্টা’ দিতে গিয়ে মোদী বিচক্ষণতার সঙ্গেই দায় আংশিক ভাবে মেনে জানিয়েছেন, বিষয়টিতে আমেরিকারও দায়িত্ব রয়েছে। সীমান্ত টপকে, কে বা কারা বেআইনি ভাবে তাঁদের দেশে চলে এলেন, সে বিষয়ে তাঁদেরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। একই সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা যে আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রভূত প্রভাব ফেলেন, তা আপাতত ট্রাম্পকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

শেষ কথা এই যে, শুধু আলিঙ্গনে চিঁড়ে ভেজে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক যে বাণিজ্য শুল্কের তোলপাড়ে পণ্ড হল না, তা নিশ্চিত করার জন্য আগে থেকেই কাজ সেরে গিয়েছিলেন মোদী। ‘শুল্কের রাজা’, ‘শুল্কের অপব্যবহারকারী’র মতো মধুর স্বরে দেওয়া গালিগুলিকে লঘু করতে সাম্প্রতিক বাজেটে গড় আমদানি শুল্ক ১৩ থেকে ১১ শতাংশ, এবং শীর্ষ আমদানি শুল্ক ১৫০ থেকে ৭০ শতাংশে নামানোর কথা ঘোষণা সেরেছে মোদী সরকার। বোর্বন হুইস্কি থেকে মহার্ঘ বাইকের আমদানির উপর কর কমানোয় কিছু প্রসন্ন হয়েছে হোয়াইট হাউস। যদিও এখনও অনেকটা পথ হাঁটা বাকি। কতটা শুল্ক ছাড়লে তবে প্রকৃত বন্ধু হওয়া যায়? অন্য অনেক কিছুর মতো এই প্রশ্নকে ঘিরেও আবর্তিত হবে ভারত আমেরিকার আগামী দিনের পথ চলা।

সুখদুঃখের সোনার হরিণ

ঈশা দাশগুপ্ত



সোনার দাম কমা-বাড়ায় উৎসাহ থাকে সাধারণ মানুষেরও, শুধুমাত্র অর্থনীতির বোদ্ধাদের কাছেই তা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনীতিবিদরা মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানাচ্ছেন। তবে মানুষ আমেরিকা ও চিনের শুল্কের অ-বনিবনার বিষয়ে প্রবেশে অনিচ্ছুক। যদিও সোনার ঊর্ধ্বমুখী দাম, তাঁদের জীবনকে প্রভাবিত করছে।

প্রথমেই ‘কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা-মা’দের অসুবিধার কথা। সোনার গয়না বিয়েতে পরতে হবেই। মেয়েটি শিক্ষিকা, উপার্জনক্ষম হলেও গয়নার ব্যবস্থার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত অভিভাবকের— গৌরীদানের যুগের একশো বছর পরও কি প্রাসঙ্গিক এই কথা?

সমীক্ষা বলছে একটি ভারতীয় পরিবার বিয়ের বাজেটের ২৫% ব্যয় করে সোনার গয়না কিনতে। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সেই খরচ প্রায় ২৫ লাখ টাকা। প্রতি বিয়েতে গড়ে ৩৯৪ গ্রাম সোনা (দু’পক্ষের পরিবার মিলিয়ে) কেনা হয়। মাথাপিছু সোনা কেনার হার উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে বেশি হলেও, মোট সোনা সবচেয়ে বেশি কেনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (বার্ষিক আয় ২-১০ লাখ)।

সোনার বিকল্প, সোনালি গয়নার বিজ্ঞাপনেও মুখ ঢেকে যায়। কথা বলে জেনেছি, বহু কমবয়সি মেয়ে ভাল ব্র্যান্ডের সোনার মতো দেখতে গয়না পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে। ‘কেউ যদি জানতে পারে?’ মেয়েটি (এই বুদ্ধি খাটিয়েই উত্তীর্ণ) এবং তার বন্ধু আত্মবিশ্বাসী— ‘এত আলো, সাজের মধ্যে বোঝা যাবে না। তার পর তো সব লকারে— সেখানে সোনা কী আর অমুক ব্র্যান্ডই বা কী?’ ‘সোনাকে স্ত্রীধন বলতেন মা-দিদিমারা’। শুনে বলল, অন্য কোনও ‘অ্যাসেট’-এর ফর্ম তখন ছিল না। তাঁরা চাকরি করতেন না। হাতে টাকা থাকার, উপার্জনের অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারেরও প্রশ্ন নেই। গয়নাই একমাত্র সম্পদ।

যুক্তিগুলো সাজানো যাক। বিয়েতে ঐতিহ্যবাহী সাজগোজে আপত্তি নেই। নানান সাজপোশাক, মানানসই গয়না এবং ছবি। বিবাহ সংক্রান্ত খরচের বিশাল অংশ জুড়ে আছে মূলত সমাজমাধ্যমের ছবি, প্রতি বিয়ের নির্দিষ্ট হ্যাশট্যাগ, রিল। দু’-তিন দিনের উদ্‌যাপন নব্বই দশকের সিনেমা থেকে শুরু হলেও, বাঙালি বিয়েতে জনপ্রিয় হতে সময় নিয়েছে। এখন তিন-পাঁচ দিনের উদ্‌যাপন, বিভিন্ন পোশাক এবং তার ছবিই সামাজিক মান্যতা পাওয়ার ধরন।

এই বিশাল আর্থিক প্রয়োজন, শ্রেণিবিশেষে তার তারতম্য তো হবেই। যে তরুণী চিত্রতারকার লেক কোমো-র বিবাহবাসরের ছবি দেখছে তার তেমনটা ইচ্ছা হওয়া হয়তো সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু স্বাভাবিক। সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান পূরণে প্রবেশ করেছে ডিজ়াইনারের নকল, তস্য নকল পোশাকের সম্ভার, ব্র্যান্ডেড সোনার দোকানে হুবহু নকশার নকল-সমেত সোনালি গয়নার পসরা।

প্রশ্ন ওঠে, নতুন প্রজন্মের মেয়েরা যখন এতটাই আত্মনির্ভর, তাদের সোনার গয়নায় মোহ নেই তখন সোনালি গয়নার কী প্রয়োজন? উত্তর সম্ভবত লুকিয়ে জিনসঞ্চিত ম্যাগপাই কমপ্লেক্স (ঝকমকে বস্তুর আকর্ষণ) ও সামাজিক গণমাধ্যম-নির্ভর মান্যতা পাওয়ার চেষ্টায়। সোনার গয়না নেই, বা কেনার টাকা নেই— সেই কথা সামাজিক মান্যতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে, তাই হয়তো ব্র্যান্ডেড সোনালি গয়নার এমন ব্যবসা।

ভারতের সোনালি ও পাথরের নকল গয়নার বাজার ১৬০ কোটি ডলারের। ২০২৪-২০২৭’এর মধ্যে সোনালি গয়নার বাজারের ১১.৪% বৃদ্ধির কথাও বলেছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। ২০২৩-এ একটি প্রতিবেদন জানায় ভারতে ১১ লাখ কোটি টাকার ব্যবসা নকল ডিজ়াইনার পোশাকেরও। চলচ্চিত্রে নায়িকা বিয়ের ডিজ়াইনার লহেঙ্গা কিনতে বাড়ি থেকে পালায়। ছবিটির জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে সামাজিক মান্যতা ও স্বাভাবিক ইচ্ছের যে কথা মেলে, উভয়েই যথার্থ।

সোনার দামের এই তারতম্য বিয়ের বাজারকে প্রভাবিত করবে না? পুরাতন স্ত্রীধন সংক্রান্ত দুর্বলতা, ‘সোনার গয়না কিনতে পারি’র ক্ষমতা-প্রদর্শনের মানসিকতা তো আছেই। কমবয়সি মেয়েগুলি যে দৃষ্টিতে দেখে, পৃথিবী তার চেয়ে অনেক নিষ্ঠুর। গলার হারকে নেড়েচেড়ে গঠন, ‘এস’ আকার দেখে যাচাই করার মানুষ স্বচক্ষে দেখেছি।

আছে সোনার সম্পদমূল্যও, যার সঙ্গে সোনার দাম বাড়ার সম্পর্ক বেশ মধুর। বেশি দাম মিলবে, মেয়ের বিয়েতে টাকাটা লাগবে বলে শখের দুলটুকু বিক্রিতে ছুটছেন মা। গয়না বিনিময়ে ধার দেয় এমন সংস্থাও মওকার অপেক্ষায় থাকে। সোনার দাম বাড়ায়, সোনার গয়না বিক্রি করতে খদ্দের বেশি আসছে কি না— সরকার অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করি। দশ-বারো বছরের মেয়ে নিয়ে কমবয়সি হিজাব-পরিহিতা মহিলা আসেন। দোকানে লোক দেখে চলে যেতে চান, আশ্বস্ত করায় বসেন। মেয়েটির স্কুলপোশাক, কুণ্ঠিত মুখে হিজাবের আস্তরণ— আর্থিক সাচ্ছল্যের পরিচায়ক। বহুমূল্য গয়না বিক্রি করতে এসেছেন। মেয়েটি মা’কে সাহস দিচ্ছে, আধার ইত্যাদি বার করে সাহায্য করছে।

সোনার দাম বেড়েছে, খবরটা জানে ওরা? নাকি সামান্য সম্মান কিনতে, হয়তো পারিবারিক অত্যাচার থেকে বাঁচতে তাদের কাছে এটাই একমাত্র পথ? সোনার দামের ঊর্ধ্বগতি তাদের কোনও মতে বেঁচে থাকার স্বাধীনতাকে সাহায্য করবে? অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের কাছে উত্তর আছে হয়তো। আমি শুধু ছোট্ট মেয়েটির মা’কে সাহায্য করতে চাওয়া দেখি।

■ *দু’টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।*
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু



দরকার বাস্তবচিন্তা

সুমন কল্যাণ মৌলিকের ‘শুধু আবেগে কাজ হবে কি’ (৮-২) উত্তর-সম্পাদকীয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র। প্রবন্ধে বর্তমান বইমেলা, বাংলা বইয়ের বাজার ও পুস্তক শিল্পের করুণ ছবিখানি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বাঙালি হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা। নিজস্বী নিতে ব্যস্ত মানুষদের ভিড়ে বইমেলায় এ বারে প্রথম হোঁচট খেলাম যখন দেখলাম রাশি রাশি মুদ্রিত বইয়ের পাশে বইমেলার কাগজের মানচিত্রটি আর নেই। পিডিএফ-এর দাপটে বাংলা পুস্তক শিল্প কোণঠাসা, এ দিকে হাতে ম্যাপের অভাবে মোবাইলে চোখ বুলিয়ে ইলেকট্রনিক ম্যাপ দেখে বইমেলায় পথ খুঁজে বার করা বড়ই কষ্টদায়ক।

প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন সরকার থেকে অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় বলে পাঠ্যপুস্তকের বাজার এখন সহায়িকানির্ভর। বাজারচলতি নামী প্রকাশনা সংস্থার সহায়িকা বিজ্ঞাপনী চমকে নিজেদের বাজার বজায় রাখতে পারে। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকার কারণে বিলক্ষণ জানি, ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সর্বভারতীয় বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির জন্য, এমনকি আমাদের রাজ্য বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যমে যারা লেখাপড়ায় আগ্রহী তাদের জন্য উপযুক্ত সহায়িকা বাজারে তেমন ভাবে নেই। যেটুকু আছে তা দিল্লির প্রকাশনা সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল। আমাদের রাজ্যে যাঁরা পুস্তক শিল্পকে নিজেদের রোজগারের পথ হিসেবে দেখেন, তাঁরা কেন এই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবসা বাড়ানোর প্রয়াস করছেন না তা বুঝতে পারি না। এখানকার প্রকাশকরা ইংরেজি মাধ্যমের উপযুক্ত সহায়িকা প্রকাশ করতে পারলে তাঁদের মুনাফা আশা করি কম হবে না। কিন্তু প্রবন্ধকারের সঙ্গে সহমত হয়ে বলি শুধু আবেগে কিছুই হবে না, দরকার বাস্তব চিন্তা এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ।

বেকারত্বের এই দুঃসময়ে বইকে ভালবেসে বইকে নিয়ে রুটিরুজির ব্যবস্থা হলে তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের কাছে।

অনির্বিত মণ্ডল
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

আশা এখনও

সুমন কল্যাণ মৌলিকের ‘শুধু আবেগে কাজ হবে কি’ শীর্ষক প্রবন্ধে পরামর্শ, জানতে হবে প্রকাশনা শিল্পের বনিয়াদি কথাগুলো, হতে হবে পেশাদার। প্রকাশনা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে ‘প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড’ (পিওডি) এবং ‘সেলফ পাবলিশিং’। আজকের যুগে সব লেখকের স্বপ্ন, ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত নিজের লেখা বইমেলায় সুলভে কিনে অনেক পাঠক পড়বেন। আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তি ও বাজারব্যবস্থা বলছে, এ আর কী এমন চাওয়া। বিশ্বকর্মার প্রযুক্তি, গণেশের বাজার, লক্ষ্মীর অর্থ ও শ্রী মিলে তৈরি আজকের বইমেলা হাজির করেছে নবকলেবরে সব সহজে পেয়েছি-র আসর। দ্রুত গতির তাড়ায় বর্তমানে প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে কিছু ভুলত্রুটি হবে। কিন্তু বিশ্বাস, শীঘ্র এই বইবাজার অন্য বাজারের মতো নিজেকে সংশোধন করে নেবে। এটাই উল্লিখিত ‘পেশাদার’ হওয়ার মূল শর্ত।

‘প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড’ ব্যবস্থাকে শক্তি জোগাচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্টিং টেকনোলজি। ছাপাখানার জন্য অল্প জায়গা, বাঁধাইয়ের অনেক কাজ যন্ত্রে হওয়া, তুলনামূলক অল্প খরচ, প্রয়োজনমতো অল্প বই ছাপা, কাস্টমাইজ় বই ছাপা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বইয়ের দ্রুত পণ্যায়ন ইত্যাদির সমবায়ে ঝকঝকে ছাপা বই পড়তে পারছেন পাঠক। অর্থের সঙ্গে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় কিছু দুর্বলতাও লক্ষণীয়। কাগজের গুণমান, মনের মতো হরফ বাছাই, ফাঁকা জায়গার ব্যবহার, শিল্পসুষমা, বানান, কনটেন্টে নিষ্ঠার অভাব ইত্যাদি, যা প্রথম সংস্করণে হয়ে থাকে। এর জন্য দায়ী প্রধানত মুদ্রণশিল্পে শ্রমবিভাজনে গুণমান হ্রাস ও তাড়াহুড়ো করা। অনস্বীকার্য, আগের প্রজন্মের মানুষজন এই যাবতীয় ব্যাপারে অনেক নিষ্ঠাবান ছিলেন। যদিও তাতে অনেক সময় বেশি লাগত। বিশেষ করে লেখার মূল বিষয় ও প্রুফরিডিং-এর ক্ষেত্রে অগ্রজদের সারস্বত জ্ঞান অনেক উন্নত ছিল। আগে লেখক অনেক যত্নবান ছিলেন নিজের সৃষ্টি গ্রন্থ রচনায়। এখন কোথাও পিডিএফ-এর মতো সফটকপি থেকে ফটোকপি মেশিনে ছাপা হচ্ছে। তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে এই বিবর্তনে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে গ্রন্থনির্মাণের প্রতি ক্ষেত্র।

আবার এই তীব্র প্রতিযোগিতায় কিছু আশঙ্কা আছে। যেমন বর্তমানে যন্ত্রের দাম, দক্ষ কারিগরের পারিশ্রমিক, মেধাশ্রমিকের প্যাকেজ বা চুক্তিমাফিক পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রতি ব্যাপারে প্রথম দিকে খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু দিন বাদে দেখা যাবে এই ব্যবস্থার দৌলতে খরচ বেশ কমে যাচ্ছে। পুরনো ছাপাখানার যুগ থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তির যুগে কম্পোজ় করার আঙ্গিক ও চরিত্র বদলে গেছে। ধীরে ধীরে অনেক লেখক কম্পোজ়-এর কাজ শিখে গিয়েছেন। নিজে এডিটিং-এর কাজ করছেন সহজে। নিজের আয়ত্তে থাকছে কনটেন্ট। বর্তমানে এঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটরা বিশেষ করে সেলফ পাবলিশিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। প্রকাশনার জগতে এখন কর্মসংস্থানের বাজারে এঁদের চাহিদা বাড়বে। আগামী দিনে এমন প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীর জোগান বাড়লে প্রকাশনার খরচ কমবে।

বইবাজারে অন্যতম অভিযোগ, বইমেলায় এত ভিড় হচ্ছে, কিন্তু বই বিক্রি কম। তার পরিবর্তে ই-বুক অডিয়ো-বুক বাড়ছে ইত্যাদি। গ্রন্থাগারগুলিতেও পাঠক নেই। দূর ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, কিন্তু আগামী বেশ কয়েক দশক ছাপা বই পড়বেন পাঠক, এ কথা বলা যায়। অবশ্যই বই পড়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, দিনের অধিকাংশ সময়টাই দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম ছাপা বই পড়ার সময় নিয়ে নিচ্ছে। তা ছাড়া কাজের বাজার দারুণ অস্থির, নতুন উদ্যোগে ঝুঁকি বাড়ছে, শিক্ষার মান কমছে, শিক্ষার জগতে দুর্নীতি বাড়ছে, সরকার প্রকাশনা জগতে প্রভাব বাড়াচ্ছে ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর বইমেলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এ সবের নেপথ্যে আছে বাঙালির আবেগ। এই আবেগকে ঘিরে সবাই মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।

শুভ্রাংশু কুমার রায়
চন্দননগর, হুগলি

আগে প্রবন্ধ

‘শুধু আবেগে কাজ হবে কি’ শীর্ষক প্রবন্ধটিকে সাধুবাদ জানাই। এখনকার উঠতি লেখক-লেখিকাদের গল্প-উপন্যাসের বাজার খুব ভাল। পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও এঁদের খুব চাহিদা। তবে নতুন প্রজন্মের লেখক-লেখিকাদের এক বড় অংশ প্রায় শৈশব থেকেই যে কলম হাতে তুলে নিচ্ছেন, এটা দেখে বড় অস্বাভাবিক লাগে। তাঁরা প্রথমেই গল্প-উপন্যাস দিয়ে নিজেদের লেখকজীবন শুরু করেন, প্রবন্ধ রচনার ধারপাশ দিয়েও যান না। একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য যে অনুসন্ধান, গবেষণা ও সর্বোপরি মস্তিষ্ক চালনার পরিশ্রম করতে হয়, সেটাও তাঁরা করতে রাজি নন। গল্প-উপন্যাস-কবিতা অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের কাজ বলে তাঁরা মনে করেন। বইমেলায় ভিড় বেশি গল্প-উপন্যাসের স্টলে। লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়নের টেবিলগুলিতে প্রবন্ধ-নিবন্ধের রাজত্ব। সেখানে সব শ্রেণির পাঠকের ভিড় চোখে পড়ে না। এ খুব বেদনাদায়ক প্রবণতা।

সুগত মিত্র
কলকাতা-৮৯

বেপরোয়া

একটু রাতের দিকে এক্সাইড থেকে শিয়ালদহ আসার পথে বেকবাগান মোড়ে, অর্থাৎ লা মার্টিনিয়ার স্কুলের মোড়ে, বাসগুলি এত জোরে বাঁক নেয় যে জেমস বন্ডের ছবিও ভয় পাবে! বাসের বেপরোয়া গতির অন্যতম কারণ এক শ্রেণির যাত্রী, যাঁরা চালককে ক্রমাগত নানা মন্তব্যে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। ড্রাইভাররা অতিমানব নন। তাঁদের বিরক্তি বাস চালানোর ক্ষেত্রে পড়ে। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির যাত্রীদের অবদানও কিছু কম নয়।

শঙ্খমণি গোস্বামী
কলকাতা-১২২

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

১০০ আনন্দবাজার পত্রিকা

চক্ষু চিকিৎসা

শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের আহ্বানে সুবিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক রায় বাহাদুর ডাক্তার বরদাকান্ত রায় মহাশয় শ্রীনিকেতনে ২০ দিন অবস্থান করিয়া ৩১৪টা দরিদ্র রোগীর চক্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি এই সকল দরিদ্রের নিকট হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা শুক্রবার
২১শে ফাল্গুন ১৩৩২
ইং ৫ মার্চ ১৯২৬
৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এক নজরে

ফিরল মামলা

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ফের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে পাঠালেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম। এই মামলা কলকাতা হাই কোর্টের মূল বেঞ্চের বিচার্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের কৌঁসুলি। তার পরেই মামলা ছেড়ে দেন বিচারপতি বসু।

প্রধানকে মারধর

বার্ষিক বাজেট পাশ নিয়ে মঙ্গলবার মণিগ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের মহিলা প্রধানকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলেরই সাগরদিঘির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে। জঙ্গিপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি খলিলুর বলেন, "পঞ্চায়েত সভাপতি যা ঘটিয়েছেন তা বরদাস্ত করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীকে সব জানাব।"

সফরে ঢাকার দল

শুখা মরসুমে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি খতিয়ে দেখতে ৫ দিনের সফরে ফরাক্কা এসেছে বাংলাদেশের ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার তারা জলস্তর দেখে ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে।

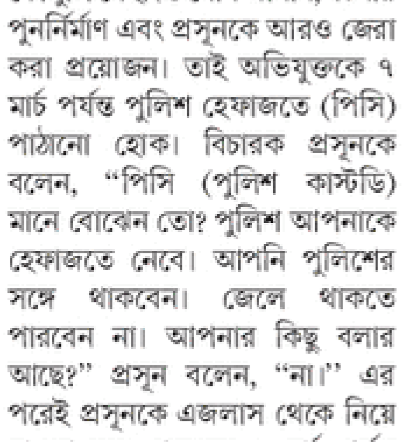
দোষ স্বীকারও

পৃঃ ১-এর পর

ই এম বাইপাসে দুর্ঘটনা করে। সেই সূত্র ধরেই ট্যাংরার বাড়িতে গিয়ে মৃতদেহগুলির হদিস পায় পুলিশ। দুর্ঘটনার পরে প্রণয়, প্রসূন এবং প্রণয়ের নাবালক পুত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। প্রসূন ছাড়া পেলেও বাকি দু'জন এখনও চিকিৎসাধীন।

এ দিন বেলা দেড়টা নাগাদ পুলিশের সাদা গাড়িতে চাপিয়ে শিয়ালদহ আদালতে আনা হয় প্রসূনকে। মুখ ছিল মাস্কে ঢাকা। অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে আইনি সহায়তার আইনজীবী কবিতা সরকার বলেন, "প্রসূনের মানসিক অবস্থা এমনই যে, তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। কোনও আইনজীবী রাখতে চান না। তাই জামিনের আর্জিপত্রেও সই করতে চাননি। মামলার চার্জশিট পেশের পরে তার প্রতিলিপি পেলে প্রসূন সব দোষ স্বীকার করে নেবেন বলেও জানিয়েছেন।" এর পরে প্রসূনকে এজলাসে হাজির করানো হয়। তবে তিনি মাস্ক খোলেননি। প্রসূনের সঙ্গে কথা বলেন বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল। প্রসূনকে বিচারক বলেন, "আইনজীবী রাখবেন না কেন? পয়সা লাগবে না। সরকার থেকে দেওয়া হবে।" বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন দে পরিবারের ছোট কর্তা। বিচারককে বলতে শোনা যায়, "রাখবেন না, সেটা আপনার ব্যাপার। আপনার কিছু বলার আছে?" এই প্রশ্নেও প্রসূন উত্তর দেন, "না।"

শিয়ালদহের মুখ্য সরকারি কৌঁসুলি স্নেহাংশু ঘোষ জানান, ঘটনার পুনর্নির্মাণ এবং প্রসূনকে আরও জেরা করা প্রয়োজন। তাই অভিযুক্তকে ৭ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে (পিসি) পাঠানো হোক। বিচারক প্রসূনকে বলেন, "পিসি (পুলিশ কাস্টডি) মানে বোঝেন তো? পুলিশ আপনাকে হেফাজতে নেবে। আপনি পুলিশের সঙ্গে থাকবেন। জেলে থাকতে পারবেন না। আপনার কিছু বলার আছে?" প্রসূন বলেন, "না।" এর পরেই প্রসূনকে এজলাস থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসূনকে ৬ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক।



■ ধৃত প্রসূন দে-কে মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে তোলা হচ্ছে। ছবি: রণজিৎ নন্দী

নির্দেশিকায় ভোটারে নজর তৃণমূলের

রবিশঙ্কর দত্ত

ভোটার তালিকায় 'অনলাইন' মাধ্যমে তোলা নতুন নামে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিল তৃণমূল। দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় এই কাজে সাংগঠনিক কাঠামোকে নিযুক্ত করে দেওয়া হল।

বিধানসভা ভোটের এক বছরেরও বেশি সময় আগে ভোটার তালিকা নিয়ে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতা চাইছে তৃণমূল। গত সপ্তাহে দলীয় সভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতে একেবারে সংগঠিত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার পরে জেলায় জেলায় দলীয় সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের কাছে চার দফার নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। তার মধ্যে 'অনলাইন' ব্যবস্থায় তালিকায় তোলা নতুন নামের ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সভাপতির তরফে পাঠানো ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'ভুতুড়ে এবং বহিরাগত ভোটার সংক্রান্ত এই কাজ তৎপরতার সঙ্গে রূপায়ণ করতে হবে'।

দলীয় সূত্রের ব্যাখ্যা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই কাজের আড়ালে সাংগঠনিক ফাঁক বোজাতে চায় তৃণমূল। বুথ স্তরে দলের স্থানীয় নেতাদের মূল্যায়নও করা হবে। সে ক্ষেত্রে কোনও দায়িত্ব বদলের প্রয়োজন থাকলে, তা-ও করে নেওয়া হবে এই পর্বেই। মমতার নির্দেশের পরে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় দলীয় নেতারা ভোটার তালিকা যাচাই করতে নেমে পড়েছেন। তবে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধি ও শাখা সংগঠনের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে তালিকার প্রত্যেকটি 'পার্ট' যাচাই করতে হবে। সেখানেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'অনলাইন' আবেদনের মাধ্যমে নাম তোলা ভোটারদের বিষয়টি। এই নতুন ভোটারেরা যে নথি জমা দিয়েছেন, তা যাচাই করা এবং প্রয়োজনে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে দলীয় নেতৃত্বকে। কোথাও তা নিয়ে সংশয় থাকলে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে জেলার নির্বাচনী প্রধান অর্থাৎ 'রিটার্নিং অফিসার'-র দফতরের সঙ্গে। সেই সঙ্গেই বিধানসভা ভিত্তিক এই এই রকম 'গরমিলের' তথ্য একেবারে রিপোর্ট আকারে জমা দিতে বলা হয়েছে রাজ্য দফতরে।

দলের জেলা নেতৃত্বের যে বৈঠক কাল, বৃহস্পতিবার ডাকা হয়েছে, সেখানেই প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা জেলাগুলির। তার ভিত্তিতে পরবর্তী কাজ বুঝিয়ে দেবেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল ভবনে ডাকা ওই বৈঠকে ভোটার তালিকা সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় কমিটির সদস্যরা ছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রীরাও সংস্থার একটি দল উপস্থিত থাকবে। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, "নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মমতাদি'র দেওয়া নির্দেশের পরে কয়েক দিন এ কাজ চলেছে। তবে এই গরমিল নিয়ে আমাদের যে আশঙ্কা ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, তা অনেকটাই বেশি। তাই বিষয়টি নিয়ে আগামী এক বছর দল নজরদারি চালাবে।"

ভোটার তালিকা যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে একই সঙ্গে আরও দু'টি কাজ সেরে রাখতে চাইছে তৃণমূল। বুথ স্তরে সংগঠনকে এখন থেকেই মাঠে নামানোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

ভোটার কার্ডে সিরিজ় বিভ্রাটের সংশোধন শুরু

চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য

ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা যত গড়িয়েছে, তত চাপ বেড়েছে জেলা প্রশাসনগুলির উপর। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তো বটেই, জেলা প্রশাসনিক নির্বাচনী দফতরগুলিতে ভিড় বেড়েছে সাধারণ মানুষেরও। তবে প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ভোটার কার্ড নম্বরের গোড়ায় থাকা তিন অক্ষরের সিরিজ-বিভ্রাটের সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাঁদের সেই সমস্যা ধরা পড়েছে, তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করছে জেলা প্রশাসনগুলি।

সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় ভোটার কার্ডে থাকা নম্বরের প্রথম তিনটি অক্ষর সিরিজ হিসেবে ধরা হয়। একটি বিধানসভার জন্য একটি সিরিজ কার্যকর থাকে। যার ভিত্তিতে ভোটার কার্ডের বাকি নম্বর পান ভোটারেরা। অভিযোগ, এ রাজ্যের কোনও বিধানসভার সিরিজের সঙ্গে অন্য রাজ্যের কোনও এলাকার সিরিজ মিলে যাচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ভোটার তালিকায় 'জল' থাকার বিতর্কটি, যা প্রধানত রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে।

জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে এমন যে অভিযোগগুলি আসছে, তার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হচ্ছে। সেটি পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশনে। কমিশন পরে তা নিয়ে পদক্ষেপ করবে। এক জেলা-কর্তার কথায়, "এতে ভোটারের ভোটাধিকার বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। কমিশন নতুন পদ্ধতিতে এই সংশোধন করবে বলেই খবর। তাতে যাঁদের গোলমাল ধরা পড়েছে, তাঁরা হয়তো নতুন ভোটার কার্ড নম্বর পাবেন।" সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, আগে এক একটি রাজ্যে নির্দিষ্ট সিরিজ নির্ধারিত থাকত। কোনও সময় সফ্টওয়্যারের সমস্যার কারণে হয়তো কয়েকটি রাজ্যের সিরিজ মিশে যায়। তা থেকেই এই সমস্যা।

দিল্লির নির্বাচন সদনের তরফে বিবৃতিতে এর মধ্যে জানানো হয়েছে, পদ্ধতি সংশোধন ছাড়াও, ইউনিক নম্বরও দেওয়া হবে। কমিশনের এক কর্তার কথায়, "২৯৪টি কেন্দ্রের সিরিজ পৃথক। সেটার সঙ্গে অন্য কোথাও থাকা সিরিজ মিলে যেতে পারে। নির্বাচন সদন সংশোধনমূলক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। তবে সিরিজ মিললেও পার্ট নম্বর বা সিরিয়াল নম্বর এক হবে না। ফলে একের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিচ্ছেন, কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।"

মঙ্গলবারই নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে দু'দিনের বৈঠক শুরু করেছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর নির্দেশ, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করতে হবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, জেলাশাসক এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (সিইও)। যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে বুথ লেভেল অফিসারদেরও (বিএলও)। ভোটার তালিকা সংশোধনের দিক থেকে এই নির্দেশকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গুজরাতের ভোটারের ভোটকেন্দ্র তপনে

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভোটার কার্ডের একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটার নিয়ে কারচুপির অভিযোগে রাজ্য সরগরম। সে আবহে এ বার উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে শিলিগুড়ি— বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক ভোটারের এপিক নম্বরের সঙ্গে গুজরাতের কিছু বাসিন্দার এপিক নম্বর মিলে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। তার উপরে, গুজরাতের এক ভোটারের ভোটকেন্দ্র দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভায় বলে ভোটার তালিকায় উল্লেখ থাকায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল। পক্ষান্তরে, যাবতীয় ত্রুটির দায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপরে চাপিয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, ভোটার তালিকা অনুযায়ী, গুজরাতের গান্ধীনগরের বাসিন্দা কমল রজনীর এপিক নম্বর (এলপিজ়েড....৫৩৪) ভোটকেন্দ্র যেমন গুজরাতের ঘাটলোদিয়া বিধানসভার প্রকাশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে, তেমনই দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন বিধানসভার পতিরাম গার্লস হাই স্কুলেও। ওই একই এপিক নম্বরে দক্ষিণ দিনাজপুরেরই কুশমণ্ডি বিধানসভার এক বাসিন্দার নামও রয়েছে। ঘাটলোদিয়া বিধানসভার ভোটার কেটি ডেভিসের এপিক নম্বরের (এলপিজ়েড....৬২৮) সঙ্গে মিলেছে বালুরঘাট পুর-এলাকার বাসিন্দা এক মহিলার এপিক নম্বর। গুজরাতের গান্ধীনগর দক্ষিণ বিধানসভার ভোটার নবীন ঠাকোরের এপিক নম্বরের (এলপিজ়েড....৪০০) সঙ্গে শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকার এক বাসিন্দার এপিক নম্বর মিলে গিয়েছে। শিলিগুড়ির সেই বাসিন্দা বলেন, "তৃণমূলের নেতারা জানালেন। কী করব, বুঝতে পারছি না!"

রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের অভিযোগ, "এ ভাবে কারচুপি করে বিজেপি লোকসভা ভোটে রাজ্যে নানা আসনে জিতেছে।" কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। মুখ্যমন্ত্রীর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দেওয়া তিনটি নামের প্যানেল থেকেই তাঁকে নির্বাচন কমিশন বেছে নেয়। তা হলে কেন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে তৃণমূল?" বিপ্লব পাল্টা বলেন, "আমাদের এখানকার আধিকারিকেরা গুজরাতের কারও নাম পাবেনই বা কী ভাবে?"



■ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ এসএফআইয়ের এক আন্দোলনকারী। মঙ্গলবার হাওড়ায়। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

আর জি কর থেকে যাদবপুর, প্রতিবাদে বৃহত্তর বাম মঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা

আর জি করের পরে যাদবপুর। রাজ্যে পরপর প্রতিবাদী আন্দোলনে মিলে যাচ্ছে বাম এবং অতি বাম নানা সংগঠন। 'বৃহত্তর স্বার্থে'র কথা বলে পারস্পরিক মতপার্থক্য সরিয়েই অন্যান্য বাম দল ও সংগঠনের পাশে মিলিত পদক্ষেপের কৌশল নিয়ে চলছে সিপিএম। ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে বামপন্থী ভাবনার যে প্রভাব রয়েছে, বাম শক্তিকে সংহত করে তাকে ধরতে চাওয়াই তাদের লক্ষ্য। ভোটের বাক্সে তার কোনও প্রভাব পড়বে কি না, সে উত্তর অবশ্য স্পষ্ট নয়। বাম ও অতি বামের এই 'আঁতাঁত'কে আবার পাল্টা নিশানা করে ঐক্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি।

দলীয় স্তরে সিপিএমের সঙ্গে বামফ্রন্টের বাইরের দলগুলির খুব বেশি যৌথ কর্মসূচি এখনও চোখে পড়ছে না। তবে ছাত্র, যুব বা কখনও চিকিৎসকদের সংগঠনে বিভিন্ন বাম শক্তি এক জায়গায় এসে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর জি কর-কাণ্ডে যে ছবি দেখা গিয়েছিল, তারই অনেকটা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে যাদবপুর-কাণ্ডে। যেমন, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সংহতির বার্তা দিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়কে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় যে ইন্দ্রানুজ জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ, অতীতে মাওবাদী তত্ত্বের সমর্থনে বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরে তাঁর কড়া সমালোচনায় ওই ছাত্রের করা নানা মন্তব্য সামনে এনে সিপিএমকে আক্রমণে নেমেছে তৃণমূল। সুর মেলাচ্ছেন পিডিএসের মতো বামপন্থী পরিচয়ের কিছু দলের নেতারাও। সিপিএম অবশ্য বলছে, জেনে-বুঝেই তারা ওই কাজ করেছে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক 'নকশালপন্থী' ছাত্রকে দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার পরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ মন্তব্য করেছেন, "সেলিম বুদ্ধবাবুকেও জলাঞ্জলি দিয়ে ছবি তুলে ভেসে থাকতে গিয়েছেন!" সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় নেতা সৃজন ভট্টাচার্য হাসপাতালে গেলে তাঁকেও একই ভাবে নিশানা করেছেন কুণালেরা। সেলিমের ব্যাখ্যা, "এই ভাবে ধাক্কায় কেউ আহত হলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় অথবা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যাইনি। অন্যায়ের প্রতিবাদে পাশে দাঁড়িয়েছি।"

তৃণমূল ও বিজেপির তোলা 'মাওবাদী আঁতাঁতে'র অভিযোগেরও জবাব দিয়েছে সিপিএম। তাদের বক্তব্য, মাওবাদী কোনও কর্মসূচির সমর্থনে তারা যায়নি। নির্দিষ্ট অন্যায়ের প্রতিবাদে যাওয়া হয়েছে। সেলিমের কথায়, "রাজ্যে মাওবাদীদের ডেকে এনে আঁতাঁত করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। নন্দীগ্রামের নানা খুনের মামলা আবার শুরু করতে বলেছে হাই কোর্ট। ঠিকমতো তদন্ত হলে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দু'জনেরই অতীতের কীর্তি সামনে আসবে। এ সব বলে ওঁরা এখন নজর ঘোরাতে চাইছেন।" সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, ভোটের বাক্সে তৃণমূল ও বিজেপি অনেক এগিয়ে থাকলেও ছাত্র-যুব সমাজের উপরে বাম প্রভাবে দু'পক্ষই উদ্বিগ্ন। তাই বাম সমন্বয়কে তারা আক্রমণ করছে।

বিজেপি-আরএসএস শিবির যাদবপুরে বামেদের 'শিক্ষা' দিতে হুঙ্কারের সুরই বজায় রেখেছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্জিকাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। অনেকটা সেই সুরেই সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক অনিরুদ্ধ সরকার মঙ্গলবার এসএফআইকে আক্রমণ করে বলেছেন, "আগামী দিনে যাদবপুরের ভিতরে বিদ্যার্থী পরিষদ সার্জিকাল স্ট্রাইক করবে এবং সেটা খুব ভয়ঙ্কর! যে সংগঠন যে ভাষা বোঝে, আগামী দিনে বিদ্যার্থী পরিষদ তাকে সেই ভাষাতেই জবাব দেবে।" এবিভিপি-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাসের দাবি, "শিক্ষামন্ত্রী বাম, অতি বাম ও নকশালদের সঙ্গে 'সেটিং' করে একে অপরের পরিপূরক হতে চাইছেন।" এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে অবশ্য বলেছেন, "এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না এসএফআই। ক্যাম্পাসে দুষ্কৃতী-রাজ খতম করতে লড়াই চলবে শেষ তক।"

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যের নির্বাচনী ক্ষেত্র দমদম থেকে ভিআইপি পর্যন্ত যাদবপুর-কাণ্ড এবং প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশের 'হামলা'র অভিযোগ তুলে এ দিন মিছিল করেছে এসএফআই ও সিপিএম। ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক সেলিম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক পলাশ দাস-সহ অন্যেরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হামলা' টিএমসিপি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা

কল্যাণী ও হাওড়া: যাদবপুরের আঁচ ছড়াল কল্যাণীতেও। মঙ্গলবার বহিরাগতদের নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসএফআই সমর্থক ও বাম শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) বিরুদ্ধে। এক সংবাদকর্মীর ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া এবং সাদা পোশাকে থাকা দুই সিভিক কর্মীকে 'মারধরও' করা হয় বলে অভিযোগ।

এসএফআইয়ের তরফে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। রানাঘাট পুলিশ-জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ ধাপোলা এ নিয়ে মন্তব্য করেননি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় বলেন, "বুধবার (আজ) উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।"

যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর 'গাড়ির ধাক্কায়' ছাত্র জখম হওয়ার প্রতিবাদে নদিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল এসএফআই। কিন্তু এ দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ কিছু টিএমসিপি সমর্থক ঝান্ডা-হাতে সেখানে জড়ো হয়ে এসএফআই-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। কিছু পরেই বহিরাগতেরা ক্যাম্পাসে ঢুকে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ক্যাম্পাসের ভিতরে একটি চায়ের দোকানের সামনে এসএফআই সমর্থক এবং বামপন্থী সংগঠন 'কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি'র সদস্যদের উপরে 'চড়াও' হয় বহিরাগতেরা।

এসএফআইয়ের অভিযোগ, হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা টিএমসিপি-র সহ-সভাপতি আকাশ দাস এবং কল্যাণী শহর টিএমসিপি সভাপতি অঙ্কুর মজুমদার। দু'জনেই ক্যাম্পাসে 'বহিরাগত'।

গাড়ির ধাক্কার ছবি নিয়ে যুদ্ধে তৃণমূল-এসএফআই

নিজস্ব সংবাদদাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা-মায়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু যাদবপুরে সে দিনের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অব্যাহত রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সঙ্গে রীতিমতো ফুটেজ-যুদ্ধে নেমেছে তারা!

শিক্ষামন্ত্রী আগে বলেছিলেন, বিক্ষোভ, ধাক্কা, ইটের মুখে তাঁর গাড়ির চালক আতঙ্কে গাড়ি চালিয়ে ফেলেছিলেন। তৃণমূলের আইটি শাখার প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য অবশ্য কিছু ছবি দিয়ে দাবি করেছিলেন, ইন্দ্রানুজ আদৌ ওই গাড়ির ধাক্কায় আহত হননি। এসএফআই পরের দিন কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে পাল্টা দাবি করে, অন্য এক জনকে ইন্দ্রানুজ বলে দেখিয়ে 'মিথ্যাচার' করেছে তৃণমূল। গাড়ির ধাক্কায় জখম হয়েছেন ইন্দ্রানুজই। এর পরে মঙ্গলবার তৃণমূলের দেবাংশু ফের প্রশ্ন তুলেছেন, "ছবিতে (ভাইরাল হওয়া ছবি দেখিয়ে) দেখা যাচ্ছে, এক জন একটি বড় গাড়ির চাকার নীচে ঢুকে রয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, যেখান থেকে ছবিটি নেওয়া, সেই ভিডিয়োটা কোথায়?" তাঁর আরও সংযোজন, "এসএফআইয়ের বক্তব্য, গাড়ি চাপা দিয়ে চলে গিয়েছে। আড়াআড়ি শুয়ে থাকা অবস্থায় এত বড় গাড়ি চলে গেলে শুধু চোখে চোট লাগা সম্ভব? এই মিথ্যাচারটা কেন করল সিপিএম?" এসএফআইয়ের তরফে বলা হয়েছে, তারা আবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জবাব দেবে। তবে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, "শিক্ষামন্ত্রী নিজে বলছেন তিনি অনুতপ্ত, তিনি ইন্দ্রানুজের বাবাকে তা হলে ফোন করেছিলেনই বা কেন? পুরোটাই ধরা পড়ে যাচ্ছে, বড্ড কাঁচা নাটক!" শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যের নির্বাচনী ক্ষেত্র দমদম থেকে ভিআইপি পর্যন্ত যাদবপুর-কাণ্ড এবং প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশের 'হামলা'র অভিযোগ তুলে এ দিন মিছিল করেছে এসএফআই ও সিপিএম। ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক সেলিম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক পলাশ দাস-সহ অন্যেরা। যাদবপুর-কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকার পাশাপাশি ছাত্রদের আচরণেরও সমালোচনা করে যাদবপুর থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস। ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ, প্রদেশ কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সিবিআইয়ের প্রশ্ন তিন পুলিশকর্মীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আর জি কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় টালা থানার তিন অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁরা সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজির হন। প্রায় ঘণ্টা চারেক তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি এই মামলায় আর জি কর হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ি এবং টালার থানার ১১ জন পুলিশকর্মীকে তলব করা হয়েছে। তার মধ্যে তিন জন হাজিরা দিয়েছেন। বাকিদের ফের তলব করা হতে পারে। তবে সিবিআই সূত্রের খবর, ওই পুলিশকর্মীদের গত সেপ্টেম্বর মাসেও তলব করে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

সিবিআই সূত্রের খবর, এই মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিট পেশ করবেন তদন্তকারীরা। দিল্লির সদর দফতরে তার প্রস্তুতি চলছে। তার পাশাপাশি টালা থানা ও আর জি কর হাসপাতালে সিসি ক্যামেরার ছবির ফরেন্সিক রিপোর্টও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার দিন অর্থাৎ ৯ অগস্ট টালা থানা ও আর জি কর হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ছবিতে কারচুপি করা হয়েছিল বলে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তাই সে দিনের কয়েক জন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের বয়ানও নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

সিবিআইয়ের এক কর্তার বক্তব্য, গত অক্টোবর মাসে ওই সব পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও সম্প্রতি যে সব ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে এসেছে তার ভিত্তিতে আগের বয়ানে কিছু অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। তাই ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় চার্জশিটে এই পুলিশকর্মীদের বয়ান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও ওই সিবিআই-কর্তার ইঙ্গিত।

এক নজরে

যাচ্ছেন রাহুল

নরেন্দ্র মোদীর গুজরাত সফরের পরেই চলতি সপ্তাহে গুজরাত সফরে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্র ও শনিবার প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি ও রাজ্যের বিধায়কদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা। ২০২৭-এ গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচন, আগামী মাসে গুজরাতে এআইসিসি-র অধিবেশন নিয়ে বৈঠকে কথা হবে। অন্য দিকে, মঙ্গলবার কর্নাটকে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব বদল নিয়ে জল্পনার মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার ডি কে শিবকুমার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিবকুমার একে সৌজন্য বৈঠক বলে দাবি করেন।

মোদীর মন্ত্রীর যুক্তি

মঙ্গলবার কলকাতায় এসে ‘এক দেশ এক ভোট’-এর পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে মন্তব্য করলেও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন, “তবে কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নয়?” বণিকসভা ভারত চেম্বারের বার্ষিক সাধারণ সভায় রেড্ডির যুক্তি, বার বার নির্বাচনের ফলে অযথা সময় ও অর্থের অপচয় হয়। লোকসভা ও সব রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে সেরে ফেললে পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে উন্নয়নের কাজে অর্থ এবং সময় ব্যবহার করা যাবে। মন্ত্রী জানান, পঞ্চায়েত ও পুরসভার ভোট নিয়েও আলোচনা চলছে।

স্ট্যালিনের চিঠি

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক তামিলনাড়ুর উপকূলে মান্নার উপসাগর সংলগ্ন এলাকায় খননের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তার বিরোধিতা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তাঁর বক্তব্য জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। তাতে স্ট্যালিন উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্র যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, কাবেরী অববাহিকায় ৯৯৯০.৯৬ বর্গকিলোমিটার ওই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। স্ট্যালিনের যুক্তি, ওই সংবেদনশীল এলাকায় খননকার্য হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে, বিপন্ন হবে বহু সামুদ্রিক প্রাণীও।

মন্ত্রীর পদত্যাগ

একটি খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়ে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হল মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডেকে। গত ডিসেম্বরে বীড জেলার এক সরপঞ্চ খুন হন। ওই ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী ধনঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বাল্মীকি কারাডে নামে এক জন ছিলেন। এর ফলে শাসক জোটের উপরে চাপ বাড়ছিল। সোমবার রাতে এনসিপি প্রধান তথা উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস। তার পরেই দলীয় মন্ত্রী ধনঞ্জয়কে ইস্তফার নির্দেশ দেন অজিত।

সমাজমাধ্যমেও হানা দিতে পারে আয়কর দফতর, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: আয়কর দফতরের অফিসাররা চাইলে ই-মেল আইডি, শেয়ার বাজারে লেনদেনের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের মতো সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্টে হানা দিতে পারেন। নতুন আয়কর আইনে আয়কর দফতরের অফিসারদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মোদী সরকার ১৯৬১ সালের আয়কর আইন ঢেলে সাজাতে সংসদে নতুন আয়কর বিল পেশ করেছিল। সেই বিল এখন লোকসভার সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিরোধী শিবিরের সাংসদরা সিলেক্ট কমিটিতে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাইছেন। তাঁদের অভিযোগ, আয়কর আইনে এই ক্ষমতা দেওয়া হলে তা ব্যক্তি পরিসরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ব্যক্তি পরিসরের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

আয়কর দফতর এখন আয়কর ফাঁকির তদন্তে সন্দেহের ভিত্তিতে কারও বাড়ির দরজার তালা ভেঙে হানা দিতে পারেন, কোনও বাক্স বা সিন্দুকের তালা ভাঙতে পারেন। যদি আয়কর অফিসারদের সন্দেহ হয় যে সেখানে হিসেব বহির্ভূত অর্থ, টাকা, গয়না, সোনা বা অন্য কোনও দামি সম্পদ বা হিসেবের খাতা লুকোনো রয়েছে এবং যে হিসেব বহির্ভূত আয় বা সম্পদে আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

নতুন আয়কর বিলের ২৪৭ ধারার খসড়ায় আয়কর দফতরকে এই একই ক্ষমতা কারও ই-মেল, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, অনলাইনে লগ্নির অ্যাকাউন্ট, লেনদেনের অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড ভেঙে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, কর ফাঁকির সন্দেহ হলে আয়কর অফিসাররা কারও ‘ভার্চুয়াল ডিজিটাল স্পেস’-এ ঢুকে পড়তে পারে। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, এটা ব্যক্তি পরিসরের মৌলিক অধিকারের উপরে গুরুতর আঘাত। নজরদারি রাষ্ট্রের পথে স্পষ্ট পদক্ষেপ। এর বিরোধিতা করা হবে।

বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পণ্ডার নেতৃত্বে লোকসভার সিলেক্ট কমিটি ইতিমধ্যেই আয়কর বিল নিয়ে একবার বৈঠক করেছে। সেখানে মূলত অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব দফতরের বক্তব্য শোনা হয়েছিল। চলতি সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার ফের সিলেক্ট কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখানে বণিকসভা সিআইআই ও ফিকি, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, হিসেব নিরীক্ষণ সংস্থা আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর বক্তব্য শোনা হবে।

দারিদ্রসীমার বাইরে ৩০ কোটি, দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছিলেন, তাঁর দশ বছরের রাজত্বে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্রের কবল থেকে বেরিয়েছেন। কিন্তু সেই দাবির পিছনে সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এ বার প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শমিকা রবি দাবি করলেন, ২০১১-১২ থেকে ২০২৩-২৪-এর মধ্যে ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

গত বছর জানুয়ারিতে, লোকসভা ভোটের তিন মাস আগে নীতি আয়োগ বহুমুখী দারিদ্র সূচকের ভিত্তিতে জানায়, মোদী সরকারের দশ বছরে ২৪.৯ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তার পরে খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদী লোকসভা ভোটের প্রচারে এই তথ্যকে হাতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের যে সমস্ত মাপকাঠি নিয়ে বহুমুখী দারিদ্র সূচক তৈরি হয়, নীতি আয়োগ তার সঙ্গে নিজের মতো করে আরও কিছু মাপকাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেমন, জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে জনধন যোজনায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সংখ্যা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অধিকাংশই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। মোদী সরকার দারিদ্রসীমা তুলে নিজের সুবিধা মতো সূচক তৈরি করেছে।

মনমোহন সরকারের জমানায় প্রথমে অর্থনীতিবিদ সুরেশ তেন্ডুলকরের তৈরি দারিদ্রসীমার ভিত্তিতে কত জন দরিদ্র ঠিক হত। তাতে বলা হয়েছিল, কেউ প্রতি মাসে শহরে ৫৭৯ টাকা ও গ্রামে ৪৪৭ টাকার কম খরচ করলে তাকে দরিদ্র বলা হবে। অর্থনীতিবিদ সি রঙ্গরাজনের তৈরি দারিদ্রসীমায় তা বাড়িয়ে ১,৪০৭ টাকা ও ৯৭২ টাকা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শমিকা রবির দাবি, রঙ্গরাজনের দারিদ্রসীমার ভিত্তিতেই দেখা যাচ্ছে, ২০১১-১২ থেকে ৩০ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

২০১১-১২-য় দারিদ্রের হার ছিল, ২৯.৫%। ২০২৩-২৪-এ তা কমে ৪% হয়েছে। প্রসঙ্গত, শমিকার হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্রের হার ৩০.৪% থেকে কমে ৬% হয়েছে। শমিকার বক্তব্য, “সব রাজ্যে দারিদ্রের হার কমেছে। এক দশকে এই দারিদ্র মোচন অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক।” কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গয়ালের যুক্তি, “মোদী সরকারের আমলে নির্দিষ্ট ভাবে গরিব মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ফলেই এই সুফল মিলেছে।”



■ ওরাংওটাংদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার জামনগরের ‘বনতারা’য়। *পিটিআই*

বন্যপ্রাণের সঙ্গে মোদী, বিজেপি ব্যস্ত ঢাক পেটাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: প্রধানমন্ত্রীর কোলে চেপে বসেছে একটি ওরাংওটাং। কাচের দেওয়ালের ওপারে বিরাট হাঁ করে বাঘ। কাচের ঘেরাটোপে থেকে সাদা সিংহ মুখব্যাদান করছে, কাচের এ পাশে বসা নরেন্দ্র মোদীর দিকে। অম্লান বদনে প্রধানমন্ত্রী হাতে করে কখনও দুধ খাওয়াচ্ছেন চিতাশাবককে, কখনও একশৃঙ্গ গন্ডারকে। তাঁর গুজরাত সফরের শেষ দিনে তোলা এই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীই। তার পর তা নিয়ে প্রচারে নেমেছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। এক কথায় যে প্রচারকে তুলে ধরেছেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। লিখেছেন, “শের ঔর সওয়া শের!’

এক দিকে যখন আজই গুজরাতে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সময় কাটানোর নানা মুহূর্তের ভিডিয়ো সামনে এসেছে, অন্য দিকে সে রাজ্যে বহু সিংহের মৃত্যু নিয়ে নতুন তথ্যও আজ সামনে এসেছে। গুজরাতের বনমন্ত্রী মুলুভাই বেরা বিধানসভায় জানিয়েছেন যে, গত দু’বছরে গুজরাতেই অন্তত ২৮৬টি সিংহের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ১৪৩টি সিংহ শাবক। এতগুলি সিংহের মধ্যে ৫৮টি সিংহের মৃত্যু আবার অস্বাভাবিক। গুজরাতের বর্ষীয়ান কংগ্রেস বিধায়ক শৈলেশ পারমারের প্রশ্নের জবাবে বনমন্ত্রী আজ বিধানসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, সে রাজ্যে গত দু’বছরে ৪৫৬টি চিতাবাঘেরও মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত ১৪০টি শাবক।

গুজরাতের জামনগরের ‘বনতারা’য় শিল্পপতি মুকেশ অম্বানীর পুত্র অনন্তের বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন মোদী, ঘুরে দেখেছেন গোটা এলাকা। ২ হাজারের বেশি প্রজাতি এবং ১.৫ লক্ষের বেশি উদ্ধার হওয়া বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থল এই ‘বনতারা’। এশিয়াটিক সিংহ শাবক, সাদা সিংহ শাবক, ক্লাউডেড লেপার্ড শাবক, বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির কারাকাল শাবককেও দেখেন তিনি। বাঘ ও সিংহ শাবকদের পাশাপাশি, জিরাফকেও খাওয়াতে দেখা গেল মোদীকে। হিংস্র প্রাণীদেরও দেখে এলেন, যার মধ্যে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ৪টি তুষার চিতা। এদের মধ্যে একটিকে সার্কাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

জানা যায়, ওই সার্কাসে তাদের কৌশল প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হত। চেহারাও খারাপ হতে শুরু করেছিল। ‘বনতারা’য় সেই সাদা সিংহ এবং তুষার চিতাবাঘের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয় মোদীর। তিনি খোলা মাঠে শিম্পাঞ্জিদের মুখোমুখিও হলেন, জ়েব্রাদের মধ্যে হাঁটাচলা করলেন, একটি জিরাফ এবং একটি গন্ডারের ছানাকেও খাওয়ালেন প্রধানমন্ত্রী। বড় অজগর, দুই মাথাওয়ালা সাপ, দুই মাথাওয়ালা কচ্ছপ, দৈত্যাকার ভোঁদড়, বঙ্গো (হরিণ) এবং সীলদের-ও দেখলেন। এ দিন প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালের এমআরআই কক্ষে এশিয়াটিক সিংহের এমআরআই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি অপারেশন থিয়েটারও ঘুরে দেখেন, যেখানে হাইওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় আহত একটি চিতাবাঘের অস্ত্রোপচার হচ্ছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জকে জবাব দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: সম্প্রতি মণিপুর ও কাশ্মীরে অশান্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ভোলকার টুর্ক। কড়া ভাষাতে তার জবাব দিল ভারতও। ভারত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, ‘বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে যথেষ্ট সুস্থ, প্রাণবন্ত সমাজব্যবস্থা রয়েছে’।

কাশ্মীর এবং মণিপুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভোলকার বলেছিলেন, সেখানে দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরানো প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচী গত কাল রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৮তম সাধারণ সভায় বলেছেন, “ভারতের নাম যেহেতু উল্লেখ করা হয়েছে তাই বলছি, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে যথেষ্ঠ সুস্থ, প্রাণবন্ত সমাজব্যবস্থা রয়েছে। ভিত্তিহীন মন্তব্যের সঙ্গে আসল পরিস্থিতির পার্থক্য রয়েছে।”

মানবাধিকার কমিশনের প্রধানের যাবতীয় দাবি নসাৎ করে অরিন্দম বলেছেন, “গত বছর কাশ্মীরে পর্যটকদের উপস্থিতি ভালই ছিল। এ বার নির্বাচনের সময়েও ভোটদানের হার অন্য বছরগুলির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।” *সংবাদ সংস্থা*

‘কাউকে পাকিস্তানি বলা নিম্নরুচি, অপরাধ নয়’

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: কোনও ব্যক্তিকে ‘পাকিস্তানি’ বা ‘মিঞা-টিয়া’ বলা নিম্নরুচির পরিচয় হলেও তা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার মতো অপরাধ নয়। একটি মামলার প্রেক্ষিতে এমনই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ বলেছে, “ওই ব্যক্তিকে যে সব কথা বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে নিম্নরুচির পরিচয় দেয়। তবে তা ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করার মতো নয়। অতএব আমাদের মত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৮ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।”

মামলাকারী সরকারি তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিভাগের কর্মী। উর্দু অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। অভিযুক্ত হরিনন্দন সিংহ অতিরিক্ত জেলাশাসকের দফতর থেকে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিলেন তথ্যের অধিকার আইনের আওতায়। সেই তথ্য তাঁকে পাঠানো হয়। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর সন্দেহ ছিল, দেওয়া তথ্য বিকৃত করা হয়েছে। তাই তিনি ফের আবেদন করেন ওই তথ্য যেন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, মামলাকারী নিজে সেই তথ্য দিতে হরিনন্দনের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেই সময় তা নিতে হরিনন্দন রাজি হননি। পরে অবশ্য তিনি রাজি হন। মামলাকারীর অভিযোগ, ওই সময় হরিনন্দন তাঁকে ‘পাকিস্তানি’, ‘মিঞা’ ইত্যাদি বলে অশ্রাব্য কথা বলেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ করেন তিনি। শান্তিভঙ্গের অভিপ্রায়ে অপমান, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, হুমকি, কর্তব্যরত সরকারি কর্মীর উপর চড়াও হওয়া এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করার মামলা রুজু হয়।

এই মামলা প্রথমে নিম্ন আদালত এবং পরে রাজস্থান হাই কোর্টে যায়। কিন্তু দুই জায়গায় তা খারিজ হয়ে যাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে শীর্ষ আদালত বলেছে, অভিযুক্ত কোনও ভাবে বলপ্রয়োগ বা শারীরিক আক্রমণ করেননি। এখানে শান্তিভঙ্গে প্ররোচনা দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেনি। যদিও সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, হরিনন্দন সিংহ যা বলেছেন, তা নিম্নরুচির পরিচয় দেয়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জ গঠন করা যায় না। *সংবাদ সংস্থা*

শিশুদের স্তন্যপানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: শিশুদের স্তন্যপান করাতে মায়েদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য স্তন্যপান করানো বিশেষ ভাবে জরুরি। আর প্রকাশ্যে স্তন্যপান করানোর বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়াও উচিত নয়।

একটি জনস্বার্থ মামলায় বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন ও বিচারপতি প্রসন্ন বি বরালের বেঞ্চ আজ বলেছে, মায়েরা যাতে শিশুদের স্তন্যপান করাতে পারেন, সে জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়বদ্ধতা রয়েছে সরকারের। বিচারপতিদের মতে, স্তন্যপান শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের অংশ, তা নারীর জন্মদান প্রক্রিয়ার একটি দিক। স্তন্যপান মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি। বিচারপতিদের কথায়, “মা যাতে শিশুকে স্তন্যপান করাতে পারেন, সে জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা ও সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরির দায়বদ্ধতা রয়েছে সরকারের।”

শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, প্রকাশ্যে কিংবা কর্মস্থলে কোনও মা যখন তাঁর শিশুকে স্তন্যপান করাবেন, সেই বিষয়টিকে নিয়ে নাগরিকদের নেতিবাচক ভাবনা থাকা উচিত নয়। প্রকাশ্য স্থানে স্তন্যপান করানোর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা এবং শিশুদের দেখভালের জন্য ঘর তৈরির ব্যাপারে সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিল। সেই মামলাতেই শীর্ষ আদালত তাদের পর্যবেক্ষণের কথা শুনিয়েছে।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে লিঙ্গ-বান্ধব কর্মস্থল তৈরিতে জোর দিতে পরামর্শ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, মায়েরা যাতে স্তন্যপান করাতে পারেন ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়, সে জন্য কর্মস্থলে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হোক। এই পরামর্শকে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে করছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে আবার বিষয়টি মনে করিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে স্তন্যপান করানোর পরিকাঠামোগত সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মা ও শিশুকে এই ধরনের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। *সংবাদ সংস্থা*

জিএসটি-খোঁচা কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেছেন, ৪৫ দিনের কুম্ভমেলায় প্রয়াগরাজে ৬৫ কোটি মানুষ গিয়েছেন। ৩ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলল, এর প্রতিফলন উত্তরপ্রদেশের জিএসটি আয়ে দেখা গেল না কেন?

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত কুম্ভমেলা চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরপ্রদেশের জিএসটি থেকে আয় হয়েছে ৯১৫৫ কোটি টাকা। জানুয়ারি মাসে রাজ্যের আয় ছিল ৯৫১৬ কোটি টাকা। ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের জিএসটি থেকে আয় হয়েছিল ৮,১০০ কোটি টাকা। নভেম্বরে আয় হয়েছিল ৯,৪০০ কোটি টাকা। যার অর্থ, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি জুড়ে কুম্ভমেলা চললেও রাজ্যের জিএসটি আয় বিশেষ কিছুই বাড়েনি। অথচ এত লোকের ভিড়, তার জেরে বিক্রি বাড়লে জিএসটি আয়ও বাড়ার কথা।

কংগ্রেস নেতা, ছত্তীসগঢ়ের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী টি এস সিংহদেওয়ের প্রশ্ন, “যদি ৩ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে থাকে, তা হলে গড়ে ১৮% জিএসটি হিসেবে জিএসটি খাতে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা আয় হওয়ার কথা। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মিলিয়েও এত আয় হয়নি। তা হলে করের টাকা গেল কোথায়? মহাকুম্ভের মতো এত বড় আয়োজনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়। যাতায়াত, হোটেল, খাবার, ধর্মীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা, সব রকম খরচে জিএসটি চাপে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতা গুরদীপ সিংহ সাপ্পালের প্রশ্ন, এত টাকার জিএসটি কি ফাঁকি দেওয়া হয়েছে? না কি বিজেপি সরকার যে ভিড়ের তথ্য দিচ্ছে, সেখানেই ফাঁকি রয়েছে?

যোগীর দাবি

প্রয়াগরাজ, ৪ মার্চ: কুম্ভমেলার পদপিষ্টের ঘটনা ও মৃত্যু নিয়ে যতই বিতর্ক হোক, তাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গত কাল লখনউয়ের ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট’ এবং ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা ছিল। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময়ে কুম্ভের পদপিষ্টের প্রসঙ্গ তুলে যোগী দাবি করেছেন, মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্টের ঘটনা সরকার দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং গুজব বা আতঙ্ক ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, “খারাপ সময়ে অনেকেই হাল ছেড়ে দেন, কিন্তু প্রকৃত নেতারাই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে।” মহাকুম্ভ সফল হয়েছে দাবি করে তিনি ভক্ত, সাধু ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগকে সাধুবাদও জানিয়েছেন। *সংবাদ সংস্থা*

অগুস্তা কাণ্ডে

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইয়ের করা মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন অগুস্তা-ওয়েস্টল্যান্ড ভিভিআইপি হেলিকপ্টার ঘুষ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত ব্রিটিশ মধ্যস্থতাকারী ক্রিশ্চিয়ান মিশেল জেমস। এ বারে দিল্লি হাই কোর্টে ইডি-র করা মামলাতেও জামিন মঞ্জুর হল তাঁর। মঙ্গলবার অগুস্তা কাণ্ডে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের ইডি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। *সংবাদ সংস্থা*

এক নজরে

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

যদি কোনও স্কুল বা কলেজ বেআইনি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়, তা হলে তাদের কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশাল'-এ একটি পোস্টে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই আন্দোলনকারীদের কারাবাস হতে পারে বা ফেরত পাঠানো হতে পারে তাঁদের নিজের দেশে। আন্দোলনকারী আমেরিকান হলে তাঁদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার বা গ্রেফতারও করা হতে পারে। যদিও 'বেআইনি' বলতে ঠিক কী বলছেন ট্রাম্প, তা স্পষ্ট নয়।

কিছুটা স্থিতিশীল

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯ দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি পোপ ফ্রান্সিস (৮৮)। সোমবার সকাল থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় 'হাই ফ্লো অক্সিজেন' দেওয়া হচ্ছিল। মঙ্গলবার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও বিপদমুক্ত নন।

গাজ়ায় ফের হামলা শুরু ইজ়রায়েলের

গাজ়া সিটি, ৪ মার্চ: কিছু দিন আগেই হামাসের সঙ্গে প্রথম দফার সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ শেষ হয়েছে ইজ়রায়েলের। বিভিন্ন আশ্রয় শিবির ছেড়ে সদ্য নিজেদের ঘরে ফেরাও শুরু করেছেন গাজ়া ভূখণ্ডের বাসিন্দারা। শুরু হয়েছে রমজানের উপবাস। কিন্তু এর মধ্যেই গাজ়া ভূখণ্ডে যাবতীয় মানবিক ত্রাণ ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে ইজ়রায়েল সরকার। সেই সঙ্গে গাজ়ার বিভিন্ন এলাকায় আকাশ পথে হামলা চালানোও ফের শুরু করেছে ইজ়রায়েলি সামরিক বাহিনী। গত কাল রাফায় ইজ়রায়েলি হামলায় মৃত্যু হয়েছে দুই প্যালেস্টাইনি নাগরিকের। সেই সঙ্গেই দক্ষিণ গাজ়া ভূখণ্ডের খান ইউনিস এলাকায় ইজ়রায়েলের বোমাবর্ষণের জেরে আহত হয়েছেন প্যালেস্টাইনের দুই বাসিন্দা। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাজ়া ভূখণ্ড পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে মিশরের রাজধানী কায়রোয় শুরু হয়েছে আরব দেশগুলির বৈঠক। মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফতে আল-সিসি আজ বলেছেন, শক্তি প্রদর্শন করে গাজ়ায় শান্তি ফেরানো যাবে না। নাম না করে ইজ়রায়েল এবং আমেরিকাকে নিশানা করেছেন তিনি। নতুন করে হামলা শুরু হওয়ায় সন্ত্রস্ত প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষও। এই সবে নিজেদের ভাঙাচোরা বাড়িতে ফিরে সংসার শুরুর পর পরেই ফের আশ্রয় শিবিরে ফেরত যাওয়ার চিন্তা-ভাবনাও শুরু করেছেন অনেকে।

প্রথম দফার সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই গাজ়ায় স্থায়ী শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হামাস নেতারা। সেই মতো গোটা গাজ়া ভূখণ্ড থেকে ইজ়রায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহারের কথা বলছেন তাঁরা। উল্টো দিকে, গাজ়া এবং তার সংলগ্ন এলাকা থেকে হামাসকে সরাতে চায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকার। সেটা না হওয়া পর্যন্ত কোনও স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে যেতে রাজি নয় তারা। উল্টে সামরিক সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে হামাসের হাতে এখনও পণবন্দি ইজ়রায়েলি নাগরিকদের ফেরত পেতে চাইছে তারা।

এ দিকে, এই প্রথম আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, প্রাক্তন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) তদন্ত শুরুর আবেদন জানিয়েছে আমেরিকারই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই তিন জনের বিরুদ্ধেই গাজ়ায় গণহত্যা চালানোয় ইজ়রায়েলকে উস্কানি ও মদত দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা



■ সার্বিয়ান পার্লামেন্টের ভিতরে ধোঁয়া-গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভ বিরোধীদের। মঙ্গলবার বেলগ্রেডে। *রয়টার্স*

সামরিক সাহায্য বন্ধ করল ট্রাম্প সরকার, ক্ষুব্ধ জ়েলেনস্কি

ওয়াশিংটন ডিসি, ৪ মার্চ: ওভাল অফিসে ট্রাম্প-জ়েলেনস্কি উত্তপ্ত বাদানুবাদের পরেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউস সূত্রে দাবি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি শান্তি ফেরাতে চান, সেই জন্যই সামরিক সাহায্য বন্ধ করার এই পদক্ষেপ।

হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিকের কথায়, আপাতত সামরিক সাহায্য বন্ধ রেখে শান্তি ও সমাধানের কোনও পথ খোঁজা যায় কি না, তারই পর্যালোচনা চলছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের দাবি, আমেরিকা চায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে বৈঠকে বসুক ইউক্রেন। সেই জন্যই সামরিক সাহায্য বন্ধ করে প্রকারান্তরে এই চাপ সৃষ্টি করা।

এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাশিয়া, তবে কড়া সমালোচনা করেছে ইউক্রেন। প্রসঙ্গত, সরাসরি তাঁকেই যুদ্ধের জন্য 'দায়ী' করেছেন, 'স্বৈরাচারী শাসকের' তকমা দিয়েছেন, এমনকি নিজের দফতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়ার জন্য চাপও দিয়েছেন ট্রাম্প। আমেরিকা-ইউক্রেন কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকলেও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি বলেছিলেন, 'আমেরিকার সহায়তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।' এই সিদ্ধান্তের পরে অবশ্য সেই সম্পর্ক নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠে গেল।

পাল্টা আমেরিকার সমালোচনা করেছে ইউক্রেন। সে দেশের পার্লামেন্টের বিদেশ দফতরের কমিটির প্রধান ওলেকজ়েন্ডার মেরেজকো দাবি করেছেন, রাশিয়ার কাছে যাতে ইউক্রেন আত্মসমর্পণ করে তাই আমেরিকার এই ধুরন্ধর পরিকল্পনা। তাঁর আরও দাবি, যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে সামরিক সাহায্য বন্ধ করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সাহায্য করছেন ট্রাম্প।

ওলেকজ়েন্ডারের কথায়, এই পুরো বিষয়টি ইউক্রেনের মানুষকে অবসাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এখানে যে আক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে হামলা করার অভিযোগ উঠছে। এই অভিযোগ কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি ১৯৩৮ সালের মিউনিখ চুক্তির থেকেও খারাপ বলে দাবি করেছেন তিনি। বলেছেন, "১৯৩৮ সালে নাৎসি জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়ার খানিকটা অংশ দখল করেছিল। তবে পার্থক্য এটাই, সেখানে বলা হয়নি যে জার্মানির উপরে চেকোস্লোভাকিয়া হামলা করেছে।"

এ দিকে, মঙ্গলবার আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল ক্রেমলিন। পুতিনের দেশের দাবি, এ ভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সংঘাতের সমাপ্তি হবে। ট্রাম্প তো জানিয়েই দিয়েছেন, ইউক্রেনও যত দিন না শান্তি চাইছে, তত দিন সাহায্য বন্ধ থাকবে।

সংবাদ সংস্থা

হাসিনা ফাঁসির মঞ্চে না ওঠা পর্যন্ত ভোট নয়, দাবি ছাত্রদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ মার্চ: কোটা-বিরোধী ছাত্রদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি-র নেতারা সোমবার ফের জানালেন, নতুন সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের দাবি থেকে তাঁরা সরছেন না। দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, "সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গেই গণপরিষদের নির্বাচন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।" দলটির সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, "যত দিন না খুনি হাসিনাকে ফাঁসির মঞ্চে দেখছি, তত দিন যেন কেউ ভুলক্রমেও নির্বাচনের কথা না বলে!"

এ দিন সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাগানে 'জুলাই আন্দোলন'-এ নিহতদের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের কাজ শুরু করেন কোটা-বিরোধী ছাত্রদের নতুন দল এনসিপি-র নেতারা। কিন্তু প্রথম এই ঘোষণাতেই দলটি বাংলাদেশের সম্ভাব্য নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে জটিলতা তৈরি করল বলে মনে করছে বিএনপি। মূলত বিএনপির চাপেই প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মার্চের প্রথমের মধ্যে তা ঘোষণা করার কথা থাকলেও সরকারি ভাবে এখনও তিনি এই দিনক্ষণ ঘোষণা করেননি। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ়-জ়ামানও জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে ইউনূস তাঁকে জানিয়েছেন। ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচনের যে পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন, এটা সেই অনুযায়ীই হচ্ছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার পরে জানান, ডিসেম্বর বলা হলেও সংস্কারের কাজ শেষ করে নির্বাচন করতে করতে আরও তিন মাস, অর্থাৎ মার্চ গড়াতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী অবশ্য গোড়া থেকেই নির্বাচন নিয়ে ধীরে চলার কৌশল নিয়েছে। তাদের সার্বিক সহযোগিতায় তৈরি ছাত্রদের নতুন দল এনসিপি গোড়া থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পরে গৃহীত সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে সওয়াল করছে। এ দিন প্রথম ঘোষণাতেও তারা গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলেছে, যার সদস্যরা নতুন সংবিধান রচনা করবে। একই সঙ্গে এ বার হাসিনার বিচার শেষ করে তার পরে নির্বাচনের দাবিও তুললেন এনসিপি নেতৃত্ব। বিএনপি মনে করছে, এ সবই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের অঙ্গ। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এ দিন সারজিসের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, "নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমরা সবাই চাই হাসিনা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের বিচার হোক। দ্রুত বিচার আদালতে বিচার শেষ করে শাস্তি ঘোষণা করা হোক। কিন্তু তার সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক কী?" বিএনপির এই নেতার কথায়, নির্বাচন পিছোনোর জন্য কোনও অজুহাত তৈরি করা যাবে না।

কোটা-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যে সরকারের সৃষ্টি, সম্প্রতি তারা ওই আন্দোলনে হতাহতদের জন্য স্কুল কলেজে ভর্তিতে কোটার সংস্থান এনে নোটিস জারি করেছিল। এ নিয়ে নানা মহলে বিতর্ক তৈরি হলে সোমবার সরকার জানিয়েছে, এই সংরক্ষণ আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। এ দিনই অন্তর্বর্তী সরকার নতুন এক জন উপদেষ্টা নিয়োগের কথা জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার বুধবার শপথ নেবেন। শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নেবেন তিনি। ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ এত দিন পরিকল্পনা মন্ত্রকের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শুধু পরিকল্পনা মন্ত্রক সামলাবেন।

পাকিস্তানকে মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি ঢাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: বাংলাদেশে এই প্রথমবার পাকিস্তান থেকে একটি জাহাজ ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল নিয়ে ভিড়তে চলেছে মংলা সমুদ্র বন্দরে। এটি প্রথমে চট্টগ্রাম এবং পরবর্তীতে মংলা বন্দরে পৌঁছবে বলে জানা গেছে। কূটনৈতিক শিবিরের মতে, পাঁচ দশকে এই প্রথম পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সরকারি জাহাজকে নিজ বন্দরে ছাড়পত্র দিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার বার্তা দিল ভারতকে। প্রসঙ্গত, এর আগের শেখ হাসিনা সরকার আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানোর জন্য নয়াদিল্লিকে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল।

সূত্রের খবর, বাংলাদেশে জমানা পরিবর্তনের পর চাল আমদানির জন্য ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সরকারি সমঝোতাপত্রে সই হয়েছে। বাসমতি চাল সরবরাহ করছে পাকিস্তানি ট্রেডিং কর্পোরেশন। ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল নিয়ে করাচির পোর্ট কাসিম থেকে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে গত সপ্তাহে। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি সরকারি বাণিজ্য পুনরায় শুরু করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুপরিকল্পিত ভাবে নাক গলিয়ে বৃহত্তর ভারত বিরোধিতার নকশা তৈরি করছে পাকিস্তান। সাউথ ব্লকের কাছে এই মর্মে যে তথ্য এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কূটনীতির অপব্যবহার, ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসার এবং গোপন কিছু কার্যকলাপের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত পাক দূতাবাস তাদের সক্রিয়তা ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছে। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য সংযোগও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। তবে নয়াদিল্লির সূত্রের বক্তব্য, পাকিস্তানের নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন হাঁড়ির হাল। ফলে তারা বাংলাদেশকে নিয়মিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে যাবে এমনটা কার্যত অসম্ভব। এর পিছনে দু'টি সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না ভারতীয় গোয়েন্দারা। প্রথমত, ইসলামাবাদের পিছনে রয়েছে বৃহৎ শক্তি চিন। দ্বিতীয়ত, এই চাল রফতানির বিষয়টি নেহাতই চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। আসলে বাংলাদেশের বন্দরগুলিতে নিজেদের নজরদারি বাড়িয়ে ঘাঁটি গড়তে উৎসাহী পাকিস্তান। তাতে ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে সুবিধা হবে।

আদালতে স্বস্তি মাধবীদের

মুম্বই, ৪ মার্চ: বম্বে হাই কোর্টে স্বস্তি পেলেন সেবি-র প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ। জালিয়াতির মামলায় তাঁর এবং সেবি-র অন্য কয়েক জন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার যে নির্দেশ দিয়েছিল বিশেষ আদালত, বম্বে হাই কোর্ট আজ তা স্থগিত করে দিয়েছে।

১৯৯৪ সালে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে একটি সংস্থাকে নথিভুক্ত করার বিষয়ে গরমিলের অভিযোগ রয়েছে মাধবীদের বিরুদ্ধে। বিশেষ আদালত মাধবী ও অন্য পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য দুর্নীতি দমন শাখাকে নির্দেশ দিয়েছিল। মাধবী ও অন্য দুই অভিযুক্ত সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে গিয়েছিলেন। বম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি এস জি ডিগে আজ বলেছেন, প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে, অভিযোগের বিষয়ে মাধবী ও অন্যদের ভূমিকা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু না বলে এবং বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে পর্যবেক্ষণ না করেই বিশেষ আদালত যান্ত্রিক ভাবে তাদের রায় দিয়েছে। ফলে সেই রায় স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা

এক নজরে

চড়ল সোনার দাম

শুল্ক যুদ্ধের আশঙ্কায় মঙ্গলবার এক ধাক্কায় ১৪০০ টাকা বাড়ল খুচরো পাকা সোনার (২৪ ক্যারাট, ১০ গ্রাম) দাম। হয়েছে ৮৭,০৫০ টাকা। গয়নার সোনাও (২২ ক্যারাট, ১০ গ্রাম) ১৩০০ টাকা বেড়ে পৌঁছেছে ৮২,৭০০ টাকায়। কর নিয়ে যা বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাণিজ্য যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা বাড়াচ্ছে। নিরাপদ লগ্নি হিসেবে সোনাকে বাছছেন মানুষ। তাই বাড়ছে তার দাম।

৭২ হাজারে সূচক

শুল্ক যুদ্ধের আশঙ্কায় মঙ্গলবার পড়ল শেয়ার বাজার। ৯৬.০১ পয়েন্ট নেমে সেনসেক্স থামল ৭২,৯৮৯.৯৩ অঙ্কে। ৩৬.৬৫ পয়েন্ট পড়ে নিফটি ২২,০৮২.৬৫। বিশেষজ্ঞ কমল পারেখ বলছেন, "বিদেশি পুঁজি বার হওয়া বন্ধ না হলে সূচক ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন।"

সংস্থাকে নোটিস

রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ়কে দু'টি ঘটনায় জরিমানা করল কেন্দ্র। বঙ্গোপসাগরের কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় পার্শ্ববর্তী ওএনজিসি-র ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের অভিযোগে জরিমানা ২৪,৫০০ কোটি টাকা। গুজরাতের জামনগরে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যাটারি প্রকল্প সময়ে শেষ না করায় তা ৩.১ কোটি। যা আরও বাড়বে।

নতুন নিয়োগ

নরেশ পাচিসিয়া দু'বছরের জন্য ভারত চেম্বার অব কমার্সের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৬,৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮৭,০৫০
হলমার্ক সোনার গহনা (৯১৬/২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	৮২,৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫,৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫,৯০০

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

ডলার, পাউন্ড, ইউরোর বিনিময় হার

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৮৬.৮৮	৮৭.৯৭
১ পাউন্ড	১০৯.৪৩	১১২.৪০
১ ইউরো	৯০.২৪	৯২.৯৬

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:	৭২,৯৮৯.৯৩ (↓৯৬.০১)
বিএসই ১০০:	২৩,০০৭.৬৪ (↓১৪.৩৩)
নিফটি:	২২,০৮২.৬৫ (↓৩৬.৬৫)

শুল্ক যুদ্ধের দামামা, প্রমাদ গোনা শুরু বিশ্ব অর্থনীতির

ওয়াশিংটন, বেজিং, মেক্সিকো সিটি ও নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: কানাডা, মেক্সিকোর পণ্যে ২৫% এবং চিনের ক্ষেত্রে আরও ১০% যোগ করে মোট ২০% আমদানি শুল্ক বসিয়ে মঙ্গলবার হুমকির খানিকটা বাস্তবায়িত করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তার পরেই তিন দেশের তরফেই গেল পাল্টা তির। আমেরিকার পণ্যে শুল্কের পাঁচিল তোলার কড়া পদক্ষেপ করল চিন, কানাডা, মেক্সিকো। ভারতীয় সময় গভীর রাতে অবশ্য পরিস্থিতি আরও জটিল করে ট্রাম্পের ফের হুমকি, এরও পাল্টা জবাব দেবেন তিনি শুল্ক একই হারে আরও বাড়িয়ে। আপাতত কানাডার জন্যই তাঁর এই হুঙ্কার। তবে বাকিরাও রক্ষা পাবে না বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তাদের প্রশ্ন, এই পাল্টার শেষ কোথায়? এর জেরে আখেরে মানুষই ভুগবেন বলে মনে করছে তারা।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, পুরোদস্তুর শুল্ক যুদ্ধ শুরু হল। ঠিক এটাই কাঁপুনি বাড়াচ্ছিল শেয়ার বাজার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লগ্নিকারীদের। কারণ, এতে মূল্যবৃদ্ধির ফের মাথা তোলার আশঙ্কা থাকায় আমেরিকার নিজের যেমন ক্ষতি হবে, তেমনই দুর্বল হবে বিশ্ব অর্থনীতির ভিত। কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ ফের চড়া মূল্যবৃদ্ধির কবলে পড়তে পারে। বন্ধ হতে পারে সুদ কমানোর রাস্তা। ধাক্কা খেতে পারে আর্থিক বৃদ্ধি।

ভারতের বাণিজ্য মহলের বক্তব্য, আমদানি শুল্ক কমিয়ে, বাণিজ্য আলোচনা চালিয়ে ও সে দেশ থেকে আরও বেশি পণ্য কেনার বার্তা দিয়ে কেন্দ্র কৌশলগত অবস্থান নিতে চাইছে বটে। তবে ট্রাম্পের চড়া শুল্কের হুমকি রয়েছে ভারতের উদ্দেশেও। ফলে এ আজকের ঘটনা পরম্পরায় উদ্বেগ বাড়ছে। তার উপর এই অবস্থায় দেশের বাজারে চাহিদার ঝিমুনি কাটানো মুশকিল। ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে পারে রফতানির বাজারও। উল্টে কিছু বাজারে পাঁচিল ওঠায় বিশেষত ভারতে বিদেশি পণ্যে জোয়ার বেড়ে দেশীয় শিল্পকে আরও বিপাকে ফেলতে পারে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বিশ্ব অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে শুল্ক যুদ্ধ।

সংবাদ সংস্থা

কী নিয়ে বিতর্ক



- আমদানি শুল্ক নিয়ে, যা দেশের বাজারে বিদেশি পণ্যের জোয়ারে নিয়ন্ত্রণ।
- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য, ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ শুল্কছাড়-সহ নানা ভাবে তাঁদের থেকে উপকৃত। কিন্তু আমেরিকার পণ্যেই সব থেকে বেশি শুল্ক বসায়।

উঠছে পাঁচিল

- কানাডা, মেক্সিকোর পণ্যে ২৫% শুল্ক আমেরিকার।
- চিনের পণ্যে ১০% শুল্ক বসেছিল, বেড়ে হল ২০%।
- কৃষিপণ্যে পাল্টা ১৫% পর্যন্ত শুল্ক চিনের।
- ২১ দিন ধরে আমেরিকা থেকে আসা ১৫,৫০০ কোটি ডলারের পণ্যে ২৫% শুল্ক বসাবে কানাডা।
- কানাডা শুল্ক বসালে পাল্টা শুল্কের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের।
- আমেরিকার পণ্যে ২৫% শুল্ক ঘোষণা মেক্সিকোর।

ভারতের দুশ্চিন্তা

- ভারতে আমদানি শুল্ক নিয়ে তোপ ট্রাম্পের।
- শুল্ক বসিয়েছেন সব দেশের ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়ামে।
- এপ্রিল থেকে আরও পণ্যে পাল্টা শুল্কের হুমকি।

দাওয়াইয়ের খোঁজ

- বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা শুরু আমেরিকা-ভারতের।
- বহু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমেছে বাজেটে, আরও পণ্যে কমানোর ইঙ্গিত মোদী সরকারের।
- ট্রাম্পকে অস্ত্র আমদানি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি মোদীর।

নতুন বিদ্যুৎ আইন ও স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

কেন্দ্রের আনা নতুন বিদ্যুৎ আইনকে 'জনবিরোধী' তকমা দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের কাছে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাল এই ক্ষেত্রের গ্রাহক সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজ়িউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। বাড়ি বাড়ি বসতে শুরু করা স্মার্ট মিটার গ্রাহক সমস্যা বাড়াবে বলে অভিযোগ তুলে তা-ও বাতিলের দাবি করেছে তারা।

সংগঠনের আর একটি অভিযোগ, নতুন বিদ্যুৎ আইনে দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মাসুলের মডেল মানুষকে বিপাকে ফেলবে। তাদের বক্তব্য, এই ব্যবস্থায় দিনে মাসুল কম, কিন্তু রাতে বেশি। যা হওয়া উচিত নয়। অবিলম্বে মাসুলের এই মডেল বাতিলের দাবিও জানিয়েছে তারা। সংগঠনের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ বলেন, "স্মার্ট মিটার লাগালে গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহারে নজর রাখতে পারবেন না। তার উপর মিটার প্রি-পেড হলে আরও ক্ষতি হবে।"

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কে বেণুগোপাল ভাট-এর দাবি, কেন্দ্রীয় নির্দেশের পরে সব রাজ্যই স্মার্ট মিটার লাগাতে কার্যত উঠেপড়ে লেগেছে। এই দলে আছে বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলি। যেমন, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ। তাই স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর কাছে দাবি পেশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ১.২৫ লক্ষ স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে বলে বাজেটে দাবি রাজ্যের। তবে প্রশাসন সূত্রের খবর, তা প্রায় ১.৬০ লক্ষ।

যৌথ উদ্যোগে জোর মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

দেশের উন্নতির জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগও জরুরি এবং প্রসার দরকার যৌথ উদ্যোগের, মঙ্গলবার কলকাতায় বণিকসভা ভারত চেম্বারের ১২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই মন্তব্য কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জি কিষণ রেড্ডির। এ দিনই ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) ১৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে রেড্ডির দাবি, মোবাইল ফোনের ব্যাটারি এবং সৌর বিদ্যুতের প্যানেল তৈরির জন্য লিথিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজের চাহিদা রয়েছে দেশে। ৩-৪ বছরের মধ্যে তা মেটানো সম্ভব হবে দেশীয় উৎপাদন দিয়েই।

রেড্ডি দাবি করেন, বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে অর্থনীতির ভিত ইতিমধ্যেই মজবুত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বার আরও এগোতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে জোর দেওয়া জরুরি। কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পিএম প্রসাদ জানান, তাঁরা কয়লা উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দিচ্ছে। ভারত চেম্বারের বিদায়ী সভাপতি এন জি খেতানের মন্তব্য, কেন্দ্রের সাহায্য পেলেই পূর্ব ভারত শিল্পে দ্রুত উন্নতি করবে।

বাড়ছে সোনা বন্ধকী ঋণ, মোদীকে তির বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদীর অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালিয়ে মহিলাদের মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নিতে চাইছে। তবে সরকারি তথ্য বলছে, মোদী জমানায় মহিলাদের সোনা বন্ধক রেখে ধার করতে হচ্ছে।

রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল, গত অর্থবর্ষে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। পাঁচ বছর আগে (২০১৮-১৯) ছিল ২৫,০০০ কোটি। এ বার নীতি আয়োগের রিপোর্টেও দাবি, মহিলারা ২০২৪-এ যতটা ধার করেছেন, তার ৩৮ শতাংশই সোনা বন্ধক রেখে নেওয়া। পাঁচ বছরে তা বেড়েছে ২২%। কংগ্রেসের অভিযোগ, এতে স্পষ্ট গৃহস্থ পরিবার আর্থিক সঙ্কট ও ঋণের ভারে ডুবে। তাই ঘরের সোনা বার করতে হচ্ছে। সঙ্কটের কারণ, রোজগার কমা। যা ক্রয়ক্ষমতা কমাচ্ছে। ফলে বাজারে চাহিদা নেই। কমছে কারখানায় উৎপাদন।

ফেব্রুয়ারিতে দেশে উৎপাদনের সূচক ১৪ মাসের সর্বনিম্ন হয়েছে। আজ মোদীও মেনেছেন উৎপাদনে মন্দার বিষয়টি। বাজেট এবং ছোট-মাঝারি শিল্প নিয়ে এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে শিল্পমহলকে উৎপাদন ও রফতানিতে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, শিল্পকে নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। ভারতে স্থিতিশীল নীতি ও ব্যবসার সহজ পরিবেশ আছে। বিশ্ব বাজারে জোগানের সুযোগও নিতে হবে। পরিসংখ্যান মন্ত্রক সম্প্রতি জানিয়েছে, অক্টোবর-ডিসেম্বরে দেশের অর্থনীতির কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। তবে শিল্প উৎপাদন বাড়াতে বা নতুন লগ্নিতে উৎসাহী নয়। তাই চিন্তা বহাল। উৎসবের মরসুমেও কারখানায় উৎপাদন বেড়েছে সামান্য।

কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, "ভারতের অর্থনীতি মোদীর তৈরি সঙ্কটে ডুবেছে। ২০২৪-এ অর্থনীতির শ্লথ গতির ফলে পাঁচ বছরে স্বর্ণঋণ ৩০০% বেড়েছিল। তা প্রথমবার ১ লক্ষ কোটি টাকা পেরোয়। খারাপ খবর হল, ফেব্রুয়ারিতে আরবিআই জানিয়েছে, বাড়ি-গাড়ি ঋণ বৃদ্ধির হার কমেছে। কিন্তু বিপদে পড়ে সোনা বন্ধক রেখে ধার বাড়ছে। ওই ঋণ ৭১.৩% বেড়েছে। নীতি আয়োগের রিপোর্টেও দাবি, ২০২৪-এ মহিলাদের মোট ঋণের প্রায় ৪০% স্বর্ণঋণ। মোদী সরকারের ভুল নীতিই এর জন্য দায়ী।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা
কলকাতা বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫

০৫.০৩.১৯৮৭
ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজ্ঞানী সি আর রাও।



বাড়িতে যুগলের ঝুলন্ত দেহ, মৃত্যু শিশুপুত্রেরও

নিজস্ব সংবাদদাতা



■ সোমনাথ ও সুমিত্রা রায়।

ঘরের ভিতরে সাদা দেওয়াল জুড়ে পেন্সিল দিয়ে লেখা। তার ঠিক সামনেই গলায় শাড়ির ফাঁসে দু'দিক ফিরে ঝুলছেন স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর কোলের সঙ্গে ওড়না দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা শিশুপুত্র। তারও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। চোখ-মুখের চারপাশ কালচে হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ কসবা থানা এলাকার হালতুর পূর্বপল্লির একটি বাড়িতে বন্ধ দরজা খুলে এই দৃশ্য দেখে কার্যত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিবেশী থেকে দুঁদে পুলিশকর্মীরাও।

ওই দৃশ্য দেখার পরেই লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে খবর পাঠায় কসবা থানা। সেখানে পৌঁছন হোমিসাইড বিভাগের অফিসারেরা। দেহ তিনটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত স্বামী-স্ত্রীর নাম সোমনাথ রায় (৪০) এবং সুমিত্রা রায় (৩৫)। তাঁদের মৃত শিশুপুত্রের বয়স আড়াই বছর। প্রাথমিক ভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ঘরের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখা সুইসাইড নোটে পাঁচ জনের নাম আছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে ট্যাংরা-কাণ্ডে সপরিবার আত্মহত্যার পরিকল্পনা সামনে এসেছিল। এ দিন হালতুর পূর্বপল্লির ঘটনাতেও সেই একই ছায়া।

কসবার ঘটনায় এ দিন রাতে কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত সুমিত্রা রায়ের বাবা বিশ্বনাথ ভৌমিক এবং বোন সুপর্ণা ভৌমিক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রদীপ ঘোষাল এবং নীলিমা ঘোষালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দেওয়ালে লেখা সুইসাইড নোটে ধৃত দু'জনেরও নাম ছিল বলে জানা গিয়েছে। এঁরা দু'জনেই সোমনাথের আত্মীয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে কসবার হালতুর রথতলায় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে থাকতেন পেশায় অটোচালক সোমনাথ। পাশেই তাঁর মামার বাড়ি। সোমনাথের সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা মাসিও ঘর লাগোয়া রান্নাঘরে থাকেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল পেরিয়ে গেলেও সোমনাথ, সুমিত্রাদের আওয়াজ পাননি মাসি। ঘরের দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়াশব্দ না পেয়ে মাসি সোমনাথের মামাকে ডেকে আনেন। মামা এসেও সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের জানান। খবর পাঠানো হয় কসবা থানায়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সোমনাথ ও সুমিত্রাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পুলিশ জানিয়েছে, আজ, বুধবার মৃতদেহগুলির ময়না তদন্ত করা হবে। পুলিশের অনুমান, শিশুপুত্রকে শ্বাসরোধ করে খুন করে তার পরে একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। সোমনাথের পরিবারের তরফেও লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে খবর।

মৃত্যুর কারণ নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘরের দুই দেওয়ালে লেখা সুইসাইড নোটে পরিবারের একাধিক সদস্যের পাশাপাশি কয়েক জন পাওনাদারের নামও উল্লেখ করা আছে। সেই লেখায় মৃত্যুর জন্য মামা ও মামিকে দায়ী করা হয়েছে। এ দিন দেহ উদ্ধারের পরেই সোমনাথের মামা, মামি এবং মাসিকে পুলিশ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমনাথ ছোট থেকেই মামার বাড়িতে থাকতেন। বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হওয়ার পর থেকে মামাবাড়ির পাশেই সোমনাথ থাকতে শুরু করেন। তাঁদের ছেলের শারীরিক সমস্যা ছিল। তার দু'টি অস্ত্রোপচারও হয়। আরও একটি অস্ত্রোপচার বাকি ছিল। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, ছেলের চিকিৎসার জন্য বাজারে মোটা টাকার দেনা হয়েছিল সোমনাথের। প্রতিবেশীদের দাবি, দিন দুয়েক আগে এক পাওনাদার এসে সোমনাথকে হুমকি দিয়েছিলেন।

মেয়ে-জামাই এবং নাতির মৃত্যুর খবরে ঘটনাস্থলে আসেন সুমিত্রার বাবা-মা বিশ্বনাথ ও প্রতিমা ভৌমিক। তাঁরা বলেন, "মেয়ে-জামাই ওদের মামার নামে নালিশ করত। ওখানে ওদের থাকতে সমস্যা হচ্ছিল। আমরা বলেছিলাম, আমাদের বাড়ি চলে আসতে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করুক।'' প্রতিবেশী দেবযানী সাহা, শ্যামলী দাস জানান, সোমনাথ ও তাঁর স্ত্রী কারও সঙ্গে তেমন মিশতেন না। সোমনাথ নিজের মালিকানাধীন অটো রামলাল বাজার-গড়িয়াহাট রুটে চালাতেন। ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত অটো চালাতেন তিনি। বেলায় সেই অটো মুরারি পাইক নামে এক ব্যক্তি চালাতেন। এ দিন মুরারি বলেন, ''সোমবার আমাকে সোমনাথ অটোর চাবি দিয়ে বলেছিল, দিন দুয়েক থাকবে না। এ দিন সকালে অটোর দরজা খুলে দেখি, ভিতরে চারটি পাঁচশো টাকার নোট। কী জন্য দু'হাজার টাকা রাখল, প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি, ও আগেভাগেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিল।'' লালবাজার ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে করলেও তাতে কারও প্ররোচনা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক পুলিশকর্তার কথায়, "পরিবারের সদস্যেরা অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে সুইসাইড নোটে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।''



■ খোঁজ: মধ্যমগ্রামে খুনের ঘটনায় এলাকার একটি পুকুর থেকে খুনে ব্যবহৃত বঁটি উদ্ধার ডুবুরির। মঙ্গলবার।
ছবি: সুদীপ ঘোষ

'অনুকরণ'-এই কি পর পর আত্মহত্যা! প্রচার ছেড়ে পাশে থাকাই জরুরি

নীলোৎপল বিশ্বাস

ট্যাংরা, বেহালার পরে এ বার কসবার হালতু। দিন পনেরোও পেরোয়নি, ফের বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিন জনের দেহ উদ্ধার হল কলকাতায়। ঝুলন্ত স্ত্রীর পাশে আড়াই বছরের ছেলেকে বুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা অবস্থায় ঝুলছিল স্বামীর দেহ। মঙ্গলবার সামনে আসা এই ঘটনাটি প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলে মনে করলেও এর পিছনে কারও ইন্ধন রয়েছে কিনা, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেফতারও করা হয়েছে দু'জনকে। যদিও পর পর এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি 'কপিক্যাট সুইসাইড' (অনুকরণমূলক আত্মহত্যা)-এর প্রবণতা তৈরি হচ্ছে শহরে? সেই কারণেই কি সামনে আসছে পর পর একই রকম ভাবে মৃত্যুর ঘটনা?

লালবাজারের কর্তাদের দাবি, চিন্তায় রয়েছেন তাঁরাও। একই ধরনের ঘটনা লকডাউনের পরে উঠতি অভিনেতা, মডেলদের পর পর মৃত্যুর সময়েও দেখা গিয়েছিল বলে দাবি তাঁদের। যুগ্ম-নগরপাল পদমর্যাদার এক পুলিশকর্তা এ দিন বলেন, "সেই সময়ে কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রতিবেশীদের সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পৌঁছে এক জনকে বাঁচানোর পরে তিনি বলেছিলেন ''ও তো কী সুন্দর পালিয়ে গেল। আমি পারলাম না!'' একই রকম পরিস্থিতিতে অন্য কারও মৃত্যু তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্যাপারটি মারাত্মক।''

মনোরোগ চিকিৎসকদের দাবি, কোনও নির্দিষ্ট কারণে চিন্তায় থাকা মানুষের উপরে একই রকম পরিস্থিতিতে কারও আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার ঘটনা প্রভাব ফেলে আরও বেশি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তখন ভাবতে শুরু করেন, আত্মহননই বোধহয় নিস্তার পাওয়ার সব চেয়ে ভাল উপায়। ওই সময়ে এমন এক মানসিক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে নিজের সন্তানকেও আর বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছে কাজ করে না। পরিবারের যে সদস্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বাকিদের তাতে রাজি করালেন, তিনি ধরে নেন, তাঁর মৃত্যুর পরে সন্তান ভুগবে আরও বেশি। মেরে ফেলার মাধ্যমে তাকে কার্যত মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করতে শুরু করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

মনোরোগ চিকিৎসক রিমা মুখোপাধ্যায় বলছেন, "যে কোনও ব্যক্তি বা পরিবার বহু কারণে সমস্যার মধ্যে থাকতে পারেন। সেই সমস্যার মধ্যেও হয়তো কোনও পরিবার মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার মধ্যেই একই কারণে আত্মহত্যার ঘটনার খবর জানলে সমস্যা তৈরি হয়। তখন হয়তো অনেকে ভাবেন, তাঁদেরও এই রকম করা উচিত। আত্মহত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বদলে এমন প্রচার করার বিরুদ্ধে সচেতন অবস্থান নেওয়া দরকার।'' মনোরোগ চিকিৎসক দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বললেন, "কেউ আত্মহত্যা করেছেন বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন জানা গেলেই ধরে নেওয়া হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয়তো অবসাদে ভুগছিলেন। কিন্তু আত্মহত্যার একাধিক কারণ থাকতে পারে। সেই কারণগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। শুধু অবসাদে ছিলেন, তাই আত্মহত্যা করেছেন, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। আত্মহত্যার খবরের প্রচার করা ছেড়ে আশপাশে এমন ব্যক্তি বা পরিবার রয়েছে কিনা, সে দিকে নজর রাখা দরকার। সব সময়ে সুরাহার পথ দেখাতে না পারলেও সমস্যা শুনতে এগিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।''

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কোনও ব্যক্তির ব্যবহারিক বদল এসেছে কিনা, অন্যদের থেকে নিজেদের কোনও পরিবার বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে কিনা, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনোরোগ চিকিৎসক জয়রঞ্জন রামের দাবি, এর সঙ্গেই এ ব্যাপারে চাই সচেতনতামূলক সরকারি প্রচার। মৃত্যুর ঘটনার প্রচার ছেড়ে কোনও পরিবার কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াল, সেই ধরনের গল্প সামনে আনা এই মুহূর্তে আরও বেশি জরুরি।

দিনকয়েক আগেই ৭১ বছরের স্ত্রীকে নিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিউ টাউনের বাসিন্দা ৭৮ বছরের এক বৃদ্ধ। তাঁদের পুত্র কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। সম্প্রতি সেখানেই পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে সেই পুত্র এখন শয্যাশায়ী। ঘটনার পর থেকেই নিজেদের গুটিয়ে নিতে শুরু করেন বয়স্ক দম্পতি। প্রাতর্ভ্রমণ, প্রবীণদের আড্ডাতেও যাওয়া বন্ধ করে দেন। এর পরে এক দিন অনেকগুলি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেন তাঁরা। কিন্তু বেঁচে ফিরে ওই দম্পতি জানাচ্ছেন, ছেলের ঠিক করে দেওয়া একটি সংস্থা থেকে তাঁদের খোঁজখবর নিতে লোক আসত। কিন্তু শয্যাশায়ী হওয়ার পরে টাকা দিতে না পারায় সেই সংস্থা লোক পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ছেলের দায়িত্ব নেওয়ার বদলে নিজেরাই বোঝা হয়ে গিয়েছেন বলে তাঁদের মনে হতে শুরু করে। সেই থেকেই বেছে নেন চরম পথ। কিন্তু বৃদ্ধা বললেন, "ছেলেকে এখন কথা দিয়েছি, ঠিক থাকব। ছেলে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসছে। কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে হালকা হয়েছি। নিজেদের বুঝিয়েছি, কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়েই যাবে।''

প্রৌঢ়ার দেহ কাটার বঁটি মিলল পুকুর থেকে, উদ্ধার আরও অস্ত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা

মধ্যমগ্রাম-কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহ কাটার সেই বঁটি উদ্ধার করল পুলিশ।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার মধ্যমগ্রামের দক্ষিণ বীরেশপল্লিতে আত্মীয়ার বাড়িতে এসে খুন হন সুমিতা ঘোষ নামে এক প্রৌঢ়া। খুনের ঘটনার দু'দিন পরে গোড়ালি কেটে দেহটি ট্রলি ব্যাগে ভরে গঙ্গায় ফেলতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফাল্গুনী ঘোষ ও তার মা আরতি ঘোষ। সুমিতা সম্পর্কে ফাল্গুনীর পিসিশাশুড়ি। প্রথমে কলকাতা পুলিশ জানিয়েছিল, সুমিতার সম্পত্তি হাতাতেই তাঁকে খুন করে ফাল্গুনী। সুমিতার দেহ ট্রলি ব্যাগে ভরতে বঁটি দিয়ে তাঁর পায়ের অংশ গোড়ালি থেকে আরতি কেটে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ফাল্গুনীদের বাড়ির সামনে পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে বঁটি উদ্ধার করা হয়।

এ দিন বেলা ১১টা নাগাদ দক্ষিণ বীরেশপল্লির ওই পুকুরে পুলিশের উপস্থিতিতে ডুবুরি নামে। সেখানে হাজির করানো হয়েছিল ফাল্গুনী ও আরতিকে। পুলিশি জেরায় আরতি জানিয়েছিল, সুমিতার দেহ কাটার পরে ওই বঁটি তারা পুকুরে ফেলেছে। তবে, বঁটির পাশাপাশি একটি কাটারি এবং একটি হাতুড়িও পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে। ফাল্গুনী ও আরতি পুলিশকে বঁটি কোথায় ফেলেছে দেখালেও কাটারি ও হাতুড়িটি তাদের নয় বলেই দাবি করেছে। সেই সঙ্গে একটি ছুরিরও খোঁজ করছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের দাবি, আরতি জেরায় স্বীকার করেছে যে, সুমিতার দেহ সে-ই কেটেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পায়ের হাড়, গোড়ালি শুধুই বঁটি দিয়ে কাটা হয়েছিল কি? তদন্তকারীদের দাবি, সুমিতার পা কাটার আগে পায়ের হাড় ভাঙতে ওই হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পরে পায়ের মাংস কাটতে ব্যবহার করা হয় বঁটি এবং কাটারি, এমনকি ছুরিও।

আপাতত সাত দিনের জন্য মা ও মেয়েকে হেফাজতে পেয়েছে পুলিশ। আজ, বুধবার বীরেশপল্লিতে দু'জনকে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাতে পারেন তদন্তকারীরা।

বারাসত পুলিশ জেলার সুপার প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া জানান, ফাল্গুনী ও আরতি স্বীকার করেছে, ওই এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নোয়াই খালে তারা সুমিতার রক্তমাখা পোশাক ফেলেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে সুমিতার দেহ ভরা ট্রলি ব্যাগ নিয়ে বেরোনোর আগে মা-মেয়ে আরও একটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে খালের দিকে যাচ্ছে। যদিও এ দিন নোয়াই খালে ডুবুরি নামিয়েও সুমিতার পোশাক পাওয়া যায়নি। পুলিশের দাবি, ফাল্গুনী ও আরতি জানিয়েছে, অন্য ট্রলি ব্যাগটি বাড়িতে রয়েছে।

কলকাতা পুলিশ আগে জানিয়েছিল, সুমিতাকে খুন করা হয় সম্পত্তির লোভে। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ফাল্গুনীর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছিল। ফলে ঝগড়ার সময়ে রাগের বশে ফাল্গুনী যে পিসিশাশুড়িকে খুন করেনি, তা মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশও জানাচ্ছে। তদন্তকারীরা জেনেছেন, প্রথমে সুমিতার দেহ বাড়ির ট্রলি ব্যাগে ভরতে চেয়েছিল অভিযুক্তেরা। কিন্তু সেটি মাপে ছোট হওয়ায় খুনের পরের দিনই তারা বড় ট্রলি ব্যাগ কিনতে বড়বাজারে গিয়েছিল।

টোটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে উল্টোল অটো, মৃত্যু পরীক্ষার্থীর মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা

ব্যারাকপুর: ভিড় রাস্তায় অটোর বেপরোয়া গতি আর নির্লিপ্ত ভাবে রাস্তা জুড়ে চলা টোটো নিয়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দাদের অভিযোগ ভূরি ভূরি। কিন্তু প্রশাসন যে বিষয়টি নিয়ে কড়া হতে পারেনি, মঙ্গলবার কার্যত তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এ দিন অটো ও টোটোর রেষারেষির জেরে মৃত্যু হল আইসিএসই-র দশম শ্রেণির এক পরীক্ষার্থীর মায়ের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম শিউলি সেনগুপ্ত (৩৯)। তাঁর মেয়ে সৃজা সোদপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী। সৃজার আইসিএসই পরীক্ষার সিট পড়েছে শ্যামনগর আতপুরের একটি স্কুলে।

ঘোলার বাসিন্দা শিউলি এ দিন সকালে মেয়েকে নিয়ে সোদপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে করে শ্যামনগরে আসেন। স্টেশনের সামনে থেকে আতপুরের স্কুলে যাওয়ার জন্য একটি অটোয় ওঠেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন আরও দুই অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে আসা আরও কয়েক জন পরীক্ষার্থী ছিল পিছনের একটি অটোয়। অভিযোগ, শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ের কাছে যানজটের মধ্যেই পাশাপাশি যাওয়া একটি টোটোর বাঁ দিক দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে গিয়ে আচমকা ব্রেক কষে শিউলিদের অটোটি। ব্রেক কষার অভিঘাতে সেটি উল্টে যায়। লোহার রডের আঘাত লাগে চালকের পাশে বসা শিউলির মাথায় ও ঘাড়ে। জখম হয় পিছনের আসনে বসা সৃজা-সহ বাকিরাও।

ভিড় রাস্তায় এ ভাবে অটো উল্টে যাওয়ায় পিছনে থাকা অন্য যানবাহন থেকে নেমে পড়েন যাত্রীরা। জখম ছ'জনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে পরীক্ষার্থীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অচেতন শিউলিকে নিয়ে অন্য অভিভাবকেরা ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে, পরীক্ষা চলাকালীন মায়ের মৃত্যুর খবর সৃজাকে জানানো হয়নি।

অটোয় পাঁচ জনের বেশি যাত্রী তোলার নিয়ম নেই। চালকের ডান দিকে কোনও যাত্রীকে বসানোও বেআইনি। কিন্তু জনবহুল পথে এই নিয়ম মানার বালাই অটো-টোটোর চালকদের থাকে না বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। নিয়ম ভাঙার অভিযোগে অটোচালক আফজল আলিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। নিয়ম ভেঙে অটো-টোটো চালালে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যান চলাচল বরদাস্ত করা যাবে না।''

তিনটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

সরকারি নিয়ম না মেনে, রাস্তা দখল করে গড়ে উঠছিল ক্লাব। কোথাও দোকানের অংশ বাড়ানো হয়েছিল। সোমবার বেলঘরিয়া থানাকে নিয়ে এমনই তিনটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙল কামারহাটি পুরসভা। সূত্রের খবর, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি ক্লাব ও বেলঘরিয়া ২ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানের অংশ নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে বাড়ানো হয়। রাস্তার একাংশ দখল করে তৈরি হচ্ছিল একটি ঘর। কিছু দিন ধরে অভিযোগ পেয়ে আধিকারিকদের পাঠিয়ে পরিদর্শন করিয়ে রিপোর্ট নেয় পুরসভা। তার পরেই তিনটি নির্মাণ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, বেআইনি নির্মাণের নেপথ্যে শাসকদলের নেতাদের মদত ছিল। কামারহাটির পুরপ্রধান, তৃণমূলের গোপাল সাহা বলেন, "মানুষের অসুবিধা করে বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না।''

নাবালিকার প্রসব, ধর্ষণ হয়েছে সন্দেহে অপরাধীর খোঁজ পেতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রসূতিদের খোঁজখবর নিতে গিয়ে উত্তর শহরতলির একটি এলাকায় বছর বারোর এক অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার হদিস পেয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখনই তার প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছিল। দিনকয়েক আগে সেই নাবালিকা এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ভয়ে সে মুখ খুলছে না। ঘটনার তদন্ত করে দেখতে উত্তর ২৪ পরগনার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, বিধাননগরের নগরপাল এবং উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি।

গত শুক্রবার বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ওই নাবালিকার প্রসব হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, ওই দিন খুব ভোরে তাঁদের কাছে খবর আসে যে, মেয়েটির প্রসব-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে তাঁরা তাকে নিয়ে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ছোটেন। সেখানে সকালে নাবালিকার প্রসব হয়। আপাতত মা ও তার শিশুকন্যা সেখানেই ভর্তি। মেয়েটির প্রতিবেশীরা জানান, সে তার সৎবাবার সঙ্গে থাকে। পুরপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেও ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি বলেই বাসিন্দাদের দাবি। প্রসবের পরে আপাতত নাবালিকা ও তার সন্তানকে হাসপাতালেই রেখে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পকসো আইন মেনেই ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হবে। নাবালিকা যাতে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে, সে দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।

নাবালিকার বাড়ি যেখানে, সেই ওয়ার্ডের দুই স্বাস্থ্যকর্মী মিঠু বিশ্বাস ও নমিতা রাজবংশী বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের খবরাখবর নেওয়ার সময়ে ওই নাবালিকার খোঁজ পান। প্রতিবেশীরাই তাঁদের খবর দেন যে, মেয়েটি অসুস্থ। অনেক দিন বাড়ি থেকে বেরোয় না। সেই খবর জেনে ওই দুই স্বাস্থ্যকর্মী নাবালিকার বাড়ি গিয়ে তাকে পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন যে, সে সন্তানসম্ভবা। প্রসবের সময় এগিয়ে এসেছে।

ওই স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, আচমকা প্রসব-যন্ত্রণা শুরু হলে নাবালিকার সমস্যা বাড়তে পারে ভেবে তাঁরা নিজেদের ফোন নম্বর তাকে দিয়ে আসেন। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি বলেন, "দুই স্বাস্থ্যকর্মীর তৎপরতায় মেয়েটির জীবন বেঁচেছে। তার ফোন পেয়ে ওই ভোরে মিঠু ও নমিতা মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছে তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটেন এবং প্রসব করান। তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। মেয়েটির এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে, সেটা সামনে আসা দরকার। আমি নগরপাল-সহ প্রশাসনের সব স্তরেই ঘটনাটি জানিয়েছি। মেয়েটি ভয়ে কাউকে কিছু বলছে না।''

ওই দুই স্বাস্থ্যকর্মীর অভিযোগ, প্রসব-যন্ত্রণা শুরু হলেও মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। আধার কার্ড সঙ্গে না থাকায় ওকে প্রথমে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নমিতা বলেন, "মেয়েটি বাড়ি ফিরে আমাকে ফোন করে। আমরা অটো নিয়ে ওর বাড়িতে যাই। তার পরে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে বলা হয়, চিকিৎসক নেই। আমরা পুরপ্রতিনিধিকে ঘটনাটি জানাই। উনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। প্রসবের সময়ে আমরা এবং হাসপাতালের এক জন নার্স ছিলেন। কোনও চিকিৎসক ছিলেন না।'' যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, মেয়েটিকে ঠিক সময়েই ভর্তি করা হয়েছিল। তার পরিচয়পত্র দেখাটাও জরুরি ছিল। যে হেতু স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে, তাই কোনও চিকিৎসককে রাখা হয়নি।

গুণমানের পরীক্ষায় পাশ করতে ব্যর্থ দেশের ১৪৪টি ওষুধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করল প্রায় ১৪৪টি ওষুধ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাজার থেকে সংগ্রহ করা নমুনা পরীক্ষার পরে অনুত্তীর্ণ হওয়া ওষুধের তালিকা প্রকাশ করল 'সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজ়েশন' (সিডিএসসিও)। যার মধ্যে জ্বর, মাথা ব্যথা, রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ থেকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ রয়েছে। আবার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনের নামও রয়েছে ওই তালিকায়।

জানা যাচ্ছে, গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাজার থেকে ওই সমস্ত ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করেন ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকেরা। সেগুলি বিভিন্ন রাজ্যের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করানো হয়। প্রায় এক মাস ধরে সেই প্রক্রিয়া চলার পরে সমস্ত রিপোর্ট জমা পড়ে সিডিএসসিও-তে। তার পরেই সোমবার তালিকা প্রকাশ করে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাশ করতে না পারা ওষুধের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দেহরাদূন, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দরাবাদের পাশাপাশি চিনের একাধিক সংস্থার তৈরি ওষুধও রয়েছে।

সূত্রের খবর, মোট ১৪৪টি ওষুধের মধ্যে কর্নাটকের বাজার থেকে সংগৃহীত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের ১৬টি ব্যাচের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট রয়েছে। সেগুলির পরীক্ষা হয়েছিল কর্নাটকের পরীক্ষাগারে। অন্য দু'টি ব্যাচের স্যালাইন পরীক্ষা করানো হয়েছিল গুয়াহাটির পরীক্ষাগারে। আবার মোট ১৪৪টি ওষুধের মধ্যে কলকাতার পরীক্ষাগারে ফেল করেছে ২৬টি ওষুধ। সূত্রের খবর, তার মধ্যে দু'টি বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের দু'টি ওষুধও রয়েছে। এমনকি, বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি একটি অ্যান্টি ব্যাক্টিরিয়াল ইনজেকশনও রয়েছে।

সিডিএসসিও সূত্রের খবর, ফেল করা ওষুধগুলির কোনওটির গুণমান ঠিক নেই, কোনওটিতে মিলেছে ব্যাক্টিরিয়া, আবার কোনও ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে পরিশোধন প্রক্রিয়া ঠিক ভাবে মানা হয়নি। সিডিএসসিও-র আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, প্রায় ১১টি রাজ্যের পরীক্ষাগারে নমুনাগুলির গুণমান পরীক্ষা করানো হয়। সেই অনুত্তীর্ণ ওষুধের তালিকায় রয়েছে জ্বর, গ্যাস-অম্বল, যকৃৎ, স্ত্রী-রোগ, স্নায়ু রোগ, রক্ত তরল রাখা, নিউমোনিয়া, ব্যথা, থাইরয়েড, শিশুদের সর্দি-কাশি, রেচনতন্ত্রের সংক্রমণ, গলার সংক্রমণ, খুসকি, ত্বকের সংক্রমণ, রক্তপাত বন্ধের একাধিক ট্যাবলেট থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিক, মলম, সিরাপ ও ইনজেকশন। বাদ নেই ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার তৈরি শ্যাম্পু, সাবানও।

কেন্দ্রীয় ওই সংস্থার এক আধিকারিকের কথায়, "প্রতিনিয়ত নজরদারির অংশ হিসাবে দোকান ও পাইকারি সংস্থার কাছ থেকে ওষুধগুলির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ফেল করা ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাচ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।''

রিঙ্গার্স ল্যাকটেটের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের অনেক ওষুধের মানই ঠিক নেই বলে জানা গিয়েছে। সংস্থার অন্যতম ম্যানেজার নীলু ত্রিপাঠী বলেন, "এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোল কিছু জানতে চাইলে আমাদের ফার্মাসিস্টরা যা রিপোর্ট দেন, তা ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়। এর বাইরে কিছু বলার নেই।''

প্রসঙ্গত, চোপড়ার সোনাপুরে তিনমাইলহাটে রিঙ্গার্স ল্যাকটেটের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মেদিনীপুরে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনাতেও ওই স্যালাইনের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার আগে কর্নাটকেও একই অভিযোগ ওঠে। এ রাজ্যে সেটির ব্যবহার বন্ধ করা হয়।

এক নজরে

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বন্ধ চার দিন

সিগন্যালিং সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রয়োজনে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত তৃতীয় দফায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই সময়ে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড এবং শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ, কোনও পথেই পরিষেবা মিলবে না। মেট্রোর পক্ষ থেকে গত দেড় মাসে এই নিয়ে তৃতীয় বার এ ভাবে পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। মেট্রো সূত্রের খবর, শুক্রবার এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান এবং শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পথে প্রান্তিক স্টেশন থেকে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটায়। সোমবার ওই দুই মেট্রোপথে দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল আটটায়।

দেহ উদ্ধার

কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গরফা রেল সেতুর কাছ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল। তাঁর মাথা ও মুখ থেঁতলানো ছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এ দিন স্থানীয়েরা দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, বছর ৪৫-এর ওই ব্যক্তি ভবঘুরে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির পাশ দিয়ে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময়ে তিনি নিজেকে বাঁচাতে কোনও ভাবে রাস্তার ধারে রেলিংয়ের উপরে পড়ে যান। তখনই তাঁর মাথা ও মুখ থেঁতলে যায়।

'যৌন হেনস্থা'

স্কুল চলাকালীন এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দমদম থানা এলাকায়। মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হতে স্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রতিবাদে সরব হন অন্য পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। অভিযোগ, স্কুলে ভাঙচুরও চালানো হয়। এ দিন দুপুরে ছাত্রীটির পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ছাত্রীটির মা অভিযোগে জানিয়েছেন, সোমবার স্কুল চলাকালীন তাঁর মেয়েকে যৌন হেনস্থা করেন প্রধান শিক্ষক। মহিলার ছেলেও ওই স্কুলে পড়ে। মায়ের অভিযোগ, সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর করা হয়। এই অভিযোগও উঠেছে যে, স্কুলের অন্য পড়ুয়ারা বাকি শিক্ষকদের বিষয়টি জানালেও সুরাহা মেলেনি। এ দিন অবশ্য অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুলে দেখা যায়নি। স্থানীয় পুরসভার এক কর্তা জানান, পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ পদক্ষেপ করবে।

স্মারকলিপি পেশ

অবিলম্বে শিক্ষকদের সাধারণ বদলির আবেদন চালু করার দাবি-সহ ১০ দফা দাবিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব এবং কমিশনারকে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। তাদের দাবি, সাধারণ বদলি এবং আপস বদলি সংক্রান্ত সমস্যার অবিলম্বে সমাধান করতে হবে। আপস বদলি তিন জন শিক্ষকের মধ্যে হলে ভাল হয় বলেও দাবি করেছে ওই সংগঠন।

আজ

বিবিধ

চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি (৫৫, গড়িয়াহাট রোড, প্রেসিডেন্সি কোর্ট): ২-৬টা। নিখিল বিশ্বাসের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **বিড়লা অ্যাকাডেমি:** ৬টা। 'জার্নি অব শুভাপ্রসন্ন'। আয়োজনে আই উইদিন আর্ট। **তেজস আর্ট গ্যালারি** (২২২, এ জে সি বসু রোড): ৬-৩০ (অন্য দিন ১২— ৭-৩০)। প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। **শরৎ বাসভবন:** ৪টে। বসন্ত উৎসব। আয়োজনে বাহার সুরঝর্না ও আনন্দী বাচিক সংস্থা। **রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন:** ৪টে। বসন্ত উৎসব। আয়োজনে গীত সঙ্গীত। **রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (এন্টালি):** ৫-৩০। 'সৎ প্রসঙ্গ' বিষয়ে রাজেশ বসু। **রোটারি সদন:** ২টো। 'শক্তিরূপেণ'। নারী ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আলোচনায় অলকানন্দা রায়, প্রীতিকণা গোস্বামী, সবুজকলি সেন ও সুদেষ্ণা রায়। আয়োজনে আকাশবাণী কলকাতা।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এক নজরে

চিকিৎসককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ

পুর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে এক রোগীকে সরকারি হাসপাতালের বদলে নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করানোর প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে শো-কজ় করা হয়েছে। তিনি জবাবও দিয়েছেন। দক্ষিণ দমদম পুর হাসপাতালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এক পুরকর্তার অভিযোগ, তাঁর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, এক অন্তঃসত্ত্বা ওই হাসপাতালে যান। প্রসবের জন্য তাঁকে জানুয়ারি মাসের একটি তারিখ দেওয়া হয়। তবে তার আগেই তাঁকে পুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, তখন অভিযুক্ত চিকিৎসক দম্পতিকে জানান, ওই অবস্থায় অস্ত্রোপচার করা ঝুঁকিপূর্ণ। পুর হাসপাতালে সেই পরিকাঠামো নেই বলে তাঁদের নার্সিংহোমে যাওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। যদিও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের দাবি, সম্ভাব্য তারিখের আগেই ওই প্রসূতিকে পুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। সে দিন প্রসূতির পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। তিনি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান পরিষদ (স্বাস্থ্য) সঞ্জয় দাস বলেন, ‘‘চিকিৎসককে শো-কজ় করা হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে পদক্ষেপ করা হবে।’’

অগ্নিদগ্ধ চার

পোস্তা এলাকার একটি হোটেলে আগুন লেগে জখম হলেন চার জন। সোমবার সন্ধ্যার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, পোস্তা থানা এলাকার কলাকার স্ট্রিটে ছ'তলা ওই হোটেলের নীচের তলা থেকে সোমবার গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, আগুনে দগ্ধ হন চার জন। তাঁদের মধ্যে দু'জন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শরীরের ৩০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। দমকলের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে এই বিপত্তি।

জেল হেফাজত

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক মহিলার মাথায় হাতুড়ি মারার অভিযোগে বৌবাজার থানার হাতে গ্রেফতার হওয়া পায়েল চক্রবর্তীকে মঙ্গলবার ১৭ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠাল কলকাতার এসিজেএম (২) আদালত। এই ঘটনায় আর এক অভিযুক্ত, আক্রান্ত প্রিয়াঙ্কা মজুমদারের স্বামী, ধৃত সৌরভ বৈদ্যকে আদালত অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে। প্রসঙ্গত, আগেই সৌরভের বিরুদ্ধে বেলঘরিয়া থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন প্রিয়াঙ্কা। সৌরভ, প্রিয়াঙ্কা এবং পায়েল— তিন জনেই মেডিক্যাল রিপ্রেজ়েন্টেটিভ। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, তাঁর স্বামীর সঙ্গে পায়েলের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। সৌরভ ও পায়েলকে হাতেনাতে ধরতে সোমবার মেডিক্যাল কলেজে হাজির হন প্রিয়াঙ্কা। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন প্রিয়াঙ্কার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে পায়েল। সেই হাতুড়িটি উদ্ধার হয়েছে।

বাস-জট কাটাতে

রাস্তায় বেসরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে জট কাটাতে মঙ্গলবার পরিবহণ ভবনে একাধিক বাসমালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন পরিবহণ সচিব ও দফতরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা। কলকাতা সংলগ্ন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন রুটে বাসের পারমিট পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানান মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তা কাটানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। এ দিনই ১৫ বছরের পুরনো বাসের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। এই মামলায় ১৫ বছরের পুরনো বাসের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান জানিয়ে হলফনামা এখনও জমা পড়েনি। এ দিন রাজ্যের তরফে আরও সময় চাওয়া হলে বিচারপতি তা মানতে চাননি। আগামী শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যকে অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে। সে দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি।

দেহ উদ্ধার

এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বসিতামুনি ঠাকুর (৭০)। বাড়ি বেহালার পর্ণশ্রীতে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার পর্ণশ্রীর উপেন ব্যানার্জি রোডে একটি সাততলা বহুতলের তেতলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় দেহটি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

দুষ্কৃতী কার্যকলাপ ঠেকাতে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ধরপাকড়

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল হিসাবে শীর্ষে থাকা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে গত কয়েক মাসে বোমা-গুলির শব্দ কমেছিল বটে, কিন্তু গোপনে আবারও নতুন করে দুষ্কৃতী-তৎপরতা বৃদ্ধির খবর মিলছিল। তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ব্যারাকপুর সিটি পুলিশ কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরি করে ধরপাকড় শুরু করেছে।

গত কয়েক মাসে নতুন করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক শত্রুতা ও তলে তলে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বেড়েছে বলে খবর পায় প্রশাসন। অলোক রাজোরিয়াকে সরিয়ে নগরপাল পদে আনা হয় প্রাক্তন যুগ্ম নগরপাল অজয় ঠাকুরকে। বিধানসভা ভোটের আগে যাতে রাজনৈতিক অশান্তি না ছড়ায়, সে দিকেও কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকা দুষ্কৃতীমুক্ত করতে পুলিশ কতটা সক্রিয়, খোদ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার তা দেখছেন বলেও খবর। সম্প্রতি বেলঘরিয়া থানায় এসে নগরপাল-সহ পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকও করেন ডিজি। যদিও সে বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের কর্তারা।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মোট ২৫টি থানাকে নিজেদের এলাকার দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রায় ৩০০ জন সক্রিয় দুষ্কৃতীর নাম উঠে এসেছে। এদের মধ্যে কারা জেলে রয়েছে, কারা এলাকায় রয়েছে কিংবা অন্য জেলা বা রাজ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন কোনও দুষ্কৃতী মাথাচাড়া দিচ্ছে কিনা, তা-ও দেখতে সমস্ত থানার ওসিদের নির্দেশ দিয়েছেন নগরপাল। গোয়েন্দা বিভাগকেও সক্রিয় করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে টিটাগড়ের কুখ্যাত দুষ্কৃতী শাহজাদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিহারের কুখ্যাত দুষ্কৃতী সুবোধ সিংহ বহু আগে টিটাগড়ে ওই দুষ্কৃতীর আশ্রয়ে ছিল। তবে, বছরকয়েক আগে থেকে টিটাগড়ে থাকছিল না শাহজাদা। তার বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। টিটাগড়ে না থাকলেও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের উপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল ওই পুরনো দুষ্কৃতীর। অন্য দিকে, খুনের আসামি ভাসান ওরফে অজিত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে ঘোলা থানা। নিউ ব্যারাকপুর থানা গ্রেফতার করেছে শাহবাজ খানের মতো কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে। এ ছাড়া, মাঝারি গোত্রের আরও কিছু দুষ্কৃতীকে ধরা হয়েছে। নগরপাল বলেন, ‘‘কোনও দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে যা পদক্ষেপ করার, সেটাই করা হচ্ছে।’’

সূত্রের খবর, রাজনৈতিক নেতারাই বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখতে দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করছিলেন। সম্প্রতি খড়দহের উপ-পুরপ্রধানকে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে গুলি করে মারার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। ভাটপাড়া, টিটাগড়, পানিহাটি, কামারহাটিতে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের অভিযোগ, তাঁদেরই দলের অপর পক্ষ ৭০ শতাংশ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। নতুন মুখ যাতে রাজনীতিতে উঠে আসতে না পারে, তার জন্য বিভিন্ন এলাকায় হুমকি, ভয় দেখানোর অভিযোগও রয়েছে বিশেষ ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাই বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিকে পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হয়েছে। তার পরেও তাঁরা কতটা সুরক্ষিত, তা নিয়ে সংশয় রয়েইছে।



বেহাল: দীর্ঘদিন ধরে এ ভাবেই পড়ে রয়েছে শিবপুর লঞ্চঘাটের ভাঙা জেটি। মঙ্গলবার। ছবি: *দীপঙ্কর মজুমদার*

আসেনি ট্রলার, শিবপুর লঞ্চঘাটের জেটি সারাতে বিপাকে শ্রমিকেরা

দেবাশিস দাশ

এক বছর আগে বানের তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল হাওড়ার শিবপুর লঞ্চঘাটের জেটি। সেই জেটির গ্যাংওয়ে (যার উপর দিয়ে হেঁটে লঞ্চে উঠতে হয়) গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছিল, আর পন্টুন ভেসে গিয়েছিল গঙ্গায়। প্রায় এক বছর পরে গঙ্গা থেকে সেই গ্যাংওয়ে উদ্ধার করতে এসে বিপাকে পড়েছেন রাজ্য ভূতল পরিবহণ নিগমের ঠিকা শ্রমিকেরা। গত শনিবার থেকে কাজ শুরুর কথা থাকলেও যন্ত্রাংশ নিয়ে ট্রলার না আসায় নদীতীরে দিন চারেক অপেক্ষা করেন তাঁরা। এর পরে দেখা যায়, ট্রলারের বদলে এসেছে একটি ডিঙি নৌকা! ফলে স্বাভাবিক ভাবে কাজ শুরু না হওয়ায় মাথায় হাত ঠিকাদারের।

গত ১০ বছরে অন্তত বার চারেক ভরা কটাল বা বড় বানের তোড়ে বার বার ভেঙে গিয়েছে শিবপুর লঞ্চঘাটের জেটি। গত বছরের মার্চে বানের তোড়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল জেটির। তখন থেকে বন্ধ হয়ে যায় শিবপুর থেকে লঞ্চ চলাচল। সমস্যায় পড়েন কয়েক হাজার নিত্যযাত্রী।

অভিযোগ, গত এক বছর ধরে হাওড়ার অন্যতম ব্যস্ত এই ফেরিঘাটটি বন্ধ থাকলেও কোনও ব্যবস্থাই নেননি হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা। আর্থিক সমস্যায় ধুঁকতে থাকা সমিতির কর্তারা অবশ্য এর দায় ঠেলছেন রাজ্য পরিবহণ দফতরের উপরে।

এ বিষয়ে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির অধিকর্তা অজয় দে বলেন, ‘‘এই সব মেরামতির কাজ সাধারণত পরিবহণ দফতর করে থাকে। আমরা দফতরের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ রেখেছিলাম। ওদের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় গোলমাল ছিল। এখন মিটে গিয়েছে।’’

কিন্তু টেন্ডার-সমস্যা মিটলেও কাজে নেমে শ্রমিকেরা যে ট্রলার না আসায় স্রেফ বসে রয়েছেন, সে খবরই রাখেননি ওই সমিতির চেয়ারম্যান বাপি মান্না। তিনি বলেন, ‘‘এটা আমি জানতাম না। আমি ফেরিঘাটে গিয়ে পরিবহণ দফতরের সঙ্গে আজই কথা বলব।’’

এই গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাট নিয়ে গত দেড় দশক ধরে রাজ্য পরিবহণ দফতর বা হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি দায়সারা মনোভাব দেখিয়েছে বলেও অভিযোগ। যদিও নবান্নে রাজ্যের প্রধান সচিবালয় হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সরকারি কর্মীদের সহজে নবান্নে পৌঁছতে শিবপুর লঞ্চঘাটকে সাজাতে হবে। এ জন্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সেচমন্ত্রী থাকার সময়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই লঞ্চঘাটটির আধুনিকীকরণও করা হয়।

এর পরে ২০১৯ সালে বানের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফের ১০ কোটি টাকা খরচ করে জেটি মেরামত করা হয়। তবে গত ১০ বছরে বার বার বানের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে ওই জেটির গ্যাংওয়ে। ফলে একাধিক বার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওই ঘাটটি।

এ বারও ক্ষতির পরিমাণ যে অনেকটাই, তা মানছেন ওই ঘাটে মেরামতির কাজে আসা ঠিকাদার মেহের আলি। তিনি বলেন, ‘‘গঙ্গায় ডুবে থাকা গ্যাংওয়ে তুলতেই চার লক্ষ টাকা খরচ হবে। এর পরে সেটি মেরামত করে পন্টুনের সঙ্গে জোড়া লাগাতেও অনেক খরচ। কিন্তু কাজ করব কী? শ্রমিকদের স্রেফ বসিয়ে রেখে মজুরি দিতে হচ্ছে। একটিও ট্রলার না এলে তো কাজই করা যাবে না। অথচ ট্রলারের বদলে ডিঙি নৌকা পাঠিয়েছে।’’

রাজ্য পরিবহণ দফতরের এক পদস্থ কর্তা বলেন, ‘‘বুধবারের মধ্যে একটি ট্রলার পৌঁছে যাবে। তখন কাজ পুরোদমে শুরু হবে। আমরা দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি।’’

নাবালিকা ধর্ষণে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা

বারুইপুর: নানা অছিলায় কিশোরীকে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণ করত প্রতিবেশী যুবক। মুখ বন্ধ রাখতে নানা ভাবে হুমকিও দিত তাকে। ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। বছর চারেক আগের এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ওই যুবককে মঙ্গলবার আমৃত্যু কারাদণ্ড দিল বারুইপুর আদালত। পাশাপাশি, সরকারি তহবিল থেকে নাবালিকার পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেন বারুইপুর আদালতের (১ নম্বর এডিজে) বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনায়। বছর চোদ্দোর ওই মেয়েটিকে বাড়িতে ডেকে একাধিক বার ধর্ষণ করে ওই যুবক। সেই ছবি মোবাইলে তুলে রাখে সে। কাউকে কিছু বললে ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেবে বলে ভয়ও দেখায়। তবে ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়। নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে গ্রেফতার হয় যুবক। তার বিরুদ্ধে পকসো-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল।

সম্প্রতি ওই যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে বারুইপুর আদালত। সরকারি আইনজীবী মিনারা খাতুন বলেন, “আসামিকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও কথা বলা হয়েছে। এই রায় দৃষ্টান্তমূলক।”

জখম পথচারী

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাসের ধাক্কায় আহত হলেন এক পথচারী। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মানিকতলা মেন রোডের কাঁকুড়গাছি মোড়ে। আহতের নাম শিখা হরি। ৩১ বছরের ওই তরুণী রাস্তা পার হওয়ার সময়ে একটি বেসরকারি বাস তাঁকে ধাক্কা মারে। শিখাকে এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ বাসটি আটক করলেও চালক পলাতক।

পানিহাটির অমরাবতী মাঠ অধিগ্রহণ করতে পারে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা

পানিহাটির ফুসফুস বলে পরিচিত অমরাবতী মাঠ বিক্রির জল্পনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার প্রায় ৮৫ বিঘা ওই মাঠ অধিগ্রহণের ভাবনাচিন্তা করছে বলে প্রশাসনের অন্দরের খবর। যদিও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি কোনও প্রশাসনিক কর্তা।

সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া নামে বেসরকারি একটি সংস্থা জমিটির মালিক। সম্প্রতি জল্পনা ছড়ায়, মাঠের বড় অংশ আবাসন প্রকল্পের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হবে। তবে বাকি অংশে জনকল্যাণমূলক কাজ করবে বলে দাবি করে ওই সংস্থা। বিষয়টি নিয়ে পানিহাটির বিধায়ক ও পুরপ্রধানকে চিঠিও দেয় তারা। স্থানীয় প্রশাসন মাঠ ধ্বংসের বিষয়টি জেনেও চুপ রয়েছে, এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে নামেন স্থানীয়েরা। তাতে যুক্ত হয় বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং মানবাধিকার সংগঠনও।

হইচই শুরুর পরে মঙ্গলবার রাজ্য হস্তক্ষেপ করে বলে খবর। তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ওই মাঠ অধিগ্রহণ করতে মনস্থির করেছে নবান্ন। জানা যাচ্ছে, মাঠের চরিত্র খতিয়ে দেখে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরকে দ্রুত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে প্রশাসনের শীর্ষ মহল।

রাজ্যের থেকে ট্রামলাইন ঢাকার তথ্য চাইল হাই কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা

শহরের রাস্তায় ট্রাম ফেরানোর দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছে একটি পরিবেশ সংগঠন। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে ট্রামলাইন তুলে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করার দিকটি উঠে এল। এর আগে এই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ট্রামলাইন পিচ দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ট্রাম চালানোর কথাও উঠে এসেছিল।

ট্রামলাইন ঢাকার বিস্তারিত তথ্য এ দিন রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চায় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম এবং চৈতালি মুখোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শহরে কী ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা-ও জানতে চান প্রধান বিচারপতি। এই মামলার সঙ্গে সম্প্রতি দায়ের হওয়া আর একটি জনস্বার্থ মামলাকেও যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

নতুন এই মামলায় এসপ্লানেড এবং বি বা দী বাগ থেকে ট্রামলাইন তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি অভিযোগ আনা হয়েছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রামলাইন নতুন করে পাতার জন্য টাকা পাওয়ার পরেও সেই কাজ করা হয়নি।

এ দিন রাজ্য জানায়, তারা হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যে হেতু সেই আবেদনের শুনানি আগামী ২৫ মার্চ, তাই সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাই কোর্টে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি সম্ভব নয়।

শিল্পের ছোঁয়ায় সারতে পারে মনের অসুখও

শ্রেয়া কর্মকার

ঘরভর্তি পড়ুয়াদের সকলেই আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ, স্বাভাবিক। কিন্তু কে জানে, কার মনে কোন গভীর ক্ষত দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্রণা দিচ্ছে? কোন বিষয়টি তাঁদের সব চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়? কারও হাতের লেখা হয়তো বলে দিতে পারে তাঁর মানসিক পরিস্থিতি কেমন। কিন্তু এর আগে মনের দরজায় কড়া নাড়াই হয়নি হয়তো। তবে শিল্পের মাধ্যমে তাঁরা নিজেকে চেনা-জানার সুযোগ পেলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পারফর্মিং আর্টস থেরাপি সেন্টার’-এ। সোম ও মঙ্গলবার তাদের আয়োজিত দু'দিনের আলোচনাসভায় বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে শারীরিক-সহ মানসিক অসুখ নিরাময়, অথবা জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলি পার করার নানা উপায় তুলে ধরা হয়।

আলোচনাসভার প্রথম দিনে ‘মিউজ়িক থেরাপি’ নিয়ে আলোচনা করেন আধ্যাত্মিক সঙ্গীতজ্ঞ কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে, সঙ্গীত মানসিক ও শারীরিক রোগের প্রতিকার করতে পারে। গলা ছেড়ে শুধু গাইতে হবে। আলাদা করে প্রশিক্ষণ বা চর্চার প্রয়োজন নেই। পছন্দের গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যায় মনের সুপ্ত আবেগ, যা এত দিন অধরা ছিল নিজের কাছেও। বিভিন্ন গান মস্তিষ্কে ডোপামিন, অক্সিটোসিনের মতো ‘হ্যাপি হরমোন’ ক্ষরণে সাহায্য করে। তিনি বলেন, “গলা ছেড়ে গাইলে শুধু যে নানা রোগের নিরাময় হয়, তা-ই নয়, এর ফলে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।”

আলোচনাসভার দ্বিতীয় দিনে শুধু অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্প বলার পদ্ধতি শেখান রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তনী তথা থিয়েটারশিল্পী কিংশুক দাস। পড়ুয়াদের হাতে দুর্ভিক্ষ, নারী নির্যাতন, চাষাবাদের মতো কিছু ছবি দিয়ে অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে তার ভাবটি প্রকাশ করতে বলেন তিনি। পড়ুয়ারাও নিজের মতো করে গল্প ফুটিয়ে তোলেন। কিংশুক জানান, গ্রাম ও শহরে মানুষের ভাবনার ভিন্ন রূপ দেখেছেন তিনি। যেমন, খুশির দিনের ছবি আঁকতে গিয়ে শহুরে খুদে এঁকেছে ভিডিয়ো গেমের ছবি, আর গ্রাম্য শিশু এঁকেছে খোলা আকাশ, গাছপালা, ছোট্ট বাড়ির ছবি। তাই তাদের চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বুঝে নাটকের মাধ্যমে মনের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন তিনি।

সেন্টারের সমন্বয়ক রেমন্তী মতিলালের মতে, পারফর্মিং আর্ট থেরাপি শুধুই শিল্পকলার চর্চা নয়। বরং সেই শিল্পের মাধ্যমে বাঁচার রসদ খুঁজে নেওয়া। এখনও পর্যন্ত এই থেরাপির সঠিক সংজ্ঞা অজানা রয়ে গিয়েছে বৃহৎ পরিসরে। তাই এর প্রকৃত কার্যকারিতা মানুষকে জানানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা। সেন্টারের অধিকর্তা নূপুর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পরবর্তী কালে অন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এই থেরাপির ক্লাস করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশন করেন দু'টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিশেষ ভাবে সক্ষম সদস্যরা। তাঁরা সকলেই শিল্পচর্চার মাধ্যমে জীবনের দিশা খুঁজছেন। আর শিল্পের পথে হেঁটে মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছেন।

The Hindu All City Editions
Editions:
Delhi, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Eerode, Hyderabad, International, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Mumbai, Thiruvananthapuram, Tiruchirapalli, Vijayawada, Visakhapatnam
The Indian Express All City Editions
Editions:
Pune, Mumbai, Lucknow, Kolkata, Jaipur, Chandigarh, Ahmedabad, Delhi

Click here to join our Telegram channel - **https://t.me/+tCO9wU79mq44OTc1**

Access to 40+ newspapers with city-specific editions
Early morning uploads—always stay ahead!
Direct PDF delivery on the channel
Access to past editions anytime
Daily The Hindu & Indian Express Special UPSC IAS Edition
Daily The Hindu Ad-Free Edition, The Hindu Editorial, TH + IE Combo Edit For UPSC IAS

Click here to join our Telegram channel - https://t.me/+tCO9wU79mq44OTc1

THE NEWS

আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দ প্লাস
কলকাতা বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫

ফিরে দেখা

২০০১: 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান' ছবির জন্য সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন জুন মালিয়া, শ্রীলেখা মিত্র, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুদীপ্তা চক্রবর্তী।



ফের জুটিতে

আরও একবার বড় পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং ইশা সাহা। শৌভিক কুণ্ডুর আগামী ছবিতে দেখা যাবে তাঁদের। একটি পুরোদস্তুর পারিবারিক ড্রামা, যে গল্পে মায়ের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে লাবণী সরকারকে। এ ছাড়া ছবিতে থাকার কথা অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসুর মতো অভিনেতাদের।

রোম্যান্টিক মিউজ়িক্যাল 'ঘরে ফেরার গান'-এ প্রথম বার জুটি বেঁধেছিলেন পরম এবং ইশা। সেই জুটি দর্শক-সমালোচকের ভালবাসা পেয়েছিল। তার পরে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসুখ বিসুখ' ছবিতেও একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। তবে সে ছবি এখনও মুক্তি পায়নি। আরও একবার ইশার সঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে পরমব্রত বললেন, "ইশা আমার খুবই ভাল বন্ধু। ওর সঙ্গে কাজ করতে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। গত দশ-বারো বছরের মধ্যে যাঁরা কাজ শুরু করেছে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রমিসিং হল ইশা।"

পাওলি দাম অভিনীত 'কাবেরী' সিরিজ়টি শৌভিকের সাম্প্রতিক কাজ। একটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একা এক নারী কী ভাবে রুখে দাঁড়ায়, সেই গল্প নিয়ে তৈরি সিরিজ়টি। এ বার মা-ছেলের সম্পর্ক নিয়ে অন্য স্বাদের গল্প ভেবেছেন পরিচালক। পরমব্রতর সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয়। পরম পরিচালিত 'হাওয়া বদল' ছবিটির ট্রেলার এডিট করেছিলেন শৌভিক। সেই সময় থেকেই তাঁর ছবি তৈরির ইচ্ছে ও ভাবনার সঙ্গে পরিচিত বলে জানালেন পরম। "শৌভিকের প্রথম ছবি 'সুইজ়ারল্যান্ড'-এ একটা ক্যামিয়ো চরিত্র করেছিলাম। এ বার ওর ছবিতে কাজ করার সুযোগ এসেছে। এমন একটা গল্প নিয়ে ছবিটা, যে পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের দিনের তরুণ দম্পতিরা একাত্ম বোধ করবেন," বললেন পরমব্রত।

একাধিক সিরিজ়, ছবি নিয়ে এই মুহূর্তে ব্যস্ত ইশা। বললেন, "শৌভিকের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই কাজ করার কথা হচ্ছিল। সেটা এ বার হতে চলেছে। আর পরমদা, লাবণীদি দু'জনের সঙ্গেই আমি আগে কাজ করেছি। ওঁদের সঙ্গে আমার কমফর্ট লেভেলটাই আলাদা।"

জ়ি প্রযোজিত এই ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা আগামী সপ্তাহ থেকে। বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছবিটির।



পরমব্রত ইশা

সম্পর্ক ভাঙছে বিজয়-তমন্নার

গত দু'বছরের প্রেম এ বার ভাঙনের পথে। শোনা যাচ্ছে, সম্পর্ক ভাঙছে বিজয় বর্মা ও তমন্না ভাটিয়ার। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নাকি দু'জনেরই। তবে প্রেম ভাঙলেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন বলে সূত্রের খবর।

২০২৩-এ 'লাস্ট স্টোরিজ় টু'-এ একসঙ্গে কাজ করেছিলেন দু'জনে। সেই সেট থেকেই তাঁদের প্রেমের সূত্রপাত। তার পরেই প্রকাশ্যে আসে তাঁদের সম্পর্ক। নিজেদের প্রেম আড়াল করার চেষ্টা করেননি বিজয় বা তমন্না কেউই। এক সাক্ষাৎকারে বিজয় বলেছিলেন, "জোর করে নিজেদের সম্পর্ক আড়ালে রাখতে চাই না, এতে বন্ধুবান্ধবকে আটকাতে হয়। মানুষের অহেতুক নানা কৌতূহল তৈরি হয়। তবে সম্পর্কে যতটা প্রাইভেসি দরকার, সেটা রাখি।"

গত বছর এক ফ্যাশন শোয়ে একসঙ্গে হাত ধরে হেঁটেছিলেনও দু'জনে। মাঝেমাঝে বেড়াতে যাওয়া, একসঙ্গে সময় কাটানোর নানা মুহূর্তও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতেন তাঁরা। সম্প্রতি কিছু ছবি ডিলিট করেছেন তমন্না। কিন্তু দু'জনের পেজেই এখনও একসঙ্গে কিছু ছবি-ভিডিয়ো রয়েছে, তার বেশির ভাগই বিজ্ঞাপনের প্রচারের জন্য করা। তবে এখনও নিজেদের সম্পর্ক ভাঙা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি তাঁরা। আপাতত দু'জনেই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।



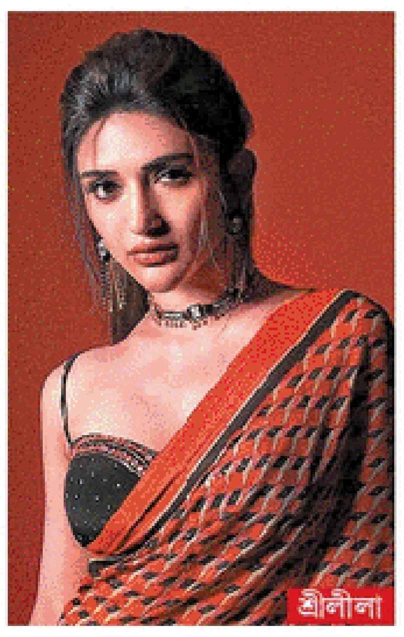
বিজয়-তমন্না

দক্ষিণী ছবিতে সোনাক্ষী

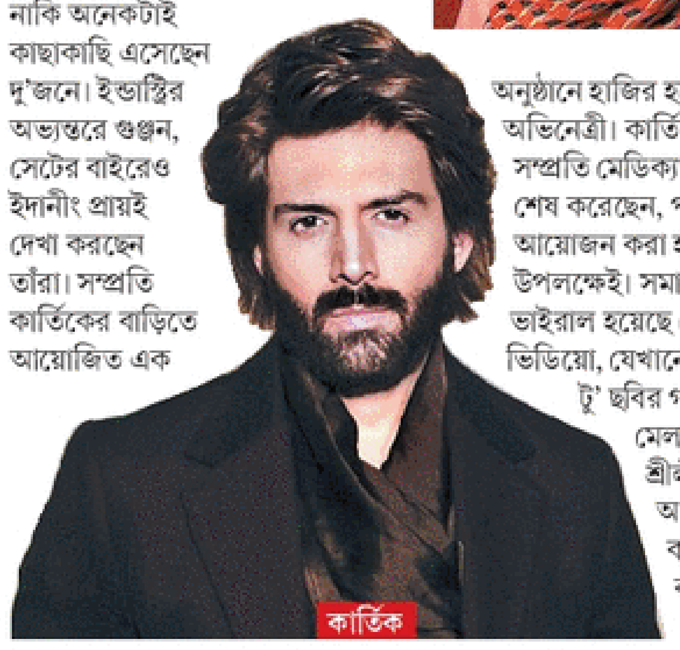
তেলুগু ছবিতে ডেবিউ করছেন সোনাক্ষী সিংহ। শোনা যাচ্ছে, সোনাক্ষীর বিপরীতে সে ছবিতে থাকবেন দক্ষিণী অভিনেতা সুধীর বাবু। অতিপ্রাকৃত রহস্য নিয়ে তৈরি সে ছবির নাম 'জটাধরা'। চিত্রনাট্যে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনির ছোঁয়াও। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ভেঙ্কট কল্যাণ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ছবির কাজ।

নতুন প্রেমে কার্তিক?

দক্ষিণী অভিনেত্রী শ্রীলীলার প্রেমে পড়েছেন কার্তিক আরিয়ান, শোনা যাচ্ছে এমনটাই। দিন কয়েক আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল, অনুরাগ বসুর আগামী ছবিতে জুটি বাঁধছেন কার্তিক-শ্রীলীলা। কিন্তু ছবির কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জায়গাতেও নাকি অনেকটাই কাছাকাছি এসেছেন দু'জনে। ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরে গুঞ্জন, সেটের বাইরেও ইদানীং প্রায়ই দেখা করছেন তাঁরা। সম্প্রতি কার্তিকের বাড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী। কার্তিকের বোন সম্প্রতি মেডিক্যালের কোর্স শেষ করেছেন, পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল সেই উপলক্ষেই। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই পার্টির ভিডিয়ো, যেখানে 'পুষ্পা টু' ছবির গানে পা মেলাচ্ছেন শ্রীলীলা, আর তা ক্যামেরাবন্দি করছেন কার্তিক। সেই ভিডিয়োয় স্পষ্ট কার্তিক-শ্রীলীলার নৈকট্য। এ বছর দীপাবলিতে তাঁদের ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা। এর আগে সহঅভিনেত্রী সারা আলি খান এবং জাহ্নবী কপূরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কার্তিক। তবে তার পরে নিজেকে 'সিঙ্গল' বলেই দাবি করতেন অভিনেতা। এ বার শ্রীলীলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোন খাতে বয়, সেটাই দেখার।



শ্রীলীলা



কার্তিক



ভরসা রাফায়েল মেসি

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে ইস্টবেঙ্গলের সামনে তুর্কমেনিস্তানের আর্কাদাগ। ১২

আনন্দবাজার পত্রিকা

খেলা

কলকাতা বুধবার ৫ মার্চ ২০২৫

হেডকে আউট করে বাজিমাত বরুণের, একদিনের ক্রিকেটে রান তাড়ায় সচিনকেও ছাপিয়ে যাচ্ছেন কোহলি

বিরাটের ব্যাটে ভারত ফাইনালে

► পৃঃ ১-এর পর

আরও একটা ব্যাপার বুঝিয়ে দিল। ওকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও জায়গা নেই। আচ্ছা বলুন তো, সুনীল গাওস্কর, কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়— এরা সবাই কি প্রতিদিন রান করেছে না উইকেট নিয়েছে? তা হলে বিরাট-রোহিতেরা প্রতিদিন সফল হবে কী করে?

অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের সাফল্য প্রশ্নাতীত। গত দু'বছরের মধ্যে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে তুলল দলকে। এর পরেও কেন ওকে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে?

দুবাইয়ের এই পিচে বল ঘুরছে। তাই দলে চার স্পিনার দেখে অবাক হইনি। সঙ্গে মহম্মদ শামি আর হার্দিক পাণ্ড্য। সবাই একটা লড়াই দেখার জন্য এই ম্যাচটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ট্র্যাভিস হেড বনাম ভারতীয় বোলিং। মঙ্গলবার দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমিফাইনালটা শুরুই হল নাটকীয় ভাবে। প্রথম ওভারেই হেডের ক্যাচ বেরিয়ে গেল শামির হাত থেকে! এর পরে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ব্যাটিং শুরু করল হেড। ওর লক্ষ্যই ছিল ভারতীয় স্পিনারদের থিতু হতে না দেওয়া। তাই কুলদীপ যাদব আসা মাত্রই ওকে আক্রমণ করে।

এর পরে নবম ওভারে সি ভি বরুণের হাতে বল তুলে দিল রোহিত। এই একটা লড়াইয়ের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলাম। আগের দিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে বলেছিল, হেডের জন্য বরুণকে লাগবে। সৌরভ যে ঠিক বলেছিল, বরুণের দ্বিতীয় বলেই বোঝা গেল। হেড বোধ হয় ঠিক করে এসেছিল, আক্রমণ করে বরুণের ছন্দ নষ্ট করে দেবে। দ্বিতীয় বলটাই তুলে মারতে গেল। কিন্তু ব্যাটের নীচের দিকে লাগায় ক্যাচ চলে গেল লং অফে। অনেকটা দৌড়ে এসে শরীর ছুড়ে বেশ ভাল ক্যাচ ধরে নিল শুভমন গিল।

একটা সময় স্টিভ স্মিথ এবং মার্নাস লাবুশেন জুটি ম্যাচ ধরে নিয়েছিল। রবীন্দ্র জাডেজা এসে লাবুশেন এবং জস ইংলিসকে দ্রুত ফিরিয়ে দিল। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল নেমে অক্ষর পটেলকে একটা ছয় মারে। পরের বলটা অক্ষর একটু টেনে দিল। আড়াআড়ি খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়ে গেল ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার তিনশো রানের কাছাকাছি পৌঁছনোর স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ম্যাক্সওয়েল বিদায় নেওয়ার পরে।

তবে ভারতের চার স্পিনার নয়, সবচেয়ে সফল বোলারের নাম হল মহম্মদ শামি। হেডের ক্যাচ ফেলার পরেও তিন উইকেট তুলে নিল। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দামি উইকেটটা নিল শামিই। স্মিথকে বোল্ড করে।

এ বার মিশন ফাইনাল। সেই লড়াইটা জিততে পারলে বারো বছর পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফিরবে ভারতের ঘরে।

৪ উইকেটে জয়ী ভারত

ম্যাচের সেরা বিরাট কোহলি

স্কোরকার্ড

অস্ট্রেলিয়া	২৬৪ (৪৯.৩)
ভারত	২৬৭-৬ (৪৮.১)

অস্ট্রেলিয়া

হেড ক গিল বো বরুণ	৩৯■৩৩
কুপার ক রাহুল বো শামি	০■৯
স্মিথ বো শামি	৭৩■৯৬
লাবুশেন এলবিডব্লু জাডেজা	২৯■৩৬
ইংলিস ক কোহলি বো জাডেজা	১১■১২
ক্যারি রান আউট	৬১■৫৭
ম্যাক্সওয়েল বো পটেল	৭■৫
বেন ক আয়ার বো বরুণ	১৯■২৯
জ়াম্পা বো পাণ্ড্য	৭■১২
এলিস ক কোহলি বো শামি	১০■৭
তনবীর ন.আ	১■১
অতিরিক্ত	৭
মোট	২৬৪-১০ (৪৯.৩)

পতন: ১-৪ (কুপার, ২.৬০), ২-৫৪ (হেড, ৮.২), ৩-১১০ (লাবুশেন, ২২.৩), ৪-১৪৪ (ইংলিস, ২৬.৬), ৫-১৯৮ (স্মিথ,৩৬.৪), ৬-২০৫ (ম্যাক্সওয়েল, ৩৭.৩), ৭-২৩৯ (বেন, ৪৫.২), ৮-২৪৯ (ক্যারি, ৪৭.১), ৯-২৬২ (এলিস, ৪৮.৬), ১০-২৬৪ (জ়াম্পা, ৪৯.৩)।

বোলিং: মহম্মদ শামি ১০-০-৪৮-৩, হার্দিক পাণ্ড্য ৫.৩-০-৪০-১, কুলদীপ যাদব ৮-০-৪৪-০, সি ভি বরুণ ১০-০-৪৯-২, অক্ষর পটেল ৮-১-৪৩-১, রবীন্দ্র জাডেজা ৮-১-৪০-২।

ভারত

রোহিত এলবিডব্লিউ কনোলি	২৮■২৯
গিল বো ডেয়ারশুইস	৮■১১
বিরাট ক ডেয়ারশুইস বো জ়াম্পা	৮৪■৯৮
শ্রেয়স বো জ়াম্পা	৪৫■৬২
অক্ষর বো এলিস	২৭■৩০
রাহুল ন.আ	৪২■৩৪
হার্দিক ক ম্যাক্সওয়েল বো এলিস	২৮■২৪
জাডেজা ন.আ	২■১
অতিরিক্ত	৩
মোট	২৬৭-৬ (৪৮.১)

পতন: ১-৩০ (গিল, ৪.৬), ২-৪৩ (রোহিত, ৭.৫), ৩-১৩৪ (শ্রেয়স, ২৬.২), ৪-১৭৮ (অক্ষর, ৩৪.৬), ৫-২২৫ (কোহলি, ৪২.৪), ৬-২৫৯ (হার্দিক, ৪৭.৫)।

বোলিং: বেন ডেয়ারশুইস ৭-০-৩৯-১, নেথান এলিস ১০-০-৪৯-২, কুপার কনোলি ৮-০-৩৭-১, অ্যাডাম জ়াম্পা ১০-০-৬০-২, তনভীর সঙ্ঘা ৬-০-৪১-০, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৬.১-০-৩৫-০, ট্র্যাভিস হেড ১-০-৬-০।

আমদাবাদের জ্বালা জুড়োল দুবাইয়ে

সুমিত ঘোষ

আচ্ছা, এটাকে কি ১৯ নভেম্বরের আমদাবাদের বদলা বলা যেতে পারে?

যুক্তি যা বলে বলুক। মন বলছে, আলবাত বলা যাবে। প্যাট কামিন্স আর মিচেল স্টার্ক না থাকা মানে ধরে নিন ভারতকে নামতে হচ্ছে বুমরা-শামিকে ছাড়া। হেজ়লউডও অনুপস্থিত। বিশ্বকাপ ফাইনালে এই ত্রয়ী সাত উইকেট নিয়ে ভারতের ব্যাটিং স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯ নভেম্বরের কালরাত্রির যারা দেখেছে, তাদের এত সব হিসাবনিকাশ করতে আজ বয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া ভারতেরও তো বুমরা নেই।

হতে পারে সেটা ফাইনাল, এটা সেমিফাইনাল। হতে পারে সেটা বিশ্বকাপ, এটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। কিন্তু সেই রাতে ট্র্যাভিস হেড-রা নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের এক লক্ষ তিরিশ হাজার দর্শককে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সারা ভারতের চোখের জলের উপরে লাফাতে লাফাতে আনন্দোৎসব করেছিলেন। মঙ্গলবার আর একটা আইসিসি ইভেন্টে তোদের নক-আউট করে দিয়ে শোধ তুললাম— এ রকম পৈশাচিক আনন্দে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা মত্ত হয়ে উঠলে দোষ দেওয়া যায় কী ভাবে?

বরুণ চক্রবর্তী যখন ট্র্যাভিস হেডকে ফেরালেন, মনে পড়েনি এই লোকটা কী নির্মম ভাবে ১৯ নভেম্বরের রাতে হারিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? এত বড় জাতীয় শত্রু ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে বোধ হয় আর কখনও আসেনি। হেড এ দিনও শুরু করেছিলেন এমন মারকাটারি ভঙ্গিতে যেন আমদাবাদের অ্যাকশন রিপ্লে ঘটাবেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মঙ্গলবার আনন্দবাজারে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত শর্মাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, হেডের জন্য বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে এসো। আবারও প্রমাণ পাওয়া গেল, সৌরভ কেন সর্বকালের সেরা অধিনায়কদের অন্যতম। একেবারে অব্যর্থ দাওয়াই। বরুণ দ্বিতীয় বলেই তুললেন হেডকে। শত্রু নম্বর ওয়ান-কে তুলে নিয়ে রোহিত, কোহলি, শুভমনরা উৎসব করছেন, প্রাক্তন



■ **শাসন:** অর্ধশতরানের পরে বিরাট কোহলি। পাশে অভিনন্দন শ্রেয়সের। এই জুটিই ঘুরিয়ে দেয় ম্যাচ। মঙ্গলবার দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। *পিটিআই*

ভারত অধিনায়কের মুখটা মনে পড়ে গেল। তিনি— সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও যে অস্ট্রেলীয় কাঁটায় বিদ্ধ হওয়া এক নাম। ২০০৩ ওয়ান্ডারার্সের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গই বা কে ভুলতে পেরেছে! ক্রিকেট কত কিছু মিলিয়ে দেয়। সে দিনের পরাজিত অধিনায়ক অদৃশ্যে হেড-বধের তির ছুড়লেন। মেঘনাদের মতো। আর ২০০৩ ফাইনালের বিধ্বংসী অস্ট্রেলীয় ওপেনার ম্যাথু হেডেন এ দিন পরাজিতের চোখমুখ নিয়ে ম্যাচের বিশ্লেষণ করছিলেন সম্প্রচারক চ্যানেলে!

বিরাট কোহলিকে দেখতে দেখতে আবার মনে হবে, এ রকম চলমান সিনেমার চিত্রনাট্য কে লেখেন? গত কয়েক মাস ধরে তিনি যে ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, তা সামলে আবার উঠে দাঁড়াতে গেলে দু'টো জিনিস লাগে। গভীর ক্রিকেটীয় দক্ষতা কিন্তু সেটা দু'নম্বর। এক এবং এক নম্বর হচ্ছে তীব্র মনের জোর। অস্ট্রেলিয়ায় বারবার আউট হচ্ছেন অফস্টাম্পের বাইরের বলে। ড্রেসিংরুমের ভয়ঙ্কর অবস্থা। দেশজুড়ে অবসরের দাবি উঠে গিয়েছে। এমনকি পরিবার-পত্নী আক্রান্ত। কত নিদ্রাহীন রাতও কেটেছে, কে বলতে পারে! আগে সমাজমাধ্যমে কত জোরালো উপস্থিতি ছিল কোহলির। অস্ট্রেলিয়া সফর ইস্তক যেন স্বেচ্ছা অজ্ঞাতবাস নিয়েছেন। ইনস্টা, এক্স— কোথাও সে ভাবে দেখা নেই। ''শীতলতম দিন আমি দেখেছি সানফ্রান্সিসকোর গ্রীষ্মে''— বলেছিলেন মার্ক টোয়েন। আত্মজীবনীতে তেমনই কোহলিও হয়তো একদিন লিখবেন, ''শীতলতম দিন আমি দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মে।'' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো শতরান। এ দিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯৮ বলে ৮৪। ইনিংসটা এমন অনায়াস ভঙ্গিতে খেললেন যেন নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় ইভিনিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। শ্রেয়স আয়ারের (৬২ বলে ৪৫) সঙ্গে ম্যাচ ঘোরানো জুটিতে তুললেন ৯১। দু'দিনই ম্যাচের সেরা। বড় ইভেন্ট, বড় ম্যাচে তাঁর যা সাফল্য, একমাত্র সচিন তেন্ডুলকর ছাড়া কারও কথা মনে পড়বে না।

এটা যদি আবেগের কথা হয়, তা হলে বাস্তব তথ্য হচ্ছে, সাদা বলে সচিনের চেয়েও এগিয়ে কোহলি। নমুনা পেশ করা যাক। সচিনের বিশ্বকাপ গড় ৫৬.৯৫। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গড় ৩৬.৭৫। এশিয়া কাপ গড় ৫১.১০। কোহলির বিশ্বকাপ গড় ৫৯.৮৩। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গড় অবিশ্বাস্য ৮২.৮৮। এশিয়া কাপে ৬১.৮৩। সচিনের একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটিং গড় ৪৪.৮৩। শতরান সংখ্যা ৪৯। কোহলির একদিনের ক্রিকেটে গড় ৫৮.১১। অন্তত ৬০টি ওয়ান ডে খেলেছেন, এমন ক্রিকেটারদের ধরলে সবার চেয়ে এগিয়ে। শতরান ৫১টি, যা কারও নেই। এ দিন নিশ্চিত ৫২তম মাঠে ফেলে এলেন। কোহলিকে যে সেরা 'চেজ়মাস্টার' বলা হয়, ঠিকই বলা হয়। রান তাড়া করার সময় সচিনের গড় ৪২.৩৩, কোহলির অবিশ্বাস্য ৬৪.৫০। ভারতের জেতা ম্যাচে তাঁর গড় ৭৪.৮০, যা আরও বেশি করে প্রমাণ করছে কোহলি কত বড় 'ম্যাচউইনার'। পাশাপাশি, ভারতের জেতা ম্যাচে সচিনের গড় ৫৬.৬৩। এবং সচিনের সব ওয়ান ডে কীর্তি কোহলি ছাপিয়ে যাচ্ছেন অনেক অনেক কম ম্যাচ খেলে।

সচিন তেন্ডুলকর নিশ্চয়ই ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা রূপকথা। ষোলো বছর বয়সে পাকিস্তানে গিয়ে অভিষেক ঘটানো বিস্ময় বালক। সচিন অনন্য প্রতিভা নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় এসেছিলেন। নিশ্চয়ই শুধু প্রতিভা এত সব কোহিনুর এনে দেয়নি। অনেক ঘষামাজা করে যেতে হয়েছে দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে সেরার মুকুট ধরে রাখার জন্য। কিন্তু কোহলির মাহাত্ম্য এখানেই যে, তিনি রূপকথা নন, সত্যি। কোহলি রক্তমাংসের নায়ক। সচিনকে মানুষ শুধু ভালইবেসেছে, কেউ ঘৃণা করেনি। কোহলি যতটা ভালবাসা পেয়েছেন, তার চেয়েও বেশি করে তাঁর কপালে জুটেছে ঘৃণা। অনেকটা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো। যাঁকে উদ্ধত মনে হয়, দাম্ভিক মনে হয়। যাঁকে অনেকে বিজয়ী দেখতে চান না, কিন্তু লোকটা কী ভাবে যেন ঠিক জিতে বেরিয়ে যায়। কোহলির পৃথিবী বিস্ময় বালকের নয়, পরিশ্রমীর। ধীরে ধীরে শৃঙ্গে উঠতে হয়েছে। সেই কারণেই একটা বৃহত্তর জগতের কাছে তিনি দুর্ধর্ষ এক উদাহরণ। যদি বিশাল কোনও প্রতিভা নিয়ে না জন্মে থাকো, যদি তোমার পথ থাকে কাঁটায় ভরা, যদি কেউ এগিয়ে না আসে তোমার রাস্তা সহজ করে দেওয়ার জন্য, তা হলেও হাল ছেড়ো না। নিজের যোগ্যতায় আস্থা রেখে নিজের পৃথিবী গড়ে তুলে আলো জ্বালাও। নিজের কর্ম দিয়ে মন জয় করো। ঘৃণাকে পাল্টে দাও ভালবাসায়।

১৯ নভেম্বরের রাতে কোহলির সেই অন্ধকার মুখটা মনে করুন। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নিতে গিয়েছিলেন কেমন বিষণ্ণ মুখচোখ নিয়ে। আর এ দিন ম্যাচের সেরা হয়ে হাসতে হাসতে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। বদলার আনন্দ হবে না?

আরও তিন জনের কথাও বলতে হবে। এক) মহম্মদ শামি— ব্রাত্য থাকতে থাকতে সুযোগ পেয়ে কী দুর্ধর্ষ বিশ্বকাপই না উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমদাবাদের ফাইনালেই চোট পেয়ে দীর্ঘ এক বছর মাঠ থেকে ছিটকে যান তিনি। এ দিন ৪৮ রানে তিন শিকার। তার মধ্যে স্টিভ স্মিথের মহামূল্যবান উইকেট। সেই সময় স্মিথ আর আলেক্স ক্যারি তিনশো রান তোলার আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুই) কে এল রাহুল। বিশ্বকাপ ফাইনালে ঠুকঠুক ব্যাটিংয়ে যিনি খলনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। এ দিন এমন ভাবে ছক্কা মেরে শেষ করলেন যে, দেখে মনে হল একসঙ্গে দু'টো অপবাদ উপড়ে ফেলতে চাইছেন। বড় মঞ্চে গলা শুকিয়ে যায় আর প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষভ পন্থের মতো বড় শট খেলতে পারেন না। তিন) হার্দিক পাণ্ড্য। বিশ্বকাপের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। এ দিন আগ্রাসী মেজাজে তিনটে ছক্কা-সহ ২৪ বলে ২৮। যেন বার্তা দিতে চাইলেন, আমি থাকলে ফাইনালটা হারতাম না! কোহলি যখন আউট হন, তখনও ৪৪ বলে ৪০ দরকার। রাহুল ও হার্দিকের জুটি জয় নিশ্চিত করে দেয়।

৪ মার্চে দাঁড়িয়ে বারবার ১৯ নভেম্বরের রাত মনে পড়ছে। বিয়েবাড়ির সব সাজগোজ এই ট্র্যাভিস হেডরাই যে শ্রাদ্ধবাসরে পাল্টে দিয়ে গিয়েছিল! এতদিনে জ্বালা কিছুটা জুড়োল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরতে পারলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। তখন বলা যাবে, একটা বিশ্বকাপ হেরে দু'দু'টো জিতেছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মরুশহরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

শতরান নয়, জয়টাই সব: কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ মার্চ: ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে আবার আইসিসি প্রতিযোগিতায় সামনে সেই অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এ বার স্টিভ স্মিথদের দলকে আর মাথা তুলতে দিলেন না বিরাট কোহলিরা। 'চেজ়মাস্টার' তাঁর দাপট দেখিয়ে ফাইনালে তুললেন দলকে। ১২ বছর পরে আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের হাতছানি ভারতের সামনে।

তবে দল জিতলেও তাঁর শতরান এল না ১৬ রানের জন্য। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র হতাশ দেখাল না এক দিনের ক্রিকেটে ৫১ শতরানের মালিককে। ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে তিনি বললেন, ''আমার কাছে দলকে জেতানোটাই সব। সেটা করতে গিয়ে যদি তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারি, ভাল। না হলেও এ রকম দিনে যখন দল জিতবে, আমরা ড্রেসিংরুমে আনন্দে মেতে উঠব। এর পরে আবার কঠোর পরিশ্রম করব আর পরের ম্যাচের জন্য নিজেকে তৈরি করব। এটাই আমার গোটা খেলোয়াড় জীবনে করে এসেছি।''

এত চাপের মধ্যেও রান তাড়া করতে নেমে কী ভাবছিলেন? বিরাট বলেছেন, ''আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল, চাপটা সামলানো। বিশেষ করে সেমিফাইনাল আর ফাইনালের মতো বড় ম্যাচে। যদি রান তাড়া করতে নেমে ক্রিজ়ে টিকে থাকা যায় আর হাতে উইকেট থাকে তা হলে বিপক্ষ অনেক সময় হাল ছেড়ে দেয়, কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়।''

অধিনায়ক রোহিত শর্মা তৃপ্ত দলের খেলায়। তিনি বললেন, ''খুব বড় লক্ষ্য না হলেও আমাদের ভাল ব্যাটিং করতে হত। মাথা ঠান্ডা রেখে আমরা কাজটা করতে পেরেছি। তা ছাড়া আমাদের ছ'জনকে বল করানোর সুযোগ আর আট নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যান থাকার ব্যাপারটাও চেয়েছিলাম দল ঘোষণা করার সময়।'' পাশাপাশি বিরাটের ইনিংস নিয়ে বলেছেন, ''বছরের পর বছর ধরে তো বিরাট এ ভাবেই জিতিয়ে আসছে। আমরা বিরাট আর শ্রেয়সের জুটির (৯১ রান) মতো বড় রান চেয়েছিলাম। তার সঙ্গে হার্দিক যে ভাবে বড় শট মেরেছে শেষের দিকে (তিনটি ছক্কা ও একটি বাউন্ডারি), সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।''

ফাইনালের আগে বিরাট, মহম্মদ শামিরা যে রকম ছন্দে আছেন সেটা কি আলাদা করে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে তাঁদের? রোহিত বলেন, ''ফাইনালে খেলতে নামলে সবাই ছন্দে থাকুক চাইব, এটাই স্বাভাবিক। সেটা আরও আত্মবিশ্বাস দেবে আমাদের। তবে আমরা ফাইনাল নিয়ে এখনই খুব বেশি ভাবছি না। যখন সময় আসবে ভাবব। ফাইনালের আগে ক'দিন সময় আছে। এই ধরনের বড় প্রতিযোগিতায় চাপ, আবেগ বেশি থাকে। তাই চাইব বিশ্রাম নিয়ে সবাই তরতাজা হয়ে উঠুক।''

আইএসএলের দুঃস্বপ্ন ভুলে নতুন আশা ইস্টবেঙ্গলে

শুভজিৎ মজুমদার

দুঃস্বপ্নের আইএসএল। হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ।

আইএসএলে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জায় মুখ ঢেকে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে যখন ভুটান গিয়েছিলেন মহেশ সিংহেরা, ইস্টবেঙ্গলের অতি বড় সমর্থকও ভাল কিছু আশা করেননি। কিন্তু অপরাজিত থেকে (দু'টি জয়, একটি ড্র) শেষ আটে পৌঁছয় মশালবাহিনী। আজ, বুধবার যুবভারতীতে তুর্কমেনিস্তানের এফসি আর্কাদাগের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেও পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে ১-১ ড্র করে আইএসএলের প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের আশা শেষ ইস্টবেঙ্গলের। রক্ষণের অন্যতম ভরসা আনোয়ার আলি চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। তার উপরে প্রতিপক্ষ আর্কাদাগ।

২০২৩ সালের ১ এপ্রিল পথচলা শুরু করা আর্কাদাগের সাফল্যের পরিসংখ্যান অবিশ্বাস্য। অভিষেকের মরসুমেই তুর্কমেনিস্তানের এক নম্বর লিগের (ইয়োকারি লিগা) সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন। পরের মরসুমেও এক ছবি। কোনও ম্যাচে হার বা ড্র নেই। তুর্কমেনিস্তানের লিগে জয় একশো শতাংশ। অথচ দলে এক জনও বিদেশি ফুটবলার নেই। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে আর্কাদাগ। চলতি মরসুমে তুর্কমেনিস্তানের লিগের সবে একটা ম্যাচ হয়েছে। যথারীতি জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেই কলকাতায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে শেষ আটের প্রথম পর্বের ম্যাচ খেলতে এসেছে আর্কাদাগ। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তথ্য নেই ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুসোর কাছে। তিনি মনে করেন, এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে কলকাতায় খেলতে আসা আর্কাদাগের ফুটবলারদের সমস্যায় ফেলতে পারে গরম।

মঙ্গলবার বিকেলে যুবভারতীতে অনুশীলনে নামার আগে সাংবাদিক বৈঠকে অস্কার বললেন, "আর্কাদাগ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নেই। গত অক্টোবরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের খেলাই শুধু দেখেছিলাম। তার পরে ওরা কত জন নতুন ফুটবলার নিয়েছে, তারা কেমন খেলছে, বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাইনি। শুধু জানি, আর্কাদাগের ফুটবলাররা শারীরিক ভাবে খুবই



■ **জুটি:** রিচার্ড-মেসি যুগলবন্দিই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। ছবি: *সুদীপ্ত ভৌমিক*

শক্তিশালী। ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিট ওরা মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।" আরও বললেন, "আমরা মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ম্যাচ খেলেছি। তুর্কমেনিস্তানে লিগ সবে শুরু হয়েছে। আমরা মরসুমের শেষ পর্বে পৌঁছে গিয়েছি। দু'টি দলেরই কিছু সমস্যা ও ইতিবাচক দিক রয়েছে। দু'টি দলই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি থেকে খেলতে নামবে।"

অস্কারের উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ার মতো খবর হল, কলকাতার আবহাওয়া নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন আর্কাদাগের কোচ ভ্লাদিমির বেরামভ। মঙ্গলবার বিকেলে যুবভারতীতে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলে দিলেন, "আবহাওয়া আমাদের কোনও সমস্যায় ফেলবে বলে মনে করছি না।" জানা গিয়েছে, কলকাতার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নাকি দুবাইয়ে প্রস্তুতি সেরেছে আর্কাদাগ। যদিও এই প্রসঙ্গ সুচারু ভাবে এড়িয়ে গিয়ে ভ্লাদিমির বললেন, "খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়েই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছি।"

পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, অস্কার মোকাবিলা করতে ভয় পান না। চোট সারিয়ে সদ্য মাঠে ফেরা ক্লেটন সিলভাকেও খেলানোর ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। আইএসএলে বেঙ্গালুরুর সঙ্গে ১-১ ড্রয়ের জন্য কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছিলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসকে। কারণ, প্রথমার্ধে লাল কার্ড দেখেছিলেন গ্রিক স্ট্রাইকার। অথচ আর্কাদাগ ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে অস্কার উচ্ছ্বসিত দিমিত্রিয়সকে নিয়ে!

সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বললেন, "বেঙ্গালুরু ম্যাচের পরে দিমিত্রিয়স সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করেছিলাম। কারণ, ১-০ এগিয়ে থাকা ম্যাচে ওর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারের কাছে ওই ধরনের আচরণ কাম্য নয়। কিন্তু ও গোলের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে। এই কারণেই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ফুটবলারদের এই মরিয়া মানসিকতাই আমি চাই।" যোগ করলেন, "দিমিত্রিয়স আমাদের দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র। কিন্তু এই মরসুমে ও নিজের সেরা ছন্দে নেই। তার অন্যতম কারণ, মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার ফুটবলারের অভাব। তাই মাঠে কী হয়েছে তা মনে রাখতে চাই না। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ আলাদা প্রতিযোগিতা। আমাদের জন্য গর্বের মুহূর্তও। কারণ দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে ইস্টবেঙ্গল। আমাদের প্রতিপক্ষ নতুন দল। ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবের ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে আমাদের খেলতে হবে।"

দিন বদলের স্বপ্ন ইস্টবেঙ্গলে!

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল: ইস্টবেঙ্গল বনাম এফসি আর্কাদাগ (যুবভারতী সন্ধে, ৭.০০, ফ্যান কোড অ্যাপে সম্প্রচার)।

গোয়ার কাছে আত্মসমর্পণ মহমেডানের

আইএসএল

এফসি গোয়া ২ ■ মহমেডান ০

নিজস্ব সংবাদদাতা

মহমেডান ফিরল মহমেডানেই। টানা পাঁচটি হারের পরে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছিলেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা-রা। মঙ্গলবার ফের হার। এ বার এফসি গোয়ার কাছে ০-২ গোলে বিপর্যস্ত মহমেডান।

গোয়ার আক্রমণের ঝড়ের সামনে ম্যাচের শুরু থেকেই আত্মসমর্পণ করে মহমেডান। তিন মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন বরিস সিংহ। ৬ মিনিটে তাঁর পথ অনুসরণ করেন ইকের গুয়ারতসেনা। সুযোগ নষ্ট করেন রওলিন বর্জেসও। মহমেডান প্রথম গোলের সুযোগ পায় ৯ মিনিটে। কিন্তু গোল করতে পারেননি ফ্রাঙ্কা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে গোয়াকে এগিয়ে দেন ইকের।

দ্বিতীয়ার্ধেও পরিস্থিতি বদলায়নি। খেলা শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গোয়া। কিন্তু গোল করতে পারেননি আর্মান্দো সাদিকু। খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীর আত্মঘাতী গোলে ২-০ এগিয়ে যায় গোয়া। এই ম্যাচের পরে ২৩ ম্যাচ থেকে ৪৮ পয়েন্ট অর্জন করে দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে গোয়া। সমসংখ্যক ম্যাচ থেকে ১২ পয়েন্ট পেয়ে ১৩ নম্বরেই থাকল মহমেডান।



■ **উল্লাস:** মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলের পরে ইকের। এফএসডিএল

সালাহদের সমীহ করেও অঘটনের স্বপ্ন দেখছেন এনরিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ মার্চ: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম পর্বে বুধবার মুখোমুখি হচ্ছে লিভারপুল-প্যারিস সাঁ জরমঁ। কিলিয়ান এমবাপের পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে মহম্মদ সালাহরা কতটা কী করতে পারে তা নিয়েই যাবতীয় আগ্রহ। ইপিএল খেতাব জয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকায় সালহরা দারুণ আত্মবিশ্বাসী। পিএসজি-ও কিন্তু ছন্দে রয়েছে। লিভারপুলের বিরুদ্ধে তারা নামবে ফরাসি লিগে শেষ ম্যাচে লিলকে ৪-১ হারিয়ে।

ফুটবল পণ্ডিতেরা মনে করছেন আর্নে স্লটের দলকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে পিএসজির। পিএসজির ম্যানেজার লুইস এনরিকে বলেছেন, "আমরা এই মরসুমে সেরা ফুটবলটা খেলে লিভারপুলের মুখোমুখি হব। সালাহরা ইউরোপের ক্লাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফুটবল খেলছে। তাই নিজেদের শক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে হবে।" লিভারপুল ম্যানেজার আর্নে স্লট বলেছেন, "পিএসজি ভাল দল। প্রথম পর্বে খেলতে হবে ওদের মাঠে। আশা করছি দারুণ লড়াই হবে।"

সতর্ক বাভুমা, ক্লান্তিই ভাবাচ্ছে স্যান্টনারকে



■ **মুখোমুখি:** সাংবাদিক বৈঠকে দুই অধিনায়ক বাভুমা ও স্যান্টনার। রয়টার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ মার্চ: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার আগে নিউ জ়িল্যান্ড শিবিরকে ভাবাচ্ছে ঠাসা সূচির ধকল।

ভারতের সঙ্গে ২ মার্চ ম্যাচ খেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামে নিউ জ়িল্যান্ড। এ বার সেমিফাইনালে টেম্বা বাভুমাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের দুবাই থেকে যেতে হচ্ছে লাহোরে। সেখানে তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচই খেলেছে। শুধু ভারত ম্যাচ ছাড়া। সোমবার সকালে তাঁরা লাহোরে পৌঁছন। মঙ্গলবার তাই বিশ্রামে জোর দিতে চাইছেন কেন উইলিয়ামসনরা।

সেমিফাইনালের আগে সাংবাদিক বৈঠকে নিউ জ়িল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার বলেছেন, "এত ঠাসা সূচি একটা চিন্তার কারণ। ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার সময়টাও চাই। সেদিকে নজর দেওয়া খুব জরুরি।" যোগ করেন, "এক দিনের ক্রিকেটে শরীরে উপরে খুব ধকল যায়। তাই আমাদের দিক থেকে সবচেয়ে বড় কাজ হল বোলারদের ম্যাচের জন্য তৈরি রাখা।" একই সঙ্গে সূচি নিয়ে তিনি আরও বলেছেন, "আন্তর্জাতিক, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পাশাপাশি আইসিসির প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বড় পরীক্ষা।"

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আবার সেমিফাইনাল ম্যাচ ভেবে চাপে পড়তে চান না। বলেছেন, "আর পাঁচটা ম্যাচের মতো ধরে নিয়ে নামব সেমিফাইনালে। নিউ জ়িল্যান্ড নিশ্চিত ভাবে আমাদের জন্য কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছে। সেটার জন্য তৈরি থাকতে হবে।" দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য চিন্তার কারণ এডেন মার্করামের চোট। ইংল্যান্ড ম্যাচে তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। তবে অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন বাভুমা।

টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেঁটে ফেলা হল বাবর, রিজ়ওয়ানকে

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ মার্চ: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিপর্যয়ের জের! বাবর আজ়ম ও মহম্মদ রিজ়ওয়ানকে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেঁটে ফেলা হল। নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজ়ে দুই তারকাকে বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করা হল। টি-টোয়েন্টিতে নেওয়া হয়নি পেসার নাসিম শাহকেও।

এক দিনের সিরিজ়ের দলে বাবররা আছেন। সেখানে অধিনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে রিজ়ওয়ানকেই। রিচার্ড হ্যাডলির দেশে ১৬ মার্চ থেকে খেলতে দেখা যাবে পাকিস্তানকে। টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। সহ-অধিনায়ক শদাব খান। শদাব কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলেননি।

পাকিস্তান দলে দেখা যাবে এক ঝাঁক নতুন ক্রিকেটারকেও। যেমন আব্দুল সামাদ, হাসান নওয়াজ়, মহম্মদ আলি। এই তিন জনের কেউ আগে টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের হয়ে খেলেননি। সামাদ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে ১১৫ রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন, যেখানে তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৬৬.৬৭। নওয়াজ় একই প্রতিযোগিতায় ৩১২ রান করেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪২.৪৭। টি-টোয়েন্টি ও এক দিনের দল রাখা হয়নি সাইম আয়ুবকে। তাঁর গোড়ালির চোট এখনও সারেনি।